প্রাচীন ইতিহাস পরিচয়

গ্রীশ, ঈজিপ্ট, এশিয়া মাইনর
ও পারস্য
খ্রীষ্টপূর্ব ৩০ পর্যন্ত

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, এম.এ.,
অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস
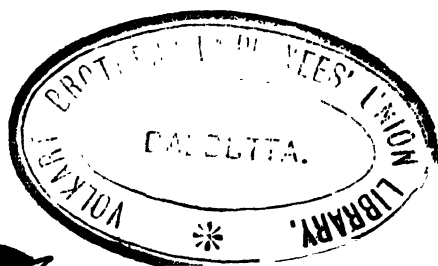
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

প্রাচীন সভ্যজগতের ইতিহাস পাঠ করিতে শিক্ষিত সমাজের তথা বিদ্যার্থীগণের আগ্রহ জাগরিত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইতিহাসচর্চা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পটভূমিকারূপেই এ পুস্তকের বর্ণিত বিষয় কল্পিত হইয়াছে। বিষয় বিশেষের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ পুস্তকাদির নাম স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতা
৩০ মে ১৯৫৩

বীরেন্দ্রকুমার বসু

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মানচিত্র

পাঠকের প্রতি নিবেদন

একখানি ভূচিত্রাবলী সঙ্গে নিয়া পড়িতে বসিবেন
এবং এক বৈঠকে এক পরিচ্ছেদের বেশি পড়িবেন না।

হেরোডোটাস্

প্রথম ইতিহাস লিখিয়াছিলেন হেরোডোটাস্। ইঁহার পুস্তক গ্রীক ভাষায় লিখিত। জন্মস্থান হালিকার্নাসাস, এসিয়া মাইনর বা আনাটোলিয়াতে। বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে। গ্রীক সাগর বা ঈজিয়ান সমুদ্রের পূর্বদিকে এসিয়া মাইনরের উপকূলে তখন অনেক গ্রীক শহর ও রাজ্য ছিল। গ্রীকরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে খুব পটু ছিল। গ্রীক সাগরের দ্বীপগুলি তো সব উহাদের ছিলই, অধিকন্তু সিসিলি দ্বীপ, ইটালির দক্ষিণ ভাগ, আফ্রিকার সাইরিনি (আধুনিক বেনঘাজি) গ্রীকদিগের দখলে ছিল। ফ্রান্স ও স্পেনের দক্ষিণ উপকূলেও ইহাদের কতকগুলি উপনিবেশ ছিল। [স্পেনের রৌপ্যখনি হইতে ইহারা কিছুদিন পরে কার্থেজের (বর্তমান টিউনিস) ফিনিসিয়দিগের দ্বারা বিতাড়িত হয়।]

হেরোডোটাসের জন্ম হয় খৃস্ট পূর্ব ৪৮৪ সালে। মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৪২৫। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের তারিখ যদি ৪৮৩ হয় তাহা হইলে হেরোডোটাসের জন্মের এক বৎসর পরে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছিল, আর যদি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৫৪৪ (খৃঃ পূঃ) হয়, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ষাট বৎসর পরে হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন।

হেরোডোটাসের জন্ম ও শৈশবকাল গ্রীকদিগের অত্যন্ত সঙ্কটের সময় ছিল।

পারস্যের সম্রাট কুরুশ (Cyrus) খৃঃ পূঃ ৫৩৬ সালে এসিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়া লীডিয়া রাজ্য (রাজা—ক্রীশাস, রাজধানী সার্ডিশ) জয় করেন এবং শীঘ্রই এসিয়া মাইনরের গ্রীক উপনিবেশ

গুলি তাঁহার রাজ্য ভুক্ত করেন। ৫৩৯ সালে তিনি ব্যাবিলোনিয়া জয় করেন। তাঁহার পুত্র কাম্বুজীয় (Cambyses) ৫২৫ (খৃঃ পূঃ) সালে ঈজিপ্ট জয় করেন এবং কাম্বুজীয়ের পরবর্তী পারস্য সম্রাট বিশ্‌তাস্‌পের পুত্র দারায়ুস (Darius Hystaspes) ৫১২ (খৃঃ পূঃ) সালে গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত থ্রেস ও ম্যাকিডন বা ম্যাসিডন জয় করেন। ৫০০ (খৃঃ পূঃ) সালে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া গ্রীস আক্রমণ করেন। সে সময় দারায়ুসের রাজ্য আফ্রিকার মিশর দেশ, ইয়ুরোপের থ্রেস, ম্যাকিডন এবং এসিয়ার ভূমধ্যসাগরের প্রান্ত হইতে ভারতবর্ষের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পারসিক সম্রাটদিগের একটী বিশেষত্ব প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে তাঁহারা যে সকল দেশ জয় করিতেন সেই সকল দেশের রাজ রাণীরা প্রায়শঃ তাঁহাদের অনুগত অমাত্য হইয়া পড়িতেন। এই ভাবে লীডিয়ার রাজা ক্রীশাশ্‌কে এবং হেরোডোটাসের নিজের দেশ হালিকার্ণাসাসের রাণী আর্টিমিসিয়াকে আমরা পারস্য সম্রাটের দরবারে দেখিতে পাই। তাহা ভিন্ন বহু গ্রীক রাজন্য এবং রাজনীতি-ব্যবসায়ীকে আমরা স্বদেশের লোকেদের অত্যাচার বা অবিচার হইতে পারস্য সম্রাটের দরবারে আশ্রয় লইতে দেখিতে পাই, যথা আথেন্সের রাজা হিপিয়াস্, স্পার্টার রাজা ডেমারাটাস্, আথেন্সের সেনাপতি ও অমাত্য থেমিস্টোক্লিস এবং সোক্রাটিসের প্রিয় শিষ্য আলকিবিয়াডিস্। ইহা হইতে পারস্য সম্রাটদিগের উদারতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাইবেলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা হইয়াছে, ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাডনাজার যে সকল ইহুদীদিগকে বাবিলনে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাবিলন জয় করিবার পর পারস্য সম্রাট কুরুশ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য দিয়া স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। (Book of Ezra দ্রষ্টব্য)

দারায়ুসের সাম্রাজ্যের ন্যায় এত বড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য পৃথিবীতে ইহার পূর্বে কখনও হয় নাই। এক গ্রীস ছাড়া তখনকার সমস্ত সভ্যজগৎ দারায়ুসের সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। এবং এই সম্রাট যখন ৫০০ সালে গ্রীস আক্রমণ করিলেন তখন গ্রীস দেশে কি প্রকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৪৯০ সালে মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাট পারস্যবাহিনী গ্রীকদিগের নিকট পরাজিত হয়। এ ঘটনা হেরোডোটাসের জন্মের ছয় বৎসর পূর্বে।

খৃঃ পূঃ ৪৮৫ সালে দারায়ুসের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র ক্ষয়র্শ (Xerxes) খৃঃ পূঃ ৪৮১ সালে আবার এক বিরাট বাহিনী লইয়া গ্রীস আক্রমণ করেন। এবার তাঁহারা যদিও থার্মপীলিতে স্থল-যুদ্ধে জয়ী হয়েন এবং আথেন্স শহর জ্বালাইয়া দেন, কিন্তু সালামিসে তাঁহাদের নৌবহর বিধ্বস্ত হইয়া যায় (৪৮০ সাল) এবং ক্ষয়র্শ সেনাপতি মার্ডোনিয়াসকে গ্রীসে রাখিয়া পারস্যে ফিরিয়া যান। এক বৎসর পরে (খৃঃ পূঃ ৪৭৯ সালে) প্লেটিয়ার স্থলযুদ্ধে গ্রীকরা মার্ডোনিয়াসকে পরাভূত করে এবং ইহার পর পারশ্য আর কখনও গ্রীসকে আক্রমণ করে নাই। তবে তখনও গ্রীকদিগের পারস্যভীতির অবসান হইতে আরো দেড় শত বৎসর দেরী ছিল। প্লেটিয়ার যুদ্ধের সময় হেরোডোটাসের বয়স ৪ বৎসর। হেরোডোটাস ৫৯ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিণত বয়সের কালে গ্রীসদেশ শান্তিতে নিজেদের সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। স্থপতি এবং ভাস্করের মুকুটমণি ফিডিয়াস্, দর্শন শাস্ত্রের সাধক সোক্রাটিস, নাট্যকারগণ ঈস্কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিডিস, দেশনেতার অগ্রগণ্য পেরিক্লিস, ইঁহারা সকলেই হেরোডোটাসের সমসাময়িক। বস্তুতঃ এই সময়ই গ্রীসের স্বর্ণযুগ। হেরোডোটাসের মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্বে কিন্তু গ্রীসে ভীষণ গৃহযুদ্ধ বাধে। একদিকে আথেন্স এবং অন্য দিকে

স্পার্টা। সে যুদ্ধের কথা পরে বলা হইবে, ঐতিহাসিক থিউকিডিডিস্ সে যুদ্ধের চাক্ষুষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়, মুখবন্ধ ও উপসংহার

এইবার হেরোডোটাসের ইতিহাসের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি হালিকার্নাসাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীসদেশ, ম্যাকিডন ও থ্রেস ছাড়া ঈজিপ্ট, পারস্য ও প্যালেস্টাইন পর্যটন করিয়া নানারকম লোকের নিকট বহুপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাহাই তাঁহার ইতিহাসে পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে ঃ

"হালিকার্নাসাসের হেরোডোটাস তাঁহার তদন্তের ফল প্রকাশ করিতেছেন। এই আশাতে যে, মানুষ পূর্বকালে যে সকল কার্যসাধন করিয়াছিল সেগুলির স্মৃতি নষ্ট না হয় এবং গ্রীক এবং গ্রীকেতর জাতীয় লোকেরা যে সকল আশ্চর্য এবং রোমাঞ্চকর কীর্তি করিয়াছিল সেগুলির প্রাপ্য প্রশংসা হইতে তাহারা বঞ্চিত না হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে চিরকালের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে তাহার মূলকারণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। পারসিকদের মধ্যে যাহারা ইতিহাসের খবর রাখে তাহারা বলে যে, এ বিরোধ আরম্ভ করে ফিনিসিয়েরা। ফিনিসিয় জাতি প্রথমে ভারত সাগরের উপকূলে বাস করিত এবং সেখান হইতে ভূমধ্যসাগরের তীরে বসবাস আরম্ভ করে। ইহারা প্রথম হইতেই ঈজিপ্ট এবং আসীরিয়ার মাল জাহাজে ভর্তি করিয়া নানা দেশে বিক্রয় করিত। এইভাবে তাহারা গ্রীসের আর্গসে (Argos) তাহাদের জাহাজ ভিড়াইয়া একবার ৫।৬ দিন রাখে। শেষের দিনে কতকগুলি গ্রীক স্ত্রীলোক তাহাদের নৌকাগুলি দেখিতে আসে। তাহাদের মধ্যে ছিল ইনাকাসের কন্যা ইও (Io)। তাহারা যখন জাহাজের পিছন দিকে জিনিষের দাম-দস্তুর করিতেছিল তখন

ফিনিসিয়েরা হঠাৎ চিৎকার করিয়া তাহাদের আক্রমণ করে তাহাতে কতক স্ত্রীলোক পলাইয়া যায়। কিন্তু ইও এবং আরো দুএকটিকে ফিনিসিয়েরা জাহাজে উঠাইয়া জাহাজের পাল তুলিয়া ঈজিপ্টের দিকে যাত্রা করে। এইভাবে ইও ঈজিপ্টে আনীত হন। এই কথা পারসিকেরা বলে, ফিনিসিয়দের কাছে কিন্তু. গল্পটা অন্যভাবে শোনা যায়। যাহাই হউক ইহাই হইল প্রথম পর্ব।

ইহার কিছুকাল পরে কতকগুলি গ্রীক ফিনিসিয়ার টায়ার **(Tyre)** শহরে নৌকা লইয়া আসে এবং সেখানকার রাজকন্যা ইয়ুরোপাকে বলপূর্বক লইয়া যায়। যাঁহাদের কাছে আমি এ গল্প শুনিয়াছি তাঁহারা এ পর্যন্ত গ্রীকদের কার্যকলাপ সমর্থনযোগ্য মনে করেন কিন্তু ইহার পরে গ্রীকরা কলচিসে নৌকা লইয়া আসিয়া সেখানকার রাজকন্যা মেডিয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং রাজার দূত যখন গ্রীসে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান প্রার্থনা করে তখন তাহাকে বলা হয় যে ইওকে যখন ফেরত দেওয়া হয় নাই তখন মিডিয়াকেও দেওয়া হইবে না।

আমার সংবাদদাতারা আরো বলিয়াছেন যে এই সময়ের এক-পুরুষ পরে প্রায়ামের পুত্র আলেকজাণ্ডার (প্যারিস) এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করেন এবং হেলেনকে চুরি করেন। এবং গ্রীকরা যখন একার্যের প্রতিবিধানের জন্য দূত পাঠায় তখন বলা হয় যে, মেডিয়ার বেলায় যখন তাহারা কিছু করে নাই তখন কোন্ লজ্জায় তাহারা প্রতিবিধানের প্রশ্ন তোলে ? পারসিক সংবাদ-দাতারা বলেন যে, এ পর্যন্ত যাহা হইয়াছিল তাহা কিছু ধর্তব্য নয় কারণ মেয়ে চুরি তো বদ্ লোকে করিয়াই থাকে আর মেয়েগুলির নিজের ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কি কখনো তাহাদের চুরি করিতে পারে ? এরূপ বিষয় লইয়া যাহারা বিচলিত হয় তাহারা মূর্খ। কাজেই এই সূত্রে গ্রীকরা যে এশিয়াতে সৈন্য পাঠাইয়া আক্রমণ করিল তাহা কিছুতেই সমর্থন

যোগ্য নহে। এশিয়ার লোকেরা তো কখনও তাহাদের মেয়ের জন্য গ্রীস আক্রমণ করে নাই। কিন্তু গ্রীকরা একটা স্ত্রীলোকের জন্য এশিয়া আক্রমণ করিয়া প্রায়ামের রাজ্য নষ্ট করিল। ইহার পর হইতে এশিয়ার লোকেরা গ্রীকদিগকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল। পারসিকদের মতে এশিয়ার অধিবাসীরা সকলেই তাঁহাদের নিজের লোক আর গ্রীস এবং ইউরোপ পরদেশ।”

এইভাবে হেরোডোটাসের ইতিহাস আরম্ভ, এবং সালামিস ও প্লেটিয়ার যুদ্ধের বিবরণে শেষ হইয়াছে। নয় খণ্ডে পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড এক একটি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (**Muse**) নামে উৎসর্গিত।

প্রথম খণ্ড পারসিক সম্রাট ক্কুরুশের (**Cyrus**) কাহিনী এবং তৎসঙ্গে এশিয়া মাইনর, পারস্য ও ব্যাবিলনের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে কাম্বোজীয়ের ঈজিপ্ট জয়ের বিবরণ এবং ঈজিপ্ট সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য। তৃতীয় খণ্ডে ঈজিপ্টের কাহিনীর উপসংহার এবং দারায়ুসের রাজ্যলাভ এবং রাজ্যবিস্তার। চতুর্থ খণ্ডে দারায়ুসের কাহিনী এবং তৎকালীন জ্ঞাত পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ। পঞ্চম খণ্ডে দারায়ুসের গ্রীস আক্রমণ। ষষ্ঠ খণ্ডে আক্রমণের পরিসমাপ্তি ও ম্যারাথনের যুদ্ধ। সপ্তম খণ্ডে দারায়ুসের মৃত্যু এবং ক্ষয়র্শের রাজ্যলাভ এবং গ্রীস আক্রমণ। অষ্টম খণ্ডে সালামিস যুদ্ধ এবং ক্ষয়র্শের ভগ্নীপতি মার্ডোনিয়াসকে গ্রীসে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। নবম খণ্ডে প্লেটিয়াতে মার্ডোনিয়াসের পরাজয়। শেষ পৃষ্ঠায় গ্রীকরা কি ভাবে ক্ষয়র্শ যে ডার্ডানেলস্ প্রণালীর উপর দড়ি ও নৌকার সেতু তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার **flax** এবং **papyrus** নির্মিত রজ্জু লইয়া চলিয়া আসে—তাহার বর্ণনা আছে। এবং উপসংহার স্বরূপ এই কাহিনীটি আছে—পারসিক সম্রাট ক্করুশকে একবার এক ব্যক্তি পরামর্শ দিয়াছিল যে, যখন তিনি প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের

অধীশ্বর হইয়াছেন, তখন তিনি পাত্রমিত্র লইয়া অনুর্বর এবং বন্ধুর পারস্যদেশ ত্যাগ করিয়া যে কোন ফুলফল শোভিত সমতল এবং সহজে কর্ষণযোগ্য দেশে বাস করিতে আরম্ভ করুন না? তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "'হাঁ তাহা করা যায়, কিন্তু নরম দেশে যাহারা বাস করে তাহারা শীঘ্রই নরম হইয়া যায় এবং অপরের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়—যে সকল দেশে সুস্বাদু ফল জন্মায় সে সকল দেশে যোদ্ধা জন্মায় কমই।" এই বৃত্তান্তে হেরোডোটাস তাঁহার পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন।

হেরোডোটাসের ইতিহাসের কয়েকটি কাহিনী

হেরোডোটাসের ইতিহাস হইতে কিছু কিছু কাহিনী উদ্ধার করা হইতেছে। হোরোডোটাস নানা দেশ পর্যটন করিয়া নানারকম লোকের নিকট হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন; কাজেই তাঁহার সকল কথা সমান নির্ভরযোগ্য নয়। যে সকল দেশে তিনি নিজে যান নাই এবং যে সকল ঘটনা তাঁহার সময়ের বহুপূর্বে ঘটিয়াছিল সে সকল দেশের এবং কালের কথায় তাঁহার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যতই দিন যাইতেছে এবং বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের (archaeology) চর্চা হইতেছে ততই তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মানব চরিত্র সম্বন্ধে বহুদর্শী ছিলেন। হেরোডোটাস ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যার অবতারণা কখনো করেন নাই।

* * * *

পারস্যের আচার ব্যবহার

"পারসিকদের যে সকল আচার ব্যবহার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই। ইহারা গ্রীকদিগের ন্যায় দেবদেবীদিগকে মানুষের

স্বভাবসম্পন্ন মনে করে না, সেই জন্য ইহারা দেবতাদের কোনও মূর্তি গড়ে না কিংবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না। তাহারা যখন জুপিটারকে পূজা দিতে যায় তখন কোন উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে। আকাশ-মণ্ডলকে তাহারা জুপিটার বলে, তাহা ছাড়া তাহারা সূর্য চন্দ্র পৃথিবী অগ্নি জল ও বায়ুকে পূজা দেয়। এই সব দেবতাদের পূজা তাহারা পুরাকাল হইতে করিয়া আসিতেছে । পরবর্তী কালে তাহারা আরবীয় ও আসিরিয়দিগের নিকট শিখিয়া উরেনিয়া দেবীর পূজা আরম্ভ করে। এই দেবীকে আসিরিয়রা মীলিটা নামে পূজা করিত, আরবীয়েরা শুধু আলিটা নাম করে, পারসিকরা তাঁহার নাম দিয়াছে মিত্র।

[আসলে পারসিকেরা জরথুষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন, আহুরা মাজদা নামে ভগবানের আরাধনা করিতেন, তাহা ভিন্ন বৈদিক হিন্দুদের ন্যায় মিত্র বা সূর্য, অগ্নি, বরুণ দেবতাদিগকে হোমা বা সোমরস দ্বারা অর্চনা করিতেন। জরথুষ্ট্র পুরাতন যাগযজ্ঞপূর্ণ বৈদিক ধর্মের সংস্কার করিয়া আহুরা মাজদার উপাসনা প্রবর্তন করেন। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। দারায়ুস তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতেও যেমন, পারস্যেও তেমনি, নূতন ও পুরাতন ধর্ম এক সঙ্গেই বহুকাল চলিয়াছিল।]

এই সকল দেবদেবীকে তাহারা এই ভাবে পূজা দেয়। কোনও বেদী নাই, অগ্নি জ্বালায় না, বংশী বাদন নাই, যবের রুটী, জল এসব কিছুই দেয়না কেবল বলির পশুটীকে লইয়া আসিয়া একটি পবিত্রস্থানে রাখা হয় এবং যজমান দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে। শুধু নিজের মঙ্গল নহে, রাজা এবং সমস্ত পারস্য দেশ-বাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হয়। তাহার পর বলির পশুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়। তাহার পর তাহার মাংস রান্না করিয়া নরম তৃণের উপর রাখা হয়। তখন একজন মাজি (**Magi**) পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পুরোহিত উপস্থিত থাকা চাই-ই। অল্পকাল পরে যজমান মাংস লইয়া যায় এবং তাহা লইয়া যাহা খুশি করে।

ইহারা নিজেদের জন্মদিনে খুব ধুমধাম করে। সেদিন একটা বড়রকমের ভোজ হয়। অর্থশালী লোকেরা একটি আস্ত ষাঁড়, একটা আস্ত ঘোড়া, একটা আস্ত উট বা একটা আস্ত গর্দভ রন্ধন করিয়া নিমন্ত্রিতদিগের সম্মুখে উপস্থিত করে—গরিবলোকেরা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র পশু দিয়া কাজ চালায়। ইহারা মাংস অপেক্ষা ফলমূল বেশী খায় এবং মদ্যপান করিতে ভালবাসে। রাস্তায় দেখা হইলে ইহারা পরস্পারের মুখ চুম্বন করে, গুরুজনকে দেখিলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ইহারা পরদেশীয়দের রীতিনীতি গ্রহণ করিতে খুব মজবুত। মীড দিগের পোষাক ইহারা গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় ঈজিপ্টবাসী-দিগের বর্ম ব্যবহার করে। যে দেশেরই কোন বিলাসিতার খবর পায় তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করে। ইহারা বহুপুত্রের পিতাকে বিশেষ সম্মান দেখায়। পুত্রেরা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অন্দরমহলেই কাটায়, পিতার সম্মুখে বেশী আসে না। ইহারা মন্দ কাজ করা এবং মন্দ কথা বলা সমান দোষের মনে করে। ইহারা মিথ্যা কথা বলাকে সর্বাপেক্ষা দোষের কাজ মনে করে। তারপর হইতেছে ধার করা—কারণ ধার করিলেই মিথ্যা কথা বলিতে হয়। এ পর্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা আমার দেখা কথা। আর একটি প্রথার কথা আমি শুনিয়াছি দেখি নাই। তাহা হইতেছে মৃতদেহ সৎকার। শুনিয়াছি পুরুষ পারসিকের মৃতদেহ প্রোথিত করার পূর্বে তাহা একটা কুকুর কিংবা শকুনির দ্বারা খাওয়ানো হয়।

খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভূগোল

পারসিক, মীড, সস্পিরিয় আর কলচিয় জাতিরা যে ভূখণ্ডে বাস করে তাহার পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের দেশে এশিয়ামহাদেশের যে অংশ আছে তাহার দক্ষিণে এরিথ্রিয় সাগর এবং উত্তরে কাস্পিয়ান এবং আরাকিস

নদী (সিরদরিয়া)। এ নদী সূর্যোদয়ের দিকে প্রবাহিত। এখান হইতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত মনুষ্যের বসবাস আছে কিন্তু তাহার পূর্বে আর জন-মানব নাই এবং সে দেশ কি প্রকার কেহই জানে না। এশিয়ার পরে আর এক মহাদেশ লিবিয়া (আফ্রিকা)—এটি ঈজিপ্টের সংলগ্ন দেশ। কেন যে লোকে পৃথিবীকে লিবিয়া, এশিয়া আর ইউরোপ এই তিন মহাদেশে ভাগ করিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কারণ এ দেশগুলি অসমান মাপের, দৈর্ঘ্য তো দেখাই যাইতেছে ইউরোপ অন্য দুইটার মিলিত দৈর্ঘ্যের সমান আর প্রস্থের বেলায় তো তুলনাই হয় না। যাহা হউক, লিবিয়ার যে চারিদিকেই সমুদ্র আছে তাহা আমরা জানি। ঈজিপ্টের রাজা নীকস্ যখন নীল নদী হইতে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল কাটিতে কাটিতে দৈববাণী এবং মড়ক হইবার দরুণ সে কার্য বন্ধ করিলেন (এ কার্য পরে দারায়ুস সম্পন্ন করিয়াছিলেন) তখন তিনি ফিনিসিয় নাবিকদিগের কতকগুলি জাহাজকে হুকুম দেন যে, তাহারা লোহিত-সাগর দিয়া হারকুলিস স্তম্ভ (জিব্রাল্টর) পর্যন্ত গিয়া ভূমধ্য-সাগর দিয়া ঈজিপ্টে ফিরিয়া আসিবে। ফিনিসিয়রা ঈজিপ্ট হইতে এরিথ্রিয়ান সাগর দিয়া যাত্রা করিয়া দক্ষিণ সাগরে পাড়ি দিল। তাহারা শরৎকাল হইলে যেখানেই থাকিত জাহাজগুলি ডাঙ্গায় ভিড়াইয়া কিছু জমি চাষ করিত এবং শস্য পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করিত। তারপর শস্য কাটিয়া লইয়া আবার নৌকা ছাড়িত। এইভাবে দুই বৎসর অতিবাহিত হয় এবং তৃতীয় বৎসরে তাহারা হারকুলিস স্তম্ভ পার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বলিয়াছিল যে লিবিয়া ঘুরিতে গিয়া তাহারা সূর্যকে ডান দিকে দেখিয়াছিল। এ কথা যাঁহার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। [হেরোডোটাসের এই অবিশ্বাস তাঁহার সরলতা এবং সত্যবাদিতার দ্যোতক]

ইউরোপ
অজ্ঞাত
ইস্তার নং
কাস্পিয়ান
স্পেন
মাকেডন
আথেন্স
কৃষ্ণসাগর
এসিয়া
হার্কুলিসের স্তম্ভ
সার্দিশ
সিসিলি
পারসিয়া
সিন্ধু নং
ভূমধ্য সাগর
আসীরীয়া
কার্থেজ
টায়ার
বাবিলোনিয়া
মেমফিস
লীবিয়া
আরব
ভারত সাগর
থীবস্
নীল নং

হেরোডোটাসের পৃথিবী

দারায়ুসের ভৌগোলিক আবিষ্কার

এশিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলের আবিষ্কার করিয়াছিলেন দারায়ুস। সিন্ধু নদে নীল নদের মত কুম্ভীর আছে দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে ইহা কোথায় সমুদ্রে পড়িয়াছে তাহা জানিতে হইবে। সেই জন্য তিনি কারিয়াণ্ডাবাসী স্কাইলাক্স প্রমুখ কতকগুলি সত্যনিষ্ঠ লোককে নদী বহিয়া যাইতে আদেশ দেন। তাহারা প্যাকটিকা দেশের কাসপাটিরাস শহর হইতে নৌকা ছাড়িল এবং পূর্ব দিক দিয়া বাহিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল। সেখান হইতে ৩০ মাস ধরিয়া পশ্চিমমুখে নৌকা বাহিয়া ঈজিপ্টের রাজা যে স্থান হইতে ফিনিসিয়দিগকে লিবিয়া প্রদক্ষিণে পাঠাইয়াছিলেন সেই স্থানে পৌঁছিল। এই নৌযাত্রার পর দারায়ুস হিন্দুস্থানীদিগকে জয় করেন এবং এই সমুদ্র নৌ-চালনের জন্য ব্যবহার করেন। তাহা হইলেই হইল, লিবিয়ার মত এশিয়া দেশও পূর্ব দিকে ছাড়া আর সব দিকই সমুদ্র দিয়া ঘেরা। কিন্তু ইউরোপের সীমানা কেহই জানে না। ইহার উত্তর আর পূর্ব দিকে কোনও সাগর আছে কিনা কেহ বলিতে পারে না। আবার ইউরোপের নাম কোথা হইতে আসিল তাহাও জানা যায় না।

দূত অবধ্য

গ্রীস দেশ আক্রমণের সংকল্প করিয়া দারায়ুস গ্রীকদিগের মন জানিবার জন্য চারিদিকে দূত পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যেক শহরে যাইয়া সম্রাটের নামে মাটি ও জল যাচ্ঞা করিল। যাহারা দারায়ুসের বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক তাহারা মাটি ও জল দিল এবং যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা দূতদিগকে ফিরাইয়া দিল। কেবল আথেন্স ও স্পার্টা শহর হইতে দূতেরা ফিরিল না। উভয় স্থানের লোকেরা দূতদিগকে কূপের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া বলিল ঐ স্থান হইতে জল ও মাটি লইয়া তোমাদের সম্রাটের নিকট ফিরিয়া যাও। এই জন্য যখন

ক্ষয়র্শ দশ বৎসর পরে আবার গ্রীস আক্রমণ করেন তখন আথেন্স ও স্পার্টাতে মাটি ও জলের জন্য দূত পাঠান নাই। অন্যান্য শহরে পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রকারে অবধ্য দূতদিগকে বধ করিবার জন্য আথেন্সের কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই—কিন্তু স্পার্টার ল্যাকিডিমনিয়ানদিগকে ইহার জন্য দেবতার কোপে পড়িতে হইয়াছিল। তাহাদের দেশে ট্যালথিবিয়াস নামক এক দেবতার মন্দির আছে। ইনি রাষ্ট্রদূতের দেবতা। স্পার্টানরা এই কুকীর্তি করিলে ট্যালথিবিয়াসদেব তাহাদের বলি গ্রহণ করেন না। ইহাতে স্পার্টানগণ অত্যন্ত মনোকষ্টে পড়ে এবং নগরে ঘোষণা করে, কোনও স্পার্টান তাহার নগরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে কিনা। তাহাতে স্পের্থিয়াস ও বুলিস নামক দুইটী উচ্চ বংশীয় যুবক আগাইয়া আসিয়া বলিল যে দারায়ুসের যে দুটী দূতকে বধ করা হইয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে তাহারা ক্ষয়র্শের সম্মুখে প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত। তখন স্পার্টানরা তাহাদিগকে মীড (পারসিক) দিগের নিকট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিল।

এই যুবক দুইটির সাহস ও বীরত্ব তো প্রশংসনীয় ছিলই, তাহারা ক্ষয়র্শর রাজধানী সুসা যাইবার পথে পারসিক সেনাপতি ও প্রদেশ শাসক হাইডার্নেসকে যে কথা বলিয়াছিল তাহাও আশ্চর্যজনক। এই হাইডার্নেস তাহাদের বলিলেন "কেন তোমরা সম্রাটের সহিত মিত্রতা কর না? তিনি গুণের আদর করিতে জানেন। এই দেখ না আমি কিরূপ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছি। তোমরাও যদি তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার কর তাহা হইলে তিনি হয়তো তোমাদিগকে গ্রীস দেশের কোনও অংশের শাসন কার্যেই নিয়োগ করিবেন।" ইহার উত্তরে তাহারা বলে "হে হাইডার্নেস তুমি একদেশদর্শী ব্যক্তি। তুমি ব্যাপা-রের অর্ধেক মাত্র বুঝিতেছ, বাকী অর্ধেক তোমার জ্ঞানের বহির্ভূত। দাসের জীবনই তোমার অভ্যস্ত, ইহাই তুমি বুঝিতে পার—স্বাধীনতা

কি পদার্থ তাহার স্বাদ তোমার অজ্ঞাত। সে স্বাদ যদি তুমি জানিতে তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবার উপদেশ দিতে।"

তাহার পর যখন তাহারা সুসাতে সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইল এবং দরবারিগণ তাহাদিগকে রাজার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে বলিল তখন তাহারা বলিল যে তাহারা মানুষকে পূজা করিতে অভ্যস্ত নয় আর মানুষের সম্মুখে ভূমিতে মাথা ঠেকাইবার জন্যও পারস্য দেশে আসে নাই। তারপর তাহারা সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে মীড জাতির সম্রাট, আপনার যে দূত দুটীকে স্পার্টাতে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহাদের পরিবর্তে প্রাণ দিবার জন্য, ল্যাকিডিমনগণ আমাদের দুইজনকে পাঠাইয়াছেন।"

ক্ষয়র্শ তখন প্রকৃত ঔদার্যের সহিত প্রত্যুত্তর দিলেন যে, ল্যাকিডিমনগণ যেমন দূত বধ করিয়া সভ্য সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সে ব্যবহারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। যে কাজকে তিনি পূর্বে নিন্দা করিয়াছেন, সে কাজ তিনি নিজে করিবেন না। অধিকন্তু, এই দুইটী নিরপরাধ ব্যক্তিকে বধ করিয়া তিনি ল্যাকিডিমনদিগকে তাহাদের অন্যায় আচরণের অনুশোচনা হইতে মুক্তি দিতেও ইচ্ছুক নহেন।

ম্যাকেডনের পারস্যভীতি

দারায়ুস তাঁহার সেনাপতি মেগাবেজাসকে থ্রেস ও ম্যাকেডন বশীভূত করিবার জন্য ইউরোপে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে পর, মেগাবেজাস প্রথমে সমস্ত থ্রেস দেশ বশীভূত করিলেন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক হিন্দুস্থানিগণ ছাড়া আর কোনও জাতি নাই যাহারা থ্রেসিয়দিগের ন্যায় শক্তিশালী—কিন্তু তাহারা কিছুতেই একতাবদ্ধ হইতে পারে না সেইজন্য তাহাদিগকে খণ্ডে খণ্ডে পরাজিত করা সহজ

হইয়াছিল। থ্রেস জয় করিবার পর মেগাবেজাস তাঁহার সাত জন অনুচরকে ম্যাকেডোনিয়াতে পারস্যের দূতরূপে পাঠাইয়া দেন। তাহারা ম্যাকেডনের রাজা আমিনটাসের নিকট গিয়া দারায়ুসের নামে মাটি ও জল দাবী করিবে এইরূপ আদেশ পাইয়াছিল।

পারসিক দূতদল তদনুসারে আমিনটাসের সভায় উপস্থিত হইয়া সম্রাট দারায়ুসের পক্ষে জল ও মৃত্তিকা চাহিল। এবং আমিনটাস তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী তো হইলেনই অধিকন্তু দূত দিগকে তাঁহার সহিত আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহা সমারোহে অতিথি সৎকার করিলেন। ভোজ শেষ হইলে সকলে যখন প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন তখন পারসিকগণ বলিল 'হে প্রিয় ম্যাকেডোনিয়, আমাদের দেশে রীতি এই যে আমাদের যখন বৃহৎ ভোজ হয়, তখন আমরা আমাদের পত্নী উপপত্নীদিগকেও ভোজের স্থানে আনয়ন করি এবং আমাদের পার্শ্বে বসিতে দিই। আপনি যখন আমাদের এতই আপ্যায়িত করিলেন এবং আমাদের সম্রাট দারায়ুসকে জল মাটী দিবার অঙ্গীকার করিলেন তখন আমাদের এই প্রথাটীও গ্রহণ করুন।" আমিনটাস উত্তর দিলেন "আমাদের দেশে তো এরূপ নিয়ম নাই। আমরা স্ত্রী ও পুরুষদের আলাদা স্থানে রাখি। তবুও আপনারাই এখন আমাদের প্রভু, আপনারা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করা হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজের অনুচরদিগকে স্ত্রীলোকদিগকে আনিতে বলিলেন এবং তাহারা আসিয়া পারসিকদিগের সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া বসিল। পারসিকরা দেখিল স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী ও সুন্দরী। তখন তাহারা বলিল "এ ঠিক হইল না। ইঁহারা যদি আসিলেনই তখন আমাদের পার্শ্বে না বসিয়া দূরে থাকিয়া আমাদের চক্ষু কণ্টকিত করিতেছেন মাত্র"। কাজেই আমিনটাসকে বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোকগুলিকে পারসিকদিগের মধ্যে বসিতে দিতে হইল আর পারসিকরাও মদ্যের নেশায় স্ত্রীলোকদিগের গায়ে হাত দিতে

লাগিল এবং একজন তাহার পার্শ্বের স্ত্রীলোককে চুম্বন করিতে চেষ্টা করিল।

রাজা আমিন্‌টাস সমস্ত দেখিয়াও পারসিকদিগের ভয়ে কিছু করিতে পারিলেন না। আমিন্‌টাসের যুবক পুত্র আলেকজাণ্ডার (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট নহেন, তিনি অনেক পরে) কিন্তু এসমস্ত দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধের সহিত তাঁহার পিতাকে বলিলেন 'আপনার বয়স হইয়াছে ইহাদের সহিত আর বসিবেন না—বিশ্রাম করুন। আমি অতিথিদিগের দেখাশুনার ভার লইব'। আমিন্‌টাসের ভয় হইল তাঁহার পুত্র কিছু হঠকারিতা করিয়া ফেলিতে পারে। সেই জন্য তাহাকে বলিলেন, 'আচ্ছা তাই হোক্‌, কিন্তু দেখিয়ো কিছু গোলমাল করিয়া আমাদের সর্বনাশ টানিয়া আনিয়ো না।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এইবার আলেকজাণ্ডার পারসিকদিগকে বলিলেন, 'এ স্ত্রীলোক গুলিকে আপনাদের নিজের বলিয়াই মনে করুন; ইহাদের কাহাকে কাহাকে আপনারা চান শুধু তাহাই বলুন। কিন্তু এখন রাত্র অধিক হইয়াছে, আপনারাও প্রচুর মদ্যপান করিয়াছেন, এবার ইহারা ভিতরে গিয়া স্নান করিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া আসুক।' ইহাতে পারসিকগণ রাজী হইলে আলেকজাণ্ডার স্ত্রীলোকদিগকে অন্দরে পাঠাইয়া দিল এবং সমসংখ্যক যুবককে স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া এবং তাহাদের সঙ্গে এক-একখানি ছোরা লুক্কায়িত করিয়া পারসিকদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল 'হে সম্মানার্হ অতিথিগণ, আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং এই বার আমাদের মাতা ও ভগ্নীদের আপনাদের [illegible]মাদের জন্য আনিয়াছি এই আশায় যে আপনারা যখন আপনাদিগের [illegible]ম্রাটের নিকট ফিরিয়া যাইবেন তখন বলিবেন যে ম্যাকেডোনিয়ার গ্রীক সাত্রাপ আপনাদের সমাদরের কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। এই

বলিয়া সেই ছদ্মবেশী যুবকদিগকে পারসিকদের পাশে বসাইয়া দিলেন এবং রাত্র যত বাড়িতে লাগিল এবং পারসিকগণ অসভ্যতা আরম্ভ করিল যুবকগণ তাহাদের ছোরা দ্বারা একে একে পারসিকদিগের পঞ্চত্ব ঘটাইল। এইরূপে পারসিক দূতগোষ্ঠী বিনষ্ট হইল এবং তাহাদের সঙ্গে যে সব অনুচর লোকলস্কর আসিয়াছিল তাহাদেরও আর চিহ্ন রহিল না। কিছুদিন পরে পারসিকরা যখন খোঁজ খবর করিতে চেষ্টা করিল, তখন আলেকজাণ্ডার তদন্তকারীদিগকে ঘুস দিয়া ব্যাপারটা চাপা দিতে সক্ষম হইলেন। তদন্তকারী দলের প্রধান বুবারেশ নামক পারসিকের সহিত আলেকজাণ্ডারের ভগ্নী গিগিয়ার বিবাহও এই ঘুসের অন্তর্গত। এই ভাবে এই পারসিকদিগের হত্যা চাপা পড়িয়া গেল।

এখন, এই অমিন্‌টাসের পরিবার যে খাঁটি গ্রীক এ সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। এ বিষয়ে আমার নিজের জ্ঞান আছে, তাছাড়া এই আলেকজাণ্ডার অলিম্পিক ব্যায়ামে যোগ দিবার জন্য একবার অলিম্পিয়াতে উপস্থিত হন এবং নিজের গ্রীক-জাতিত্বের প্রমাণ দিয়া দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেন।

[সালামিসের যুদ্ধের পর এবং প্লেটিয়া যুদ্ধের পূর্বে আবার এই আলেকজাণ্ডার পারসিক সম্রাটের দূতরূপে আথেন্সে প্রেরিত হন তিনি আথেন্সবাসীদিগকে সম্রাট ক্ষয়র্শের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে বারণ করেন ; কিন্তু আথেন্সবাসিগণ সে অনুরোধ গ্রহণ করেন নাই।]

হালিকার্নাসাসের গ্রীক রানী আর্টেমেসিয়া

সালামিসের জলযুদ্ধে গ্রীক এবং বর্বর (গ্রীকেতর) জাতিদিগের মধ্যে কে কিরূপ লড়িয়াছিল তাহা আমি সঠিক বলিতে পারি না কিন্তু এটুকু জানি যে হালিকার্নাসাসের রানী আর্টেমেসিয়া এ যুদ্ধে এমন বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন যে সম্রাটের নিকট তাঁহার মূল্য পূর্বাপেক্ষা

বর্ধিত হইয়াছিল। সম্রাটের নৌ-বহরে যখন মহা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় তখন আর্টেমেসিয়ার জাহাজ একটি আথেনিয় জাহাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাহার চারিদিকেই পারসিকদের জাহাজ ছিল এবং তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী আথেনীয় জাহাজ প্রায় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। এ সময় তিনি এমন এক কার্য করিলেন যাহাতে তিনি রক্ষা পাইলেন। তিনি তাঁহার নৌকা সোজাসুজি তাঁহার নিজের দলেরই এক নৌকার দিকে ধাবিত করিলেন এবং সেই নৌকা আরোহী সমেত নিমজ্জিত করিলেন। সে নৌকাতে ছিলেন কালেণ্ডিয়ার রাজা ডামাসিথিমাস্। ইঁহার সহিত পূর্ব হইতেই তাঁহার কিছু বিরোধ ছিল কিনা বলিতে পারি না কিন্তু আথেনিয় জাহাজের সেনাপতি যখন দেখিলেন যে তিনি এই পারসিক জাহাজ ইচ্ছা পূর্বক ডুবাইলেন, তখন মনে করিলেন হয় তিনি গ্রীকদলেরই কিংবা পারসিক দল ত্যাগ করিয়া গ্রীকদিগের হইয়াই যুদ্ধ করিতেছেন। কাজেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে বিরত হইয়া অন্য দিকে ধাবিত হইলেন।

এই রূপে আর্টেমেসিয়া পারসিকদের ক্ষতি করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিলেও তিনি ক্ষয়র্শের নিকট প্রশংসাই পাইলেন। কারণ ক্ষয়র্শ এবং তাঁহার নিকটবর্তী যেসব লোক তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়াছিল তাহারা সকলেই মনে করিয়াছিল যে তিনি যে-জাহাজটি সোজাসুজি ডুবাইয়া দিলেন সেটা গ্রীকদের।

আর্টেমেসিয়ার ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে কারণ ক্যালেণ্ডিয়ার জাহাজের এক ব্যক্তিও রক্ষা পায় নাই কাজেই কেহই তাঁহাকে দোষারোপ করিবার ছিল না। ক্ষয়র্শ নাকি বলিয়াছিলেন, "এ যুদ্ধে আমার পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় এবং স্ত্রীলোকেরাই পুরুষোচিত আচরণ করিয়াছে।"

আর্টেমেসিয়াকে যে গ্রীক নাবিক আক্রমণ করিয়াছিল তাহার নাম ছিল আমেইনিয়াস। ইনি পালেনে দেশবাসী। তিনি যদি

জাহাজে আর্টেমেসিয়াকে চিনিতে পারিতেন তাহা হইলে কখনই তাঁহাকে আক্রমণ হইতে বিরত হইতেন না। কারণ আথেনীয় সেনাপতিদিগকে এই রানী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং যে কেহ তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিবে তাহাকে দশ হাজার ড্রাকমা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। কারণ একজন স্ত্রীলোক আথেন্‌সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছে ইহা অত্যন্ত অপমানজনক বলিয়া মনে করা হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের পর ক্ষয়র্শ গ্রীস জয় করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাপতিদিগের ইচ্ছা অন্যরূপ। সেনাপতি মার্ডোনিয়স বলিলেন, 'আমাদের এ পরাজয় ধর্তব্য নয়। জলে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে সত্য কিন্তু গ্রীকরা স্থলযুদ্ধে আমাদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না। আপনি যদি আদেশ করেন, এই মুহূর্তেই আমরা গ্রীকদিগকে আক্রমণ করিতে পারি, আর যদি কিছুদিন দেরী করিতে চান তাহাতেও ক্ষতি নাই। এ গ্রীকের দল আপনার পদানত হইবেই হইবে। আপনি নিরাশ হইবেন না। আর যদি নিতান্তই আপনার স্বদেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে আমাকে কেবল ত্রিশ হাজার সৈন্য বাছিয়া লইয়া এখানে থাকিতে অনুমতি করুন, দেখিবেন পারসিকগণ পূর্বেও কখনও আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই—কিংবা কাপুরুষতা দেখায় নাই—এবারেও করিবে না।'

এই কথা শুনিয়া ক্ষয়র্শ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অন্যান্য প্রধান পারসিক অমাত্যদিগের সহিত আলোচনা করিবার পর আর্টেমেসিয়াকে পরামর্শ সভায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইলে অন্য সকল সভাসদকে বিদায় দিয়া গোপনে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "আপনি পূর্বে আমাকে একবার সুপরামর্শ দিয়াছিলেন, এবারও বলুন আমার এখন কি করা কর্তব্য।" সম্রাট এই

কথা বলিলে পর আর্টেমেসিয়া এই উত্তর দিয়াছিলেন, "মহারাজ ঠিক পরামর্শ দেওয়া বরাবরই অত্যন্ত কঠিন কার্য, কিন্তু তাহা হইলেও এখন আপনি যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাতে আমার মনে হয় আপনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়। মার্ডোনিয়াস যদি থাকিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি যে সকল সৈন্য-দল চাহেন তাঁহার সহিত তাহাদিগকে রাখিয়া যাইতে কোনও ক্ষতি নাই। কারণ যদি তাঁহার আশা সফল হয় এবং তিনি গ্রীকদিগকে পদানত করিতে পারেন তাহা হইলে সে জয় আপনাতেই বর্তাইবে আর যদি তিনি বিফল হন তাহা হইলেও আপনি যদি নিরাপদে থাকেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অধিক হইবে না, আর আপনি এবং আপনার রাজসংসার যত দিন সমৃদ্ধ থাকিবে ততদিন গ্রীকদিগকে তাহাদিগের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মার্ডোনিয়স যদি বিজিত হন তাহা হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না—আপনার একটী দাসের যদি নিপাতও হয় তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কি লাভ হইবে? আর ইহাও মনে রাখিবেন আপনার এ অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আপনি আথেন্সকে ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।"

ক্ষয়র্শ ঠিক তাঁহার মনের কথার প্রতিধ্বনির মত এই কথাগুলি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং আর্টেমেসিয়াকে বহু সাধুবাদ করিলেন এবং আদেশ দিলেন যে সম্রাটের যে বালক পুত্রেরা তাঁহার সহিত গ্রীসে আসিয়াছিল, তাহাদের ভার লইয়া আর্টেমেসিয়া এফিসাসে পৌঁছাইয়া দিবেন।

[এই আর্টেমেসিয়ার কিছুকাল পরে আর্টেমেসিয়া নামক আর একজন হালিকার্ণাসাসের রাণী ছিলেন; তিনিও অবশ্য পারস্যের করদ নৃপতি ছিলেন। নিজের স্বামী মসোলিয়াসের সমাধির উপর তিনি

যে চমৎকার হর্ম্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা প্রাচীনকালের সপ্ত আশ্চর্যের একটী বলিয়া খ্যাত ছিল এবং সেই সমাধির নামে **mausoleum** শব্দটির উৎপত্তি হয়।]

দারায়ুস নির্মিত রাজপথ

সার্দিশ (লীডিয়ার রাজধানী, এশিয়া মাইনরের স্মারণার, বর্তমান ইজমিরের পূর্বে) হইতে পারস্যের রাজধানী সুসা পর্যন্ত যে রাজকীয় সড়ক আছে (দারায়ুস নির্মিত) তাহার প্রকৃত অবস্থা এই প্রকার রাস্তাটার আগাগোড়া মাঝে মাঝে সরকারী চৌকী আছে এবং ভাল ভাল সরাই আছে। সমস্ত পথটাই মানুষের বসতির ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কাজেই বিপদের ভয় নাই। লীডিয়া ও ফ্রিজিয়ার মধ্যে কুড়িটা চৌকী এবং দূরত্ব ৯৪॥ পারাসাং। ফ্রিজিয়া ছাড়িয়া হালিস নদী পার হইতে হয় এবং নদী পার হইবার পূর্বে সুরক্ষিত সৈন্য ঘাঁটি পার হইতে হয়। নদী পার হইয়া কাপাডোসিয়াতে পড়িতে হয় এবং আঠাশটি চৌকী এবং একশোচার পারাসাং পথের পর সিলিসিয়ার দেশপ্রান্তে পৌঁছিতে হয়। সেখানে দুটি সৈন্যদ্বারা রক্ষিত ফটক পার হইয়া আবার ১৫॥ পারাসাং এর মধ্যে তিনটি চৌকী পাওয়া যায়। সিলিসিয়া এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে ইউফ্রেটিস নদী। নদী পার হইবার জন্য নৌকা পাওয়া যায়। আর্মেনিয়ার চৌহদ্দির মধ্যে পনরটা চৌকী আছে এবং দূরত্ব ৫৬॥ পারাসাং। একটা চৌকীতে সান্ত্রী আছে। এ দেশের মধ্যে চারটা নদী খেয়া নৌকাতে পার হইতে হয়। প্রথম নদী হইতেছে টাইগ্রিস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয়েরই এক নাম, যদিও নদী দুটি সম্পূর্ণ আলাদা; চতুর্থ নদীটার নাম গীণ্ডেস্। রাজা ক্যুরুশ এই নদী হইতে ৩৬০টা খাল খনন করাইয়া নদীটা শুখাইয়া দিয়াছিলেন। আর্মেনিয়া ত্যাগ করিয়া মাতিনিয় দেশ।

এখানে চারটা চৌকী; তারপর চিসিয়া। এখানে এগারটা চৌকী এবং সাড়ে বিয়াল্লিশ পারাসাং চলিয়া চোয়াস্পেস্ নদী; এই নদীর পাড়েই সুসা শহর। সব শুদ্ধ ১১১টা চৌকী পার হইতে হয়। প্রত্যেক স্থানে চটি আছে। যদি পারাসাং গুলি ঠিক ৩০ ফার্লং করিয়া হয় তাহা হইলে সার্দিশ হইতে সুসার মেম্নন্ প্রাসাদ পর্যন্ত ৪৫০ পারাসাং হইবে ১৩,৫০০ ফার্লং। দিনে ১৫০ ফার্লং চলিলে সমস্ত পথ চলিতে ৯০ দিন লাগিবে। [মানচিত্রে ইজমির হইতে সুসা সোজাসুজি ১৩৫০ মাইলের মতন দেখাইতেছে—হেরোডোটাস্ ঠিকই বলিয়াছেন মনে হইতেছে।]

পারস্য সম্রাটের বার্তাবহ দূতদিগের মত ক্ষিপ্রগতি জীব পৃথিবীতে আর নাই। পদ্ধতিটি পারসিকদিগেরই আবিষ্কৃত। কি ভাবে চালনা করা হয় তাহা বলিতেছি। একদিনে ঘোড়া চালাইয়া যতদূর যাওয়া যায় সেই দূরত্ব অন্তর অন্তর সমস্ত পথে ঘোড়া এবং অশ্বারোহী রাখা হয়। এবং এই অশ্বারোহীরা তুষার, বারিপাত, গ্রীষ্ম এবং রাত্রের অন্ধকার অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ একদিনে যাইবেই। প্রথম অশ্বারোহী তাহার পথের শেষে দ্বিতীয় অশ্বারোহীর হস্তে রাজকীয় পত্রটি দিবে, এইরূপে দ্বিতীয় তৃতীয়কে দিবে এবং এইভাবে পত্রটি হাতে হাতে চলিয়া আসিবে। ঠিক যেমন গ্রীকরা ভালক্যান দেবতার উৎসবে মশালের "রিলে রেস" করে সেইরূপ। পারসিকরা এই ঘোড়ার ডাকের নাম দিয়াছে "আঙ্গারাম"।

পারস্য সাম্রাজ্যের প্রদেশ বা সাত্রাপি বিভাগ

দারায়ুস রাজ্যপ্রাপ্তির পর তাঁহার সাম্রাজ্য কুড়িটা সাত্রাপিতে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সাত্রাপিতে একজন করিয়া শাসক নিযুক্ত ছিল এবং এবং প্রত্যেককে নির্দিষ্ট রাজকর রাজকোষে পাঠাইয়া দিতে হইত। কেহ দিত রৌপ্যে কেহ স্বর্ণে। স্কুরুশ এবং কাম্বোজীয়ের

রাজ্যকালে রাজস্বের কোন স্থিরতা ছিল না। প্রজারা ইচ্ছামত সম্রাটকে ভেট দিত। সেইজন্য পারসিকেরা বলে কুরুশ ছিলেন দেশের পিতা, কাম্বোজীয় ছিলেন প্রভু—আর দারায়ুস হইয়াছেন কুসীদজীবি মহাজন।

কুড়িটা সাত্রাপির প্রত্যেকের নাম * এবং নির্দিষ্ট কর এইরূপ ঃ—

(১) আইওনিয়া, ম্যাগেসিয়া, ইওলিয়া, ক্যারিয়া, লীসিয়া, মিলিয়া এবং প্যাম্ফিলিয়ার অধিবাসীরা একসঙ্গে ৪৫০ রৌপ্য ট্যালেণ্ট দিত।

(২) মীসিয়া, লীডিয়া, লাসোনিয়া, কাবালিয়া, হাইগেনিয়া—৫০০ ট্যালেণ্ট।

(৩) হেলেস্‌পন্টিয়া, ফ্রিজিয়া এসিয়ার থ্রেস, পাফ্‌লা গোনিয়া, মারিয়াণ্ডিয়া এবং কাপাডোসিয়া (গ্রীকেরা এই দেশকে সীরিয়া বলিত) —৩৬০ ট্যালেণ্ট।

(৪) সিলিসিয়া—৫০০ ট্যালেণ্ট এবং ৩৬০টা শ্বেত অশ্ব।

(৫) সিলিসিয়ার প্রান্ত হইতে ইজিপ্টের প্রান্ত পর্যন্ত—সমস্ত ফিনিসিয়া, প্যালেস্টাইন এবং সাইপ্রাস দ্বীপ—৩৫০ ট্যালেণ্ট।

(৬) ইজিপ্ট এবং লীবিয়ার সাইরিনি ও বার্কা শহর ৭০০ ট্যালেণ্ট। ইহা ব্যতিরেকে ম্যারিস্ হ্রদের মাছের ভাগ এবং মেম্‌ফিসে যে ১২০,০০০ পারসিক সৈন্য স্থাপিত ছিল তাহাদিগের জন্য খাদ্যশস্য।

(৭) সত্তগিডিয়া গাণ্ডারিয়া এবং ডাডিসিয়া—১৭০ ট্যালেণ্ট।

(৮) সুসা এবং সিসিয়ার অন্যবিভাগ—৩০০ ট্যালেণ্ট।

(৯) ব্যাবিলোনিয়া এবং আসীরিয়ার অবশিষ্ট অংশ—১০০০ রৌপ্য ট্যালেণ্ট এবং ৫০০ খোজা বালক।

(১০) এগ্‌বাটানা এবং মীডিয়ার অবশিষ্ট অংশ—৪৫০ ট্যালেণ্ট

(১১) কাশ্‌পিকা, পসিয়া এবং ডারিটিয়া—২০০ ট্যালেণ্ট।

(১২) এগ্নি নদী পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়া—৩৬০ ট্যালেণ্ট।

---

* মলাটের মধ্যে মানচিত্র দেখুন।

(১৩) প্যক্‌টিকা, আরমেনিয়া এবং সেখান হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত—৪০০ ট্যালেণ্ট।

(১৪) সাগার্তিয়া, সারাঙ্গিয়া, থামানিয়া, উটিয়ানা, মীসিয়া এবং এরিথ্রীয় সাগরে (পারস্য উপসাগরে) স্থিত দ্বীপগুলি যেখানে সম্রাট নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে পাঠাইতেন—৬০০ ট্যালেণ্ট।

(১৫) সাকিয়া এবং কাস্পিয়া—২৫০ ট্যালেণ্ট।

(১৬) পার্থিয়া, কোরাস্‌মিয়া, সগডিয়ানা এবং আরিয়ানা—৩০০ ট্যালেণ্ট।

(১৭) পারিকানিয়া এবং এশিয়ার এথিওপিয়া—৪০০ ট্যালেণ্ট।

(১৮) মাটীয়েনিয়া, সাস্‌পাইরিয়া এবং আলারোডিয়া—২০০ ট্যালেণ্ট।

(১৯) মোসকিয়া, টিবারেনিয়া, মাক্রোনিয়া, মোসিনিয়া এবং মারিয়া—৩০০ ট্যালেণ্ট।

(২০) যত জাতি আছে বলিয়া জানা আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হইতেছে ভারতবাসিগণ। সেইজন্য ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর দিত। ৩৬০ স্বর্ণ চূর্ণের ট্যালেণ্ট।

সোনার মূল্য যদি রূপার মূল্যের ১৩ গুণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ভারতের স্বর্ণচূর্ণ ৪৬৮০ ট্যালেণ্ট দাঁড়াইতেছে। দারায়ুসের সম্পূর্ণ রাজস্ব ইউবয়িক মুদ্রাতে ১৪,৫৬০ ট্যালেণ্ট।

কিছুকাল পরে ইউরোপের থেশালি পর্যন্ত দেশ ও দ্বীপগুলি হইতে আরো কিছু রাজস্ব পাওয়া যাইত। সম্রাট প্রাপ্ত ধাতু গলাইয়া মাটির কলসে রাখিয়া দেন। প্রয়োজন মত ইহা হইতে মুদ্রা তৈয়ারী করা হয়। খাস পারস্য হইতে কোন কর আদায় করা হয় না।

[ট্যালেণ্ট একটী ওজনের নাম—স্থান কাল অনুসারে ইহার তারতম্য হইত কিন্তু অর্ধ মণের কম নয়। সাধারণতঃ ৫৭ পাউণ্ড বা

২৮ সের বলিয়া ধরা হয়। গ্রীক স্বর্ণ ট্যালেণ্টের দাম ৬০০০ আমেরিকান ডলার বলিয়া ধরা হয়, ২০,০০০ টাকার মত।

১০০ ড্রাকমা = ১ মিনা

৬০ মিনা = ১ ট্যালেণ্ট

পেচক মার্কা ড্রাকমা (রৌপ্যমুদ্রা) = ১ ডলার]

হেরোডোটাসের পুস্তকের ইংরাজী তর্জমা সুলভ মূল্যে **Everyman's Library Series** এ পাওয়া যায়। এ তর্জমা করিয়াছেন দারায়ুসের বেহিস্তান ঘোষণার পাঠ উদ্ধারকারী জেনারেল রলিন্‌সনের ভ্রাতা জর্জ রলিন্‌সন্।

শাঁপোলিঁও (Champollion)
১৭৯০—১৮৩২

ঈজিপ্ট

ভূমিকা

প্রাচীন ইতিহাস বলিতে গেলে আজকাল বিশেষ করিয়া ঈজিপ্টের ইতিহাসই বোঝায়; তাহার কারণ খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ঈজিপ্টের ইতিহাস যে প্রকার ধারাবাহিক ভাবে জানা গিয়াছে এরূপ আর কোনও প্রাচীন দেশের সম্বন্ধেই জানা যায় নাই। দুই পার্শ্বে মরুভূমি, তাহার মধ্য দিয়া নাইল নদী দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত। এই নদীর দুই পার্শ্বে অল্প পরিসর স্থান উর্বরা; ১০।১২ মাইলের বেশী নয়। ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া টিঁকিয়া আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিরামিড, অট্টালিকা, পাহাড়ের মধ্যে গাঁথা রাজা-রাজড়াদের সমাধি। তাহা ভিন্ন আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ দেশের শুষ্ক জল বায়ুর গুণে এবং সেকালের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীদিগের কর্মকুশলতার গুণে সেকালের অঙ্কিত ছবি, সেকালের লিখিত চিঠিপত্র পুস্তক দলিল-দস্তাবেজ, সেকালের কাষ্ঠের তৈয়ারী আসবাব-পত্র এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ও প্রস্তর বসান অলঙ্কার, সেকালের মানুষের শরীর পর্যন্ত অবিকৃতভাবে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে সম্রাট অশোকের সময়ের পূর্বের কোনও ভাস্কর্য আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহার খোদিত প্রস্তরলিপির পূর্বের কোনও লেখাও আমরা দেখি না। কিন্তু অশোক ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহার কত আগে মহাভারত রচনা হইয়াছিল, তাহারো কত আগে উপনিষৎ লিখিত হইয়াছিল, আবার তাহারো কত আগে বেদ রচনা হইয়াছিল ভাবিয়া দেখুন। এ সকল সময়ের পুরাতন লেখা তো আমরা কিছুই পাই নাই। কিন্তু ঈজিপ্টের প্যাপাইরাসে (শোলার ন্যায় এক প্রকার জলজ গাছের ডাঁটার ফালির কাগজ) লেখা এবং মাটির হাঁড়িতে রক্ষিত

পুঁথী ৪০০০ বৎসর পরেও আমরা দেখিতে পাইতেছি; নরম মাটির থালার উপর নরুণ দিয়া খোদাই করিয়া লেখা পোড়াইয়া রাখা **Cuneiform tablets** তাহারো কত আমরা এখনও পাইতেছি এবং কৌতুহল মিটাইয়া পাঠ করিতেছি। তাহা ভিন্ন পিরামিডের গাত্রে এবং অন্যত্র পাথরে খোদাই লেখার তো কথাই নাই। পাথরগুলি অবশ্য থাকিবারই কথা কিন্তু আশ্চর্য জিনিষ পেপাইরাসের কাগজ। উই লাগিয়া তো নস্ট হয় নাই। ঈজিপ্টের ইতিহাসের আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে এ ইতিহাস আমরা গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে উদ্ধার করিয়াছি।

হেরোডোটাস যখন ঈজিপ্টে গিয়াছিলেন, তখন ঈজিপ্ট পারস্য রাজ্যভুক্ত। হেরোডোটাস অবশ্য কাইরোর নিকট (তখন অবশ্য কাইরো শহর ছিল না, মেম্‌ফিস্ ছিল) গিজেতে পিরামিড দেখিয়াছিলেন এবং মন্দিরের পুরোহিতদিগের নিকট ঈজিপ্টের পুরাতন ইতিহাসের অনেক খবর পাইয়াছিলেন কিন্তু হেরোডোটাস পুরোহিতদিগের ভাষা বুঝিতেন না এবং পুরোহিতরাও তাঁহাদের বহু পূর্বকার প্রাচীন ভাষা হাইরোগ্লিফিক লেখা কতটা বুঝিতেন তাহা বলা যায় না। কারণ, মনে রাখিতে হইবে, হেরোডোটাসের কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী আর গিজের পিরামিড খৃঃ পূঃ একত্রিশ শতাব্দীতে অর্থাৎ তাহার আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তৈয়ারী।

হেরোডোটাসের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ম্যাকেডোনের সম্রাট সিকন্দর সাহ (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট) ঈজিপ্ট জয় করেন এবং তাহার পর ঈজিপ্ট গ্রীক সভ্যতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। টলেমি, ক্লিওপাট্রা ইহারা গ্রীক ছিলেন। তারপর রোম সাম্রাজ্য। খৃঃ পূঃ ৩০ সালে ঈজিপ্ট রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরাধীন জাতির ইতিহাসের জন্য আর কাহার শিরঃপীড়া? কাজেই হেরোডোটাস যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন ঈজিপ্ট সম্বন্ধে প্রায় সেইটুকু জ্ঞানই পৃথিবীর পণ্ডিতদের

দুই হাজার বছর ধরিয়া সম্বল ছিল, অধিকন্তু ঈজিপ্টের পুরাতন ধর্ম এবং পুরোহিত বংশ লোপ পাওয়াতে পৃথিবীতে ঈজিপ্টের পুরাতন ভাষা এবং হাইরোগ্লিফ লেখা পড়িবার জন্য একটী মানুষও জীবিত থাকিল না।

আধুনিক কালে ঈজিপ্টের ইতিহাস উদ্ধারের রোমাঞ্চকর কাহিনী আরম্ভ হয় ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে, যখন ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঈজিপ্ট আক্রমণ করেন। ইনি একদল এনজিনিয়ার ও ভৌগোলিক পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া যান, যাঁহারা ঈজিপ্টের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। ইঁহারা লাক্সর ও কার্নাক পর্যন্ত গিয়া সেখানকার আশ্চর্য স্থাপত্যের কাহিনী প্রকাশ করেন এবং নানা প্রকার ভাস্কর্যের নিদর্শন সংগ্রহ করেন এবং সেই দেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফরাসী অ্যাকাডেমিতে ১৮০৯ হইতে ১৮১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে উপস্থিত করেন। ইঁহারা কিন্তু প্রস্তর গাত্রে খোদিত হাইরোগ্লিফ লিপি বা ছবির লেখা পাঠ করিতে অসমর্থ হন। সে কার্যে প্রথম কৃতকার্য হইলেন ফরাসী পণ্ডিত শাঁপোলিওঁ (Champollion)। ইনি প্রথমে একখানি হাইরো-গ্লিফে লেখা প্রস্তরফলক পান, যার নিচের দিকে গ্রীক ভাষায় টলেমি এবং ক্লিওপাট্রার নাম লেখা ছিল। তিনি মনে করিলেন যে হাইরোগ্লিফেও নিশ্চয় ঐ রাজা-রাণীর নাম একাধিকবার আছে; সেইজন্য মনোযোগ দিয়া দেখিতে লাগিলেন কোন হরফ বা ছবিগুলি একাধিকবার রহিয়াছে। এইভাবে তিনি আন্দাজ করিলেন ক্লিওপাট্রা এবং টলেমি কথা দুটী ছবির লেখাতে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। এবং ১৮২২ সালে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে ছবির লেখার এগারোটী অক্ষর কিরূপে পড়িতে হইবে। তাহার পর একটী আশ্চর্য ব্যাপার হইল। নেপোলিয়নের সৈন্যগণ যে রাশি রাশি পাথর ইজিপ্ট হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল তাহার মধ্যে একখানাতে দেখা গেল—ইহার নিচের দিকে খানিক গ্রীকে লেখা এবং উপরদিকে খানিকটা হাইরোগ্লিফে এবং

খানিকটা ঈজিপ্টের পরবর্তী কালের ডিমোটিকে লেখা। এবার আর শ্যাঁপোলিওঁকে পায় কে? আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন— বুদ্ধি, কল্পনা, পাণ্ডিত্য, যত কিছু ছিল সবই প্রয়োগ করিলেন। কুড়ি বৎসর লাগিল লিপিটার পাঠ উদ্ধার করিতে এবং হাইরোগ্লিফ এবং ডিমোটিক ভাষার "প্রথম ভাগ" ও "উপক্রমনিকা" প্রস্তুত করিতে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হইল তো। এই পাথর খানির নাম "**Rosetta stone**" ইহা নীল নদীর রজেটা নামক মুখের কাছে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা এখন লণ্ডনের ব্রিটিশ্ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এ সম্পর্কে শাঁপোলিওঁর সহিত পদার্থ বৈজ্ঞানিক টমাস ইয়াং-এর নামও করিয়া থাকেন; কারণ তিনিও রজেটা পাথর পড়িবার কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তা করুন, এসব কার্য একজন বা দুইজনের দ্বারা হয় না। তা ছাড়া ইহার পর আরো অনেক পণ্ডিত বহুরকমের দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী প্রস্তরের বা মুদ্রার সাহায্যে বহু লুপ্ত লিপি ও ভাষা উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান, হইতেছেন (১) ভারত সৈন্যদলের জেনারেল রলিন্‌সন (ইঁহার প্রতিকৃতি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে)। খৃঃ ১৮৪৭ সালে ইনি বারো বৎসর পরিশ্রম করিয়া পারস্যের বেহিস্তানে (**Behistan**) পর্বত গাত্রে খোদিত দারায়ুসের ত্রৈভাষিক (পুরাতন পারসিক আসীরীয় ও ব্যাবিলনীয়) ঘোষণার পাঠোদ্ধার করিয়া একসঙ্গে তিনটী ভাষার (বা দুইটী, প্রাচীন পারসিক লেখার পাঠোদ্ধার তিনি ইহার কিছু পূর্বেই করিয়াছিলেন) পুনরাবিষ্কার করেন।

(২) জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ (কলিকাতায় গঙ্গার ধারে ইঁহার নামে ঘাট আছে) অশোকস্তম্ভে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লেখা পাঠ করিয়াছিলেন ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে। ইনি কলিকাতা টাঁকশালের কর্মচারী ছিলেন। পুরাতন গ্রীক, শক, গুপ্ত এবং ব্যকট্রিয় মুদ্রা পর্যবেক্ষণ তাঁহার কার্যে আলোকপাত করিয়াছিল।

(রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের "অশোক" পুস্তক এবং অতুল চট্টোপাধ্যায়ের **British Contributions to Indian Studies** দ্রষ্টব্য)

(৩) চেক দেশীয় ফ্রেডারিখ হ্রজনি (**Hrozny**) তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আংকারার নিকটস্থ বোঘাজ কিউই বা হাটুসাস নামক স্থানে ভিংক্লার (**Hugo Winckler**) দ্বারা খৃঃ ১৯০৭ সালে প্রাপ্ত প্রায় এক সহস্র খানা পোড়ান মাটির চাকতি যাদের উপর আঁচড় কাটিয়া হিট্টাইট ভাষায় **Cuneiform** লেখা ছিল তাহাদের পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন খৃস্টাব্দ ১৯১৫ সালে। এ লেখাগুলি খৃঃ পূঃ ১৪০০ সালের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মিত্র, বরুণ, নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) ও ইন্দ্র দেবতাদিগের নাম পাওয়া গিয়াছে এই বলিয়া যে মিট্টানি দেশের রাজা দশরথ পুত্র মাত্তিউজা (মতিবজ) উপরিক্ত দেবগণের নামে শপথ করিতেছেন যে হিট্টাইট নৃপতি শুবিলিলিউমার সহিত তাঁহার বিরোধের অবসান হইল। কিন্তু, খৃঃ পূঃ ১৪০০ সালে আনাটোলিয়াতে ইন্দ্র, বরুণ এবং সূর্যদেব কি করিতেছিলেন? ইহা ভিন্ন আরো নানা ভাষা এবং লেখা এখনও পাঠকের অভাবে সুপ্ত আছে, তাহার মধ্যে প্রধান মহেন্-জোদড়োতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি।

যাহা হউক, ১৮২৮ খৃস্টাব্দে ফরাসী সরকার শাঁপোলিওঁকে ঈজিপ্টে তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তিনি নীল নদী বহিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। লাক্‌সরে দ্রষ্টব্য প্রকাণ্ড থামওয়ালা রাণী হাটশেপসুটের মন্দির, আমেন হোটেপের ৭০ ফুট উঁচু এক জোড়া প্রস্তর খোদিত মূর্তি, দ্বিতীয় রামেশেসের ৫৬ ফুট উঁচু মূর্তি, নদীর অন্য পাড়ে দ্বিতীয় রামেশেসের প্রকাণ্ড প্রাসাদ।

তারপর দুধারে শত শত **Sphinx** বা নৃসিংহ মূর্তিওয়ালা রাস্তা পার হইয়া কার্নাকের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শাঁপোলিওঁ লিখিতেছেন, "অবশেষে আমি কার্নাকের রাজপ্রাসাদ, বা বিরাট বিরাট স্মৃতিসৌধ-

পূর্ণ নগরে উপস্থিত হইলাম। ফেয়ারাওগণের বিশাল জাঁকজমক আমার নয়নপথে পড়িল, মনুষ্যের কল্পনার পরাকাষ্ঠা এবং মনুষ্যের কর্ম্মকুশলতার চরম নিদর্শন। কোনও প্রাচীন বা অর্বাচীন জাতিই প্রাচীন ঈজিপ্টের মত এত প্রকাণ্ড এত গাম্ভীর্যপূর্ণ এত বিরাট পরিমাপের স্থাপত্য কল্পনা করে নাই। মনে হয় যেন তাহারা ১০০ ফুট উচ্চ মানুষ ছিল"। উঠানটী এক তৃতীয়াংশ মাইল লম্বা ও চৌড়া সমচতুষ্কোণ। ৮৬,০০০টী প্রস্তর মূর্তি। আমনের মন্দির ১০০০ ফুট লম্বা ৩০০ ফুট চৌড়া, ১৪০টী বৃহদাকার কারুকার্য খচিত থাম যুক্ত হাইপোস্টাইল হল, ইত্যাদি। ঈজিপ্টের পুরাকালের কীর্তি সবই বিরাট, প্রকাণ্ড, অজস্র। পুরাতত্ব বা প্রত্নতত্ব গবেষণার এমন আনন্দ বিচরণ ভূমি আর নাই। আর তা ছাড়া এদেশের লোকদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রখর ছিল। এক একটী রাজা মারা গেলে তাঁহার জন্য প্রকাণ্ড এক কবর খোঁড়া হইল পাহাড়ের গায়ে। কিংবা ভূপৃষ্ঠে পাথর দিয়া প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। প্রথমে রাজার দেহটী এম্বাম্ করা হইল, তাহাকে শত শত গজ সুগন্ধ লেপিত কাপড় দিয়া জড়ান হইল, তাহার উপর মোটা সোনার পাতের একটী শবাধার প্রস্তুত হইল, যাহার গড়ন ঠিক রাজার শরীরের মত এবং মুখের চেহারাটী যথা সম্ভব ঠিক করা হইল, তাহার উপর একটী কাঠের আস্তরণ, সেটীও মানুষের মত গড়নে খোদাই করা। তাহার উপর একটী পাথরের ও ঐ রকম বাক্স। অবশ্য বাড়িয়া বাড়িয়া এ বাক্সটী মনুষ্য দেহের অনেক গুণ বড় হইল। তাহার উপর রঙিন ছবি আঁকা। এ ছাড়া ফ্যারাও মহারাজের ব্যবহার্য যত রকম আসবাবপত্র খাট, পালং, চেয়ার এমন কি গাড়ি পর্যন্ত ছিল, তাহারো কিছু কিছু কবরে রক্ষিত হইল ; তারপর কবরের চারি দিকে রাজার ইতিহাস—গুণগান সহকারে খোদিত হইল। শেষ পর্যন্ত হয়তো কবরের উপরে এক প্রকাণ্ড পিরামিড উঠান হইল। অবশ্য সব কবরের উপর পিরামিড

নাই, তবে সব পিরামিডই কবরের উপর। আর এই সব কবরের ভিতরে নানা স্থানে নানা বিষয় লেখা পেপাইরাসের পুঁথি পাওয়া যায়। আর দেয়ালের গায়ে স্থানে স্থানে রঙিন ছবি। দেবতাদের কিংবা রাজারাণীর কীর্তিব্যঞ্জক। রাজাদিগের প্রশস্তির সঙ্গে তাঁর কুলজি ও ইতিহাস লেখা থাকে। তাহা হইতে একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করিয়া রাজাদিগের তারিখ ও বংশ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে বহু লোকের বহু পরিশ্রম এবং বহু অর্থ ব্যয়ে ঈজিপ্টের ইতিহাস গত দেড় শত বৎসরে গঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া বহু ইয়োরোপীয় এবং আমেরিকান সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অর্থশালী ব্যক্তি টাকা খরচ করিয়া লোক পাঠাইয়া ঈজিপ্টের পুরাতত্ত্বের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। আমেরিকার রকফেলার বহু টাকা খরচ করিয়া ব্রেষ্টেডকে (J. H. Breasted) পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ঈজিপ্ট বিষয়ক পুস্তকগুলি সুপাঠ্য ও কৌতুহল উদ্দীপক। ইংলণ্ডের ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি ও লর্ড কার্নারভন এবং ফরাসী ম্যাসপেরো ও উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছেন। ইয়োরোপ আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান স্থানে ঈজিপ্সিয়ান মিউজিয়াম, ঈজিপ্সিয়ান এক্সপ্লোরেশান সোসাইটী ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য সমালোচকের চক্ষে দেখিয়া ভুলভ্রান্তির অপসারণ করিয়া থাকেন। এ সকল কার্য এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।

এইবার ঈজিপ্টের ইতিহাসের কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে। বাকীটুকু পাঠক ব্রেস্টেডের **Conquest of Civilisation** কিংবা **Will Durant**-এর **Our Oriental Heritage**-এ দেখিয়া লইলে আনন্দ পাইবেন। সুন্দর সুন্দর ছবি আছে।

বংশাবলী ও তারিখ

ঈজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত কতিপয় বিশিষ্ট তারিখ এবং সম্রাট বা ফ্যারাওগণের সংক্ষেপিত বংশ তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

১। পুরাতন রাজ্য খৃঃ পূঃ ৩৫০০-২৬৩১ ১ম, ২য়, ৩য় বংশ ৩১০০ পর্যন্ত। ৪র্থ বংশে খুফু বা চিয়প্স্ ৩০৯৮-৩০৭৫, খাফ্রে বা চেফরেন ৩০৬৭-৩০১১ এই দুই সম্রাটের কথা হেরোডোটাসে আছে। ইহারা বড় পীরামিডগুলি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বংশ ২৯৬৫-২৬৩১; পেপী II ৯৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

২। মধ্য রাজ্য ২৩৭৫-১৮০০—আমেনেমহেট এবং সেনুস্রেট বা সেসোস্ট্রিস্

৩। সাম্রাজ্য যুগ ১৫৮০-১১০০
(সীরিয়া ও আনাটোলিয়া রাজ্যভুক্ত)
থাটমোস I, II ১৫৪৪-১৫০১
রাণী হাট্সেপস্থট—১৫০১-১৪৭৯
থাটমোস III ১৪৭৯-১৪৪৭
আমেন্‌হোটেপ III ১৪১২-১৩৭৬
আমেন্‌হোটেপ IV (ঈখ্‌নাটন) ১৩৮০-১৩৬২
টুটেংখামেন ১৩৬০-১৩৫০
রামেসেস্ II ১৩০০-১২৩৩
মের্ণেপটাহ ১২৩৩-১২২৩
রামেসেস্ III ১২০৪-১১৭২

৪। ২১ হইতে ২৬ বংশ ১১০০-৫২৫

[পতন আরম্ভ]

আসীরীয়গণের ঈজিপ্ট অধিকার—৬৭৪-৬৫০

প্সামটিক—৬৬৩-৬০৯

নিকো (নীকস্)—৬০৯-৫৯৩

ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুকাড্রেজারের ঈজিপ্ট আক্রমণ—৫৬৮

প্সামটিক III ৫২৬-৫২৫

৫। পরাধীনতা

৫২৫—পারস্য সম্রাট কাম্বোজীয়ের ঈজিপ্ট জয়

৪৮৪—পারস্য সম্রাট ক্ষয়র্শের পুনরায় ঈজিপ্ট বিজয়

৩৩২—আলেক্জ্যাণ্ডার দি গ্রেটের ঈজিপ্ট বিজয় ও আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠা

২৮৩-৩০—প্টলেমি বংশ

খৃঃ পূঃ ৩০ রোম সম্রাট অগাস্টাসের ঈজিপ্ট জয়।

ঈজিপ্টের সভ্যতা

ঈজিপ্টের কথা মনে করিলে প্রথমেই পিরামিডের কথা মনে আসে। প্রাচীন কালে ইহাদের পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এবং আধুনিক কালে সেই সাতের মধ্যে একমাত্র ইহারাই দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে ধূধূ করিতেছে বালি—তাহার মধ্যে পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া আছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের পিরামিড। দেড় শত টন ওজনের এক একখানা পাথর চৌকস করিয়া কাটিয়া জ্যামিতির পিরামিড আকারে সাজান। একটা পিরামিডে ২৫ লক্ষ খানা পাথর লাগিয়াছিল। এই ভারি এবং শক্ত পাথর বহিয়া আনা, কাটা, সাজান, উপরে তোলা (৪৮১ ফুট উঁচু)—এসব করিতে কতটা এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ও কৌশল দরকার হইয়াছিল ভাবিয়া দেখুন।

তারপর ঈজিপ্টের ভাস্কর্য। আধুনিক যুগে আমরা নরম মার্বেল পাথরের মূর্তি গড়ি—কিন্তু ঈজিপ্টের যে সব রাশি রাশি মূর্তি মিউজিয়ামে দেখা যায় সে সবই প্রায় ভীষণ শক্ত গ্রানাইটের—তাছাড়া লণ্ডনে ও প্যারিসে ক্লিওপাট্রার ছুঁচ বলিয়া যে উঁচু উঁচু পালিস করা পাথরের থামের উপর হাইরোগ্লিফ লেখা স্তম্ভ আছে সেও গ্রানাইটের। লণ্ডনেরটা ঈজিপ্ট হইতে জাহাজের সঙ্গে লোহার দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনিতে আনিতে দড়ি ছিঁড়িয়া সমুদ্রের তলায় পড়িয়া গেল। এই ভীষণ পাথরকে কাটা, পালিস করা এবং তাহা হইতে মূর্তি বাহির করা কম পরিশ্রমের কার্য নয়; কলাবিদ্যার ও কৌশলের তো বটেই। তারপর যদি কাইরোর মিউজিয়ামে যাইয়া টুটাংখামেনের কবরের মধ্যে প্রাপ্ত মালগুলি দেখেন তো অবাক হইবেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোদাই করা কাঠের গাড়ি, সিংহাসন, বাক্সপেটরা—সোনার সিংহাসন, রূপার সিংহাসন, হীরা-মণি-মুক্তার গহনা, রাজারাণীর কাঠের প্রতিমূর্তি,

সোনার প্রতিমূর্তি, রূপার প্রতিমূর্তি। যে পরিমাণ মাল দেখিবেন আমাদের চৌরঙ্গির যাদুঘরের মত একটা যাদুঘরের অর্ধেকটা এবং উঠানটা ভরিয়া আছে। তবেই হইল, কাঠের কাজ, জহুরির কাজ, সোনারূপার কাজ, এসব সে দেশে এবং সে কালে বহু উন্নতি করিয়াছিল।

মৃতদেহ 'মামি' অবস্থায় রাখা রসায়ন শাস্ত্রের উৎকর্ষ নির্দেশ করে।

কার্নাক, থীব্‌স্‌ ও লাক্‌সরের স্থাপত্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তাহাদের কাচের ও গ্লেজকরা মাটির জিনিস-পত্র। সোনারূপা ভিন্ন তামার পিতলের এবং লোহারও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও বাসন ব্যবহার করা হইত দেখা যাইতেছে।

কাচ ও মাটির জিনিসে ঈজিপসিয়ানরা নানারকম সুন্দর সুন্দর রং দিত যাহা দেখিলে গুণীলোকেরা এখনও আশ্চর্য হন।

ঈজিপসিয়ানরা চাষ করিত। যব গমের রুটি খাইত। আঙ্গুর ও খেজুরের চাষ করিত। মৌমাছি পালন করিত মধুর জন্য। ইক্ষু চিনি কিন্তু প্রাচীনকালে ইয়োরোপে আফ্রিকাতে কেহই চক্ষে দেখে নাই। শর্করা পৃথিবীকে ভারতবর্ষের দান।

* * * *

ঈজিপ্টের সাহিত্যের নমুনা

প্রাচীন ঈজিপ্টের সাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে। লেখক জাতির মতিগতি দেখিবেন চিরকালই প্রায় একরূপ। ফরাসীতে এক প্রবাদ আছে, "মানুষ যতই বদলায় ততই একই রকম থাকে।"

* * * *

কার সঙ্গে আজ কথা বলি? ভাইরা পর্যন্ত মন্দ স্বভাব, বন্ধুরা আজকাল স্বার্থান্বেষী। কথা বলি কার সঙ্গে? পরের ধনের দিকে সব লুব্ধ দৃষ্টি, সুবিধে পেলেই ছোঁ মারে।

শান্তলোক, সাধু মানুষ পিছনে পড়ে থাকে। মুখের জোরে মন্দ-লোক বুক ফুলিয়ে চলে। কথা বলি আজ কার সঙ্গে? অন্যায় কাজ দেখে তো লোকে ঘৃণা করে না, হেসেই খুন।

*

পরদেশী স্ত্রীলোককে সাবধান। চেয়ে দেখো না তার দিকে, আলাপ করো না তার সঙ্গে। গভীর জলের ঘুর্ণী সে, একবার পড়লেই তলিয়ে যাবে। যে স্ত্রীলোকের স্বামী বিদেশে আর রোজ রোজ তোমাকে চিঠি লেখে, সাবধান তার কাছ থেকে। কেউ যখন সাক্ষী থাকে না, তখনই সে উঠে তার জাল ফেলে। শুনেছ কি মরেছ।

*   *   *

জীবনে যদি সফলতা লাভ করে থাক এবং নিজের বাড়ী-ঘর হয়ে থাকে, এবং মনের মত স্ত্রী পেয়ে থাক, তাহলে তাকে পেট ভরে খেতে দিয়ো এবং পরনের কাপড় দিয়ো। যতদিন তাকে কাছে পাও তার মন খুশী রেখ, কারণ সে উর্বরা ক্ষেত্রের মত, যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করো তবে বিপদে পড়বে।

*   *   *

মাকে ভুলো না। তোমাকে তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন এবং সময় হলে প্রসব করেছিলেন—তিন বৎসর ধরে তিনি তোমাকে কোলে পিঠে করে বহেছেন এবং স্তন্য পান করিয়েছেন। তোমার ময়লাকে ঘৃণা করেন নি! আবার যখন তুমি পাঠশালায় গিয়েছ প্রতিদিন তোমার জন্য রুটী নিয়ে গুরুমহাশয়ের কাছে গেছেন।

*   *   *

ছাগল ভেড়া চরাতে চরাতে এক বিলের ভিতর চলে গিয়েছিলাম —সেখানে একটী স্ত্রীলোক দেখেছি, তাকে তো মানুষের মত দেখায় নি—তার মাথার চুল দেখে আমার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, তার

গায়ের রং ছিল আশ্চর্য উজ্জ্বল। সে যা বলবে সে কাজ আমি কিছুতেই করব না, কিছুতেই না। আমার সর্বশরীর ভয়ে কাঁপছে।

* * *

হে মহান দেব, সত্য ও ন্যায়ের অধীশ্বর। মরণের সময় তোমার সম্মুখে আমি এসেছি। তোমার জ্যোতি আমার চোখের উপর পড়ুক। সত্য কথা বলিব আজ। মানুষকে অন্যায় করি নাই কখনও—দরিদ্রকে অত্যাচার করি নাই। সামর্থ্যের অধিক কার্য কাহারো নিকট হইতে আদায় করি নাই—দেবতার চক্ষে যাহা ঘৃণ্য কাজ, প্রতিজ্ঞার খেলাপ—তাহা কখনও করি নাই—ক্রীতদাসের উপর অত্যাচার করি নাই। কাহাকেও উপবাস করাই নাই কাহারও চক্ষে জল আনি নাই—কাহাকেও হত্যা করি নাই বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই—মন্দিরের বরাদ্দ হ্রাস করি নাই। দেবতাদের নৈবেদ্য চুরি করি নাই। মন্দির প্রাঙ্গণে কোনও পাপ কার্য করি নাই। দেবতাদের অবমাননা করি নাই। হাল্কা ওজন দিয়া ফাঁকি দিই নাই। শিশুর মুখের দুধ কাড়িয়া লই নাই। দেবতা মন্দিরের পাখী জালে নিবদ্ধ করি নাই। পবিত্র আমি, পবিত্র আমি, পবিত্র আমি।

* * *

হে দেব অসিরিস, তুমিই কালের পাখাকে গতিযুক্ত কর। জীবনের সকল রহস্য তোমাতেই বাস করে। আমার সকল কথার ভাণ্ডারী তুমি। দেখ, দেব, তুমি আমার জন্য, তোমার পুত্রের জন্য, লজ্জিত হইতেছ। দুঃখে লজ্জায় তোমার মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে—আমার পাপের বোঝা যে ভারী, দম্ভ, অন্যায়, অপরাধ যে আমি কত করেছি তার ঠিক নেই। শান্তি দাও, পিতা শান্তি দাও, তোমাতে আমাতে যে ভেদ তাহা ভেঙ্গে দাও। পাপ দোষ সব অন্যায় ধুয়ে দাও তোমার দুই পার্শ্বে সেগুলো কাদার মত ঝরে পড়ুক। ভুলে যাই, সে সব। দুর্বুদ্ধি আমার দূর হোক, মন থেকে আমার লজ্জার বোঝা অপসারিত হোক। আমাতে তোমাতে আর যেন ভেদ না রয়।

আখেন-আটন (ইখন-আটন)

খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৩২২ ঈজিপ্টের সাম্রাজ্যের একটি স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ সময় সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের অনেক রাজা-রাজড়া ঈজিপ্টের ফ্যারাওর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ঈজিপ্টের ধনভাণ্ডার সোনারূপায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন রাজধানী মেম্‌ফিস্‌ হইতে থীব্‌সে সরান হইয়াছিল এবং এই সময়েই থীব্‌সের এবং নিকটবর্তী কার্নাক ও লাক্সরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির, প্রাসাদ ও কবর নির্মাণ করা হয়। এ বংশের প্রথম নৃপতি থাট্‌মোস্‌ I। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় থাট্‌মোস রাণী হাটশেপ্‌সুটকে রাজ্যশাসনে তাঁহার অংশীদার করেন। এ রাণী শীঘ্রই নিজের বুদ্ধি-বলে প্রধানত্ব প্রাপ্ত হন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর বাইশ বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। ইনি নিজেকে রাণী না বলিয়া রাজা বলিতেন কারণ ঈজিপ্টের ফ্যারাও আমন দেবের পুত্র বলিয়া পরিচিত—তিনিও আমনদেবের পুত্র—কে বলিবে তিনি স্ত্রীলোক। তিনি দাড়ি পরিয়া প্রজা সমক্ষে বাহির হইতেন। এবং নিজের প্রতিমূর্তি শ্মশ্রু-ধারীরূপে তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। তিনি "আমনের পুত্র" "ঈজিপ্ট ও সিরিয়ার প্রভু"। নাইল নদীর পশ্চিম দিকে যে রাজকীয় কবরের নগর আছে তিনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে তৃতীয় আমেনহোটেপ এবং তাঁহার রাণী টীইর ঐশ্বর্যময় যুগ। আমেনহোটেপের বিরাট জোড়া প্রস্তর মূর্তি "Colossi of Memnon" নামে গ্রীক যুগ হইতে এখন পর্যন্ত পথিকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে।

এই সময়কার অনেক খবর আমরা টেল-এল-আমার্না এবং বোঘাজ-কিউই নামক স্থানে প্রাপ্ত কিউনিফর্ম টালি বা খাপরা হইতে পাইয়াছি।

টেল-এল-আমার্না থীব্‌স এবং কাইরোর মাঝামাঝি একটী জায়গা। এখানে ১৮৮৭ সালে ইংরেজ ফ্লিণ্ডার্স পেট্রী একগাড়ী (৩৫০ খানা) আঁচড় কাটা টালি পাইয়াছিলেন। বোঘাজ-কিউই হইতেছে তুরস্কের রাজধানী আংকারার নিকট একটি গ্রাম। এখানে ১৯০৭ সালে জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ভিংক্‌লার ১০,০০০ খানা টালি পাইয়াছিলেন। এইসব টালির আঁচড়গুলি পড়া হইলে আশ্চর্য খবর মিলিল। যথা, বর্তমান টেল-এল-আমার্নাতেই আমেন হোটপ III এবং টিইই রানীর পুত্র আমেন হোটপ IV বা আখেন-আটনের নূতন রাজধানী আখেটাটন ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। আবার বোঘাজ-কিউই গ্রামেই সেকালে হিট্টাইটদিগের রাজধানী হাটুশাশ্‌ স্থাপিত ছিল। এবং এই যে দুই খাপরার স্তুপ এগুলি এই দুই রাজধানীর মহাফেজখানা বা Record Room এর অংশবিশেষ। আখেটাটনে আমরা পাইতেছি এশিয়া মাইনরের করদ রাজাদের প্রেরিত ফ্যারাওকে লিখিত চিঠি, অনেকগুলি অতি দীন ভাবে সাহায্য ভিক্ষায় পূর্ণ। আবার হাটুটুসাসে ঈজিপ্টের এক বিধবা রানীর পত্রে দেখিতেছি তিনি হিটাইট সম্রাট শুপিলিলিউমার নিকট লিখিতেছেন যে বিধবা হইয়া তাঁহার কষ্টে দিন কাটিতেছে, রাজ্য চালনা দুষ্কর হইয়াছে, এখন যদি শুপিলিলিউমা, তাঁহার কোনও পুত্রকে পাঠাইয়া দেন তবে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আবার সুখে প্রজারঞ্জন করিতে পারিবেন।

আবার এই বোঘাজ-কিউইর একটী খাপরাতে মিট্টানি রাজের দেবতা সূর্য, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারের নাম পাওয়া গিয়াছে। "ইলানি মিত্র আস্‌-সিল ইলানি অরুণ আস্‌-সিল ইন্দর ইলানি নাসত্তিয়-অন্ন" (Golden Book of Tagore ২৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এইসব পত্রাবলী ও দলিল দস্তাবেজ যে ১৪০০ খ্রীঃ পূঃ আমলের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই মিট্টানি বংশ যে আর্য ছিল তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। ইঁহারা এশিয়া মাইনরে খ্রীঃ পূঃ ১৩ ও ১৪ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

ইঁহাদের দেবতাদের মধ্যে বৈদিক দেবগণের নাম তো পাওয়া যায়ই তাহা ভিন্ন তাঁহাদের নিজেদের নামও সংস্কৃতের মতন। যথা আর্ততম, তুসরথ বা দশরথ, শুততর্ণ, ইতকামা। এবং ইঁহাদের ভাষা ও ব্যাকরণের সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য আছে; যদিও ইঁহাদের লেখা একটু মজার ছিল—এক লাইন বাম হইতে ডাইনে, পরের লাইন ডাইন হইতে বামে—অন্ধদিগের ব্রেইল লেখার মত। যাহা হউক, এই বংশের সহিত ঈজিপ্টের সম্রাটগণ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তৃতীয় আমেন হোটেপের মাতা মিটানির রাজকন্যা (আর্ততমার কন্যা) ছিলেন। তৃতীয় আমেন হোটেপ নিজে দশরথের এক ভগ্নী জিলুখিপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ইনি আখেনাটেনের মাতাও হইতে পারেন। আবার আখেনাটেনও দশরথের এক কন্যা টিডুখিপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এদিকে দশরথের পুত্র মতিবজ হিট্টাইট নৃপতি শুবিলিলিউমার কন্যা মুরসিলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। টেল-এল-আমার্নার অনেকগুলি চিঠি দশরথের স্বাক্ষরিত এবং তৃতীয় আমেন হোটেপকে লিখিত। শ্যালক স্নেহপূর্ণ ভাষায় ভগ্নীপতিকে লিখিতেছেন। তৃতীয় আমেন হোটেপের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে লিখিত পত্রও আছে।

কাজেই তৃতীয় আমেন-হোটেপের পুত্র চতুর্থ আমেনহোটেপ বা আখেনাটেনকে আমরা আর্য ও ঈজিপ্সিয়ান রক্তের মিশ্রণে সম্ভূত বলিয়া ধরিতে পারি।

এই আখেনাটেন আশ্চর্য রাজা ছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক দিগের বিশেষতঃ **Ancient History of the Near East** পুস্তকের লেখক **H. R. Hall** মহাশয়ের তিনি চক্ষের বিষ—তাঁহাকে পাগল এবং কদাকার বলিয়া তাঁহারা বড়ই আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু বস্তুত তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা, কবিত্ব, সুরুচি এবং সমাজসংস্কারের বিষয়ে সৎসাহস বিস্ময়ের বস্তু। এবং তিনি যে সম্রাজ্যের সর্বনাশ

করেন নাই তাহার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে তাঁহার জামাতা এবং পরবর্তী সম্রাট টুটেংখামেনের কবরে যে রাশি রাশি মণিমাণিক্য মাল-মসলা পাওয়া গিয়াছে, তার পূর্বেকার আর কোনও রাজকবরেই ততটা পাওয়া যায় নাই। মাল-মসলার পরিমাণ ও মূল্যই তো এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের নিকট সভ্যতা ও রাজকীয় প্রতাপের নিদর্শন। অধিকন্তু তাহারো শতখানেক বৎসর পরে রাজা মের্নেপ্‌টাহ পাথরের গাত্রে লিখিতেছেন

"বহুতর রাজা আমাকে 'সালাম'
বলিয়াছে। টেহেন্নু রাজ্যের
দফা সারিয়াছি। হিট্টাইটরা
ঠাণ্ডা। কানা-আন লুট
করিয়াছি। ইজ্রাইল
শ্মশানে পরিণত করিয়াছি।
প্যালেস্টাইন ঈজিপ্টের গৃহে বিধবা।
সবদেশ এক করিয়াছি, সব
দেশকে মের্নেপটাহ শান্ত করিয়া
বশে আনিয়াছে।"

তৃতীয় আমেন-হোটেপের বিলাসিতা এবং জাঁকজমক-পূর্ণ জীবনের অন্তে ১৩৮০ খ্রীঃ পূঃ সালে তাঁহার পুত্র চতুর্থ আমেনহোটেপ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি প্রথমেই থীব্‌স্‌ শহরের বিলাসিতা এবং ধর্মের নামে পাপাচরণে বিরক্তি বোধ করিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমনদেবের মন্দির, আর তাহার মধ্যে পুরোহিতদিগের এবং দেবদাসীদিগের ভিড়। বলির মেষের রক্তে মন্দির গাত্র কর্দমাক্ত। পুরোহিতদিগের বিলাসিতার অন্ত নাই। সমস্ত দেশের লোককে কু-সংস্কার এবং অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত করিয়া নিজেদের উদরপূর্তি করিবার ব্যবসায়ে তাহারা পুরুষানুক্রমে পাকা হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ আমেন হোটেপ বলিতেছেন "আমার রাজ্যের প্রথম চার বৎসরে পুরোহিতদিগের মুখে যত পাপের কথা আর যত মিথ্যা কথা শুনিয়াছি তাহার হিসাব করা যায়না।" তিনি এই পুরোহিতদিগের আধিপত্য সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। আমন্, রা, প্রভৃতি দেবদেবীদিগের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন এবং বুঝিলেন ভগবান এক। তিনি বাহিরে এবং তিনি ভিতরে। বাহিরে তাঁহার প্রতীক সূর্যদেব—ভিতরে তিনি মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরকে তিনি সূর্যদেব বা আটন নামে অভিহিত করিলেন এবং বুঝিলেন তাঁহাকে সত্যের দ্বারা ভিন্ন অন্য উপায়ে পূজা করা যায় না। ভিতরে বাহিরে সত্য প্রতিষ্ঠাই তাঁহার উপাসনা। মিথ্যার সঙ্গে মিটমাট করা সম্ভব নয়। মন মুখ এক করিতে হইবে। তাই তিনি নিজের জীবন-যাত্রা এবং রাজ্যের জীবন প্রণালী বদল করিতে চেষ্টিত হইলেন। আমনের পূজা বন্ধ হইয়া গেল। পুরাতন মন্দিরগুলির বরাদ্দ বন্ধ হইয়া গেল। নিজের নাম আমেনহোটেপ IV ছাড়িয়া আখন-আটন বা ইখন-আটন করিলেন। পাপের পুরী থীব্‌স ছাড়িয়া আখেট্-আটনে (যেখানে এখন টেল-এল-আমার্না) নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। সে শহর নূতন ভাবে নূতন ধরনের শিল্পকলায় প্রস্তুত ও সজ্জিত হইল। সে শিল্পকলার সত্যই হইতেছে মূল কথা। তিনি কলাবিৎ ও ভাস্করদিগকে আদেশ দিলেন—শুধু আদেশ নয় হাতে কলমে শিখাইয়া দিলেন—মানুষের মূর্তি করিতে হইলে মানুষের যাহা সত্যরূপ তাহাই অঙ্কিত করিতে হইবে এবং স্বাভাবিক বস্তুর স্বাভাবিক রূপই ছবিতে এবং ভাস্কর্যে ফোটাইতে হইবে। তাঁহার সময়কার যে সকল শিল্পবস্তু পাওয়া গিয়াছে সেগুলি অতি চমৎকার

এবং অতি স্বাভাবিক। তাঁহার নিজের এবং তাঁহার প্রিয় পত্নী নেফ্রেটেটির মূর্তিগুলিও আশ্চর্য জীবন্ত।

তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডল বুদ্ধিতে দীপ্ত ও কবিজনোচিত ভাব বিশিষ্ট। তাঁহার রাণী নেফ্রেটেটির একটী রংকরা প্রস্তর মূর্তি তো বার্লিন মিউজিয়ামের অমূল্যনিধি।

তিনি আটনের ধর্ম প্রচার করিলেন—আদেশ করিলেন আটনের রূপ নাই, তাঁহার প্রতিমা গড়া অসম্ভব কিন্তু সূর্যের চক্রের চতুর্দিকে মনুষ্য হস্তের ছটা পরাইয়া তিনি আটনের প্রতীক বা যন্ত্র কল্পনা করিলেন। তিনি দৈনন্দিন জীবন সারল্যের সহিত ও সাদাসিধা ভাবে যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাণী নেফ্রেটেটির সাত কন্যা হয় পুত্র হয় নাই। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল—দরবার গৃহে তিনি রাণীকে পার্শ্বে বসাইতেন এবং কন্যাদিগকে নিকটে খেলা করিতে দিতেন। পত্নীর সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "আমার সুখের উৎস তিনি, তাঁহার গলার স্বর আমার কর্ণে মধু বর্ষণ করে।"

এইবার আখেন আটনের সূর্য স্তব কিছু শুনুন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে পৃথিবীর প্রথম একেশ্বরবাদ-ঘোষণা বলিয়া মত প্রকাশ করেন—কারণ তাঁহাদের মতে ঋগবেদ এত প্রাচীন হইতে পারে না। কেন পারে না সে কথা এখন থাকুক।

'উষাকালে যখন তুমি দিগন্তের উপর উদয় হও
হে জীবন্ত সূর্যদেব, তুমিই প্রাণের উৎস,
যখন তুমি পূর্ব-দিগন্তে উঠিয়া আইস
তোমার সৌন্দর্যে তুমি সমস্ত দেশ ভরিয়া দাও।
আবার যখন তুমি পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাও
জগৎ তখন মৃতের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
সকলেই ঘরে ঘরে সুপ্ত থাকে,
তাদের মাথা ঢাকা নাক বন্ধ

কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না
মাথার তলা হইতে চুরি হইলেও জানিতে পায় না
সিংহেরা বিবর হইতে বাহিরে আসে
সর্পেরা কামড়ায়
সারা জগৎ শব্দহীন
তাহাদের স্রষ্টা তখন দিগন্তে নিদ্রিত।
যখন তুমি দিগন্ত হইতে উত্থিত হও,
হে আটন, এবং দিনের বেলায় কিরণ দাও,
অন্ধকারকে তুমি বিতাড়িত কর।
যখন তুমি তোমার রশ্মিগুলি বিকিরণ কর
তখন আমাদের দুইদেশ (ঈজিপ্ট) প্রতিদিনই উৎসব মুখরিত
তুমি যখন তাদের জাগরিত কর, তখন
তারা জেগে ওঠে, নিজের পায়ে দাঁড়ায়
স্নান করে তারা, পরিচ্ছদ ধারণ করে
তোমার উদয়ের জন্য দুই হাত তুলিয়া
তোমাকে পূজা করিয়া, সারা জগতের সকলে নিজ নিজ
কাজে ব্যস্ত হয়।
গাভীরা তৃণ শষ্পের উপর বিশ্রাম করে
গাছপালা লতা পাতায় পল্লবিত হয়।
পাখীরা জলাক্ষেত্রে পত্ পত্ করে
পাখা নাড়িয়া তোমারই পূজা করে
মেষেরা নৃত্য করে, পাখীরা উড়ে
তুমি যখন তাদের উপর আলো দাও
তখনই তারা জীবিত হয়।
নৌকা জাহাজ উজান ভাটী বহিয়া যায়
সব পথই খুলে যায় তোমার উদয়ে

নদীতে মাছ তোমার সম্মুখে লম্ফ দেয়
সবুজ মহা-সমুদ্রে তোমারই কিরণ।
তুমি স্ত্রীলোকের মধ্যে অণ্ডের স্রষ্টা
পুরুষের মধ্যে বীজও তোমার সৃজন
মাতৃজঠরে শিশুকে তুমিই বাঁচিয়ে রাখ
ক্ষুধায় খাদ্য দাও, তাহার ক্রন্দন নিবারণ কর।
আবার যেদিন সে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়
তখন তুমিই তার মুখ খুলিয়া দাও
এবং তার প্রয়োজন মিটাও।
তোমার কার্য যে কত রকমের
তার কিই বা আমাদের বোধগম্য ?
হে এক ঈশ্বর, তোমার মত ক্ষমতা কারো নাই
তুমি নিজের ইচ্ছা মতই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছ
সে সময় আর কেউ ছিল না।
মানুষ, বড় ছোট সব প্রাণী,
এ পৃথিবীতে পায়ে যারা হাঁটে,
আকাশে যারা উড়ে,
সমস্ত দেশে, ঈজিপ্টে কুশে সীরিয়াতে
প্রত্যেককে তুমি স্বস্থানে স্থাপন করেছ
এবং তাদের প্রয়োজন মিটাইতেছ।
প্রত্যেকেই যা পাবার তা পায়
প্রত্যেকেরই দিনের হিসাব আছে।
আলাদা আলাদা কথা, আলাদা আলাদা
গায়ের রং, শরীরের আকৃতি
তুমি ভিন্ন ভিন্ন করেছ।
তুমিই আমার মনের মধ্যে রয়েছ।

ইখনাটন তোমারই পুত্র।
তাকে তুমি বুঝতে দিয়েছ
সেজন্য সেই বুঝেছে তোমাকে।
আর তো কেহ বুঝে না।
পৃথিবী তোমারই করতলে
যেমন তুমি তাদের করেছ তেমনই ভাবে তারা বাঁচে।
তোমাতেই মানুষ প্রাণ ধরে
তুমি যতক্ষণ আকাশে থাক, সকলের দৃষ্টি তোমার দিকে
আবার যখন অস্ত যাও, সকল কার্যের অবসান হয়।

এই স্তব আখেনআটন বা ইখনাটন প্রস্তর গাত্রে খোদিত করাইয়াছিলেন তাঁহার নূতন রাজধানীতে এবং তাহা আজিও পড়া যায়। আমার্নাতে আটনের যে মন্দির ছিল সেখানে ইহা সকাল-সন্ধ্যায় গীত হইত। কিন্তু তাঁহার নূতন ধর্ম তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অস্তমিত হইল—তাঁহার জামাতা আবার আমেনের নামে টুটাংখ-আমেন নাম লইলেন, আবার থীব্‌সে রাজধানী ফিরিয়া আসিল। আমেনের পুরোহিতগণ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

পাইথাগোরাস

ইটালির পায়ের তলায় সমুদ্র উপকূলে ক্রোটোনো শহর। এখানে ঋষি পাইথাগোরাসের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। ইহার জন্ম হয় ৫৮০ সালে সামোস্ দ্বীপে গ্রীকবংশে। গ্রীকদিগের অনেক বড় বড় লোক এবং অনেক বড় বড় কীর্তিই খাস গ্রীসের বাহিরে। হয় ঈজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপে নচেৎ এশিয়া-মাইনরের উপকূলে বা ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ অন্যান্য দেশে। হেরোডোটাসের জন্ম তো আমরা দেখিয়াছি এশিয়া-মাইনরের হালিকার্নাসাসে। তাঁহার মৃত্যু হয় ইটালির পায়ের গোছের কাছে থুরিই শহরে। তিনি অবশ্য পাইথাগোরাসের অনেক পরে। তেমনি বিখ্যাত স্ত্রী-কবি সাফো লেসবস্ দ্বীপবাসিনী। দার্শনিক হেরাক্লাইটাস্ এশিয়া মাইনরের এফিসাসের বাসিন্দা---আরো বহু বৎসর পরে জ্যামিতিকার ইউক্লিড আলেকজ্যান্‌ড্রিয়ার বাসিন্দা, আর্কিমিডিস্ সিসিলি দ্বীপের অধিবাসী। এঁরা সকলেই জাতিতে গ্রীক। তেমনি গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভিনাস্ ডি মিলো—মেলস্ দ্বীপে পাওয়া গিয়াছিল।—এবং প্যারিসের লুভ্র মিউজিয়ামের দ্বিতীয় প্রধান দ্রষ্টব্য ডানাযুক্ত বিজয়া দেবী সামোথ্রেস দ্বীপে পাওয়া গিয়াছিল। গ্রীক জাতি পর্যটন এবং উপনিবেশ স্থাপনে খুবই পটু ছিল।

ইটালির পায়ের নিচের দিকটাকে রোমানরা "ম্যাগ্না গ্রীসিয়া" নাম দিয়াছিল। অবশ্য রোমের অভ্যুদয় পাইথাগোরাসের অনেক পরে। জুলিয়াস সীজারের জীবনের তারিখ খৃঃ পূঃ ১০০ হইতে ৪৪ সাল। সামোস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা দেশ ঘুরিয়া পাইথাগোরস ৫০ বৎসর বয়সে ক্রোটোনাতে আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি ঈজিপ্ট, আরব দেশ, সীরিয়া, পারস্য, এবং ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়াছিলেন এরূপ

কিংবদন্তী চিরকালই আছে—যদিও ভারতবর্ষ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন কিনা তাহাতে আধুনিক পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন—কিন্তু ভারতবর্ষে না আসিলে তিনি তাঁহার আশ্রমের আদর্শ কোথায় পাইলেন তাহাও তো বুঝা যায় না। পাইথাগোসের আশ্রম খাঁটি ভারতের ঋষির আশ্রমের ছাঁচে গড়া ছিল। তিনি নিজে বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার ডামো নামে এক কন্যা ছিল। তাঁহার শিষ্য শিষ্যারা সকলেই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে বাধ্য ছিল। প্রথম পাঁচ বৎসর সকলকে মৌন অবলম্বন করিতে হইত। গুরুর অদেশ বিনাবাক্যব্যয়ে পালন করিতে হইত। মদ্যপান পশুহিংসা বারণ ছিল, এমন কি রোপিত বৃক্ষ পর্যন্ত কাটা বারণ ছিল। মাংস ডিম্ব এবং মাষকলাই অভক্ষ্য ছিল। গুরু-শিষ্যের সমবেত পরিশ্রমলব্ধ ধন সকলে সমভাবে ভোগ করিতেন। একই রকম পোশাক পরিতে হইত এক সঙ্গে ভোজন হইত। এই আশ্রমের শিষ্যদিগের গুরুভক্তি গ্রীসে কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। প্লেটো তাঁহার রিপাব্লিকে (X, 600) পাইথাগোরাস এবং তাঁহার পরবর্তী আশ্রমাধ্যক্ষদিগের প্রতি তাঁহাদের শিষ্যদিগের ভক্তির কথা সশ্রদ্ধভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাইথাগোরাসের স্ত্রী এবং কন্যাও যে তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন ইহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্য মনে করেন। (আধুনিক ঋষি টল্‌স্টয়ের এবং প্রাচীন ঋষি সোক্রাটিসের গার্হস্থ্য জীবন অন্যরূপ ছিল) পাইথাগোরাস আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং তিনি পুনর্জন্ম স্বীকার করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল মানুষ তাহার কর্মফল অনুসারে মনুষ্যেতর প্রাণী হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে। নিন্দুকেরা বলিত যে তিনি সেই কারণেই পশুহিংসা ত্যাগ করিয়াছিলেন—কারণ কে জানে কোন্ পশুটা তাঁহার পিতা কিংবা পিতামহ! তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা কর্মফল বন্ধন কাটাইয়া পুনর্জন্ম হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ' তাহার উপায় সৎকর্মের দ্বারা আত্মার সহিত

ভগবানের যোগস্থাপন। জ্ঞানচর্চা, সত্যানুসন্ধান, সংযম এবং মৌনের অভ্যাস ক্রমশ বিনয় ও সমদর্শিতা লাভে সহায়তা করে।

পাইথাগোরাসের আশ্রমে ধর্মচর্চা ভিন্ন অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, সঙ্গীত এবং দর্শনের আলোচনা হইত। জ্যামিতির অনেক প্রতিপাদ্য তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান ইউক্লিডের I ৪৭। সমকোণ বিশিষ্ট ত্রিভুজের অতিভুজের উপর বর্গক্ষেত্রের কালি অপর দুই বাহুর উপর বর্গক্ষেত্রের কালির সমষ্টির সমান। তিনি পৃথিবীর গোলত্ব এবং ইহার আহ্নিকগতি এবং চন্দ্রগ্রহণের কারণ যে সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সংখ্যা গণিত সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিয়া ছিলেন। যথা--

$$১ = ১^২$$

$$১ + ৩ = ২^২$$

$$১ + ৩ + ৫ = ৩^২$$

$$১ + ৩ + ৫ + ৭ = ৪^২$$

ইত্যাদি

$৩^২ + ৪^২ = ৫^২$ [এই সত্য ব্যবহার করিয়া এখনও খেলার মাঠের সমকোন অঙ্কিত করা হইতেছে]

আশী বৎসর বয়সে পাইথাগোরাসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আশ্রম গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আরো তিন শত বৎসর বাঁচিয়া ছিল। তাঁহার পরের শতাব্দীতে আথেন্সে সোক্রাটিস ঋষির (৪৬৯-৩৯৯) আবির্ভাব হয়। সোক্রাটিসের শিষ্য প্লেটো (৪২৯-৩৪৭) যে আকাডেমি নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তাহা পাইথাগোরাসের ভাবের দ্বারা অনেক অংশে অনুভাবিত ছিল। প্লেটোর আকাডেমি বহুশত বৎসর জীবিত ছিল। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহা বন্ধ করেন। আর প্লেটোর শিষ্য

সর্ববিদ্যাবিশারদ আরিস্টট্‌ল (৩৮৪-৩২২) তাঁহার শিষ্য আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের অজস্র অর্থসাহায্যে যে বিজ্ঞান গবেষণাগার ও বিশ্ব-বিদ্যালয় লাইসিয়ামে স্থাপিত করেন, তাহাও বহুদিন চলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আইসোক্রেটিসের (৪৩৬-৩৩৮) আর একটি বিদ্যালয় আথেন্সে বিদ্যা শিক্ষার প্রসার করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এখানে দর্শন বিজ্ঞানের উপর জোর না দিয়া রাজনীতি এবং বক্তৃতা দানের ক্ষমতাই বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই তিনটি বিখ্যাত গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয়েরই পথ প্রদর্শক পাইথাগোরাস। অবশ্য পাইথাগোরাসের ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আশ্রমজীবনের আদর্শ তাহা আথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

এরের উপাখ্যান

(প্লেটো রচিত)

রিপাব্লিক পুস্তকের উপসংহার

প্যামফিলিয়া (Pamphilia) শহরবাসী আর্মেনিয়াসের পুত্র 'এর' (Er) নামক এক বীর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। দশদিন পরে যখন সৎকারের জন্য মৃতদেহ গুলি উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন 'এরে'র দেহ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং দ্বাদশদিন পরে যখন তাঁহার দেহ চিতার উপর শায়িত ছিল তখন তিনি পুনর্জীবিত হন এবং মৃত্যুর পরপারে গিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করেন। তাঁহার কাহিনী এইরূপ ছিল যে, যখন তাঁহার আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তিনি আরো অনেকের সহিত চলিতে চলিতে এমন এক রহস্যময় স্থানে উপস্থিত হইলেন যেখানে মাটির উপর দু'টী বড় বড় ফাটল দেখিতে পাইলেন এবং তাহাদের উপরে আকাশেও দু'টি ফাটল ছিল। দুই ফাটলের মধ্যবর্তী স্থানে বিচারকেরা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেককে বিচার করিতেছিলেন এবং বিচারের পর পুণ্যাত্মাগণকে ডান দিকে স্বর্গের পথে চলিয়া যাইতে আদেশ দিতেছিলেন। যাইবার পূর্বে তাহাদের সম্মুখভাগে বিচারের চিহ্ন অঙ্কিত করা হইতেছিল। পাপীদিগকে তাহাদের পশ্চাতের দিকে বিচারচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বামদিকের পথে নিচে চলিয়া যাইতে বলা হইতেছিল। তিনি নিজে যখন বিচারের স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাকে বলা হইল যে এই-লোকের খবরাখবর তাঁহাকে মনুষ্যলোকে লইয়া যাইতে হইবে—সেইজন্য এখানে কি হইতেছে তাহা যেন তিনি যত্ন পূর্বক লক্ষ্য করেন এবং মনে রাখিতে চেষ্টা করেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন যে যেমন বিচারের পর একদল আত্মা উপরের দিকে এবং একদল আত্মা নিচের দিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমনি অপর দুইটী ফাটল দিয়া অন্য আত্মারা কেহ নিচের ফাটল হইতে ধূলাকাদা মাখা অবস্থায় এবং যাহারা উপর হইতে আসিতেছে তাহারা পবিত্র জ্যোতির্ময় দেহে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সকলেই যেন বহুদূর হইতে আসিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বোধ হইতেছিল এবং সকলেই অদূরে একটা মাঠে গিয়া একত্র হইতেছিল। সেখানে পরিচিত ব্যক্তিরা পরস্পারের সহিত আলাপ করিতেছিল এবং যাহারা স্বর্গ হইতে নামিয়াছিল এবং যাহারা মাটির নিচে হইতে আসিয়াছিল তাহারা পরস্পরকে ঐ দুই স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল। পাতালপুরী হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা বলিল যে, তাহারা সহস্র বৎসর পাতালে থাকিয়া ভীষণ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছে এবং ভীষণ কষ্ট সহ্য করিয়াছে এবং যাহারা স্বর্গে ছিল তাহারা কি সুন্দর দৃশ্য এবং কি চমৎকার জীবন যাপন করিয়াছে তাহার বর্ণন করিল। সমস্ত খুটিনাটি বলিতে অনেক সময় লাগিবে কিন্তু এর বলিয়াছিলেন যে এই সকল বর্ণনার প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নলিখিত রূপ ছিল।

প্রত্যেক অপরাধ এবং অত্যাচারের জন্য দশগুণ করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। মানুষের জীবন একশত বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক শতাব্দীতে শাস্তিগুলি পুনরায় আরম্ভ হইত। এই ভাবে দশ শতাব্দী চলিলে প্রত্যেক অন্যায় এবং প্রত্যেক পাপের জন্য দশবার করিয়া শাস্তিভোগ করিলে পর তবেই ভোগান্ত। যাহারা খুন করিয়াছে কিংবা নগর গ্রাম দাসত্বে পরিণত করিয়াছে কিংবা অন্যকোন মন্দকার্যে লিপ্ত থাকিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রত্যেক অন্যায়ের জন্য গণনাতীত শাস্তি এবং দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অপরদিকে যাঁহারা জীবনে কোনও দয়া দাক্ষিণ্যের কার্য করিয়াছেন কিংবা অন্য পুণ্য কর্ম করিয়াছেন কিংবা পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছেন তাঁহাদেরও সেই

অনুপাতে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। যাহাদের জন্মের অল্প পরেই মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এর মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অধর্মাচারণ, পিতামাতার অবাধ্যতা, এবং নিকট আত্মীয়ের প্রাণ নাশের শাস্তি বিশেষ গুরুতর ছিল এবং ধর্মাচরণ, পিতৃমাতৃভক্তি এবং গুরুজনের আজ্ঞানুবর্তিতার পুরস্কারও বিশিষ্টরূপ ছিল। তিনি এক আত্মা আর এক আত্মাকে আর্ডিয়াস (**Ardaeus**) নামক নরপতির সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছিলেন এবং উত্তরে শুনিয়াছিলেন যে এই ব্যক্তি প্যাম্ফিলিয়া দেশে সহস্র বৎসর পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং আরও অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার কথার উত্তর শুনিয়াছিলেন এইরূপ, "না, আর্ডিয়াস এখনও ফিরেন নাই—শীঘ্র তাঁহার ফিরিবার সম্ভাবনাও নাই। আমরা এক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি। নানারকম কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া আমরা যখন ফাটলের মুখে উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম অর্ডিয়াস এবং অপর কয়েকজন পাপী রহিয়াছে—তাহারা অনেকেই স্বেচ্ছাচারী নৃপতি, কেহ কেহ সাধারণ লোক হইয়াও অসাধারণ পাপাচারী ছিল। ইহারা যখনই ফাটলের নিকট উপস্থিত হইতেছিল তখনই ফাটলের মুখে ভীষণ গর্জন শব্দ শোনা যাইতেছিল এবং কতিপয় ভীষণ দর্শন মনুষ্য তাহাদের কোমর জাপটাইয়া ধরিয়া সরাইয়া দিতেছিল, এবং আর্ডিয়াস-প্রমুখ কয়েকজনকে হাত পা এবং মস্তক বাঁধিয়া বেত্রদ্বারা আঘাত করিয়া প্রথমে চর্ম উৎপাটিত করিয়া তৎপর কাঁটাগাছের উপর দিয়া তুলা ধুনিবার মত করা হইল এবং সেখান হইতে আগুনের কুণ্ড টার্টারাসে নিক্ষেপ করিবার জন্য লইয়া গেল। আমরা বহু প্রকার শাস্তি বহু প্রকার ভীষণ দৃশ্য পাতালপুরীতে দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছিলাম কিন্তু

এইরূপ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমাদিগের মনে অভূতপূর্ব হৃৎকম্প উপস্থিত হইল—আমরা ভয়ে ভয়ে ফাটলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পাছে আমরা আসিলেও সেই প্রকার গর্জন ধ্বনি উত্থিত হয়। আমাদের মধ্যে যাহারা এই গর্জন ব্যতিরেকেই ফাটলের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলাম তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম।” ইহা হইতে শাস্তির কঠোরতা বুঝা যাইবে। অপরদিকে পুরষ্কারের পরিমাপও ইহার ঠিক বিপরীত ছিল।

প্রান্তরে একত্রিত হইবার সাতদিন পরে আত্মাগণকে সেই প্রান্তর ত্যাগ করিয়া আরও তিনদিন চলিয়া এমন স্থানে উপস্থিত করা হইল যেখানে একটা আলোকস্তম্ভ উপর হইতে নিচে পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা গেল। ইহা অনেকটা রামধনুর ন্যায় ছিল। কিন্তু তদপেক্ষা সুন্দর এবং উজ্জ্বল। আরও অগ্রসর হইয়া দেখা গেল এই স্তম্ভটা আকাশের সংগে শিকলের দ্বারা বদ্ধ আছে। এই শিকলই আকাশকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জাহাজের তক্তাগুলি যেমন রজ্জুদ্বারা বদ্ধ থাকে তেমনি। এই শিকলের প্রান্তভাগে নিয়তির তক্‌লি। তাহারই চতুর্দিকে সারা জগৎ আবর্তিত হইতেছে। তক্‌লিটির সহিত সাত কৌটার এক বাক্‌স —তক্‌লির ঘুরনে সাতটাই ঘুরিতেছে—এবং প্রতিটি কৌটার উপর একটি একটি কিন্নরী বসিয়া আছে—সারিগমের এক একটি করিয়া সুর গাহিতেছে। নিয়তির হাঁটুর উপর তক্‌লি ঘুরিতেছে এবং তাঁহার হইতে সমান দূরে তাঁহার তিন কন্যা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নিজ নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। ভূত কালের দেবীর নাম ল্যাকেসিস্, বর্তমানের দেবী ক্লোথো এবং ভবিষ্যৎ-এর দেবী আট্রোপস্।

আত্মাগুলি সেস্থানে উপস্থিত হইলেই প্রথমে ল্যাকেসিসের সম্মুখবর্তী হয়। সেখানে তাঁহার এক অনুচর তাঁহার ক্রোড় হইতে কতকগুলি জীবনের খসড়া লইয়া একটি মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া এই বাণী উচ্চারণ করেন, “হে স্বল্পস্থায়ী জীবগণ, নিয়তির কন্যা

ল্যাকেসিস তোমাদিগকে কি বলিতেছেন শুন। তোমাদিগের নিজের নিজের ভাগ্য তোমরা নিজেরাই বাছিয়া লইবে। তিনি নিজে বাঁটিয়া দিবেন না। প্রথমে আমি কতকগুলি সংখ্যা চিহ্নিত ঘুঁটি ফেলিতেছি, তোমরা একটি একটি কুড়াইয়া লও এবং নিজের নিজের সংখ্যা অনুসারে তোমরা একে একে অগ্রসর হও। তাহার পর জীবনের খসড়াগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া অনুধাবন করিয়া নিজের পছন্দমত যে কোনটা বাছিয়া লও। যে যেটি পছন্দ করিবে সেটি আর বদল হইবে না। পুণ্য কাহারও দাসী নয়, যে তাহাকে মান্য করিবে সেই তাহাকে বেশী পাইবে যে তাহাকে অশ্রদ্ধা করে সে পাইবে কম। দায়িত্ব তোমাদের নিজের। ঈশ্বরের দোষ নাই।" এই বলিয়া তিনি সংখ্যা চিহ্নিত ঘুঁটিগুলি প্রথমে ছড়াইয়া দিলেন, যে যেটি নিকটে পাইল উঠাইয়া লইল কেবল 'এর' কে বলা হইল তুমি কিছু করিও না। ইহার পর জীবনের খসড়াগুলি ভূমিতে প্রসারিত করিয়া রাখা হইল। যে কয়টি আত্মা উপস্থিত ছিল জীবনের খসড়া তদপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক ছিল। এই খসড়াগুলি সব রকমের ছিল। প্রত্যেক জীবের জীবন তাহার মধ্যে ছিল,—প্রত্যেক প্রকার মনুষ্য জীবনও ছিল। যথা, রাজত্ব ছিল, কোনওটি চিরজীবন স্থায়ী, কোনটি বা হঠাৎ ভাগ্যবদল হইয়া দারিদ্র্য ও নির্বাসনে সমাপ্ত। প্রসিদ্ধ লোকের জীবন ছিল, কেহ বা সুন্দর দেহকান্তির জন্য প্রসিদ্ধ, কেহ বা শরীরের শক্তি এবং ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য খ্যাতিমান, কেহ বা উচ্চবংশ এবং পূর্ব পুরুষের যশে যশস্বী। তেমনি আবার নাম-যশ-হীন সাধারণ লোকের জীবনও ছিল। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই এই উভয় প্রকার জীবন ছিল। কিন্তু কোনটিতেই আত্মাগুলির চরিত্র অপরিবর্তনীয় কঠিন অবস্থায় ছিল না কারণ জীবনের কার্য এবং অভিজ্ঞতা অনুসারে চরিত্রের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক বিষয়েই জীবনগুলি অনেক রকম ভাবে মিশ্রিত ছিল। ধন, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, অসুস্থতা, এবং ইহাদের মাঝামাঝি অবস্থা।

"বন্ধুগণ, এই যে মুহূর্ত এই মুহূর্তই মানুষের সঙ্কটকাল। কারণ এইসময়ের বিচারবুদ্ধির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। সেই জন্যই আমাদের প্রত্যেকের অন্য সকল প্রকার বিদ্যার্চ্চা ত্যাগ করিয়া সেই বিদ্যার অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকা প্রয়োজন, যে বিদ্যাতে আমাদের উত্তম জীবন এবং অধম জীবনের মধ্যে বিচার করিতে সমর্থ করে। যে বিদ্যার বলে আমরা সর্বদা এবং সর্বসময়ে বুঝিতে সমর্থ হই, কোন্ অবস্থা এবং কোন্ পরিবেষ্টনী এবং কিরূপ স্বাস্থ্য সৌন্দর্য অর্থ সামর্থ্য আমাদের শ্রেষ্ঠ জীবন লাভে সহায়তা করিবে। উচ্চ নীচ বংশ, সাধারণের সম্মুখে বা গোপনে জীবনাতিবাহন, শারীরিক বল বা দুর্বলতা, বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা বা শ্লথগতি—এ সকলের নানা প্রকার মিশ্রণে যে সব নানা প্রকার জীবন-যাত্রা উৎপন্ন হইবে তাহার মধ্যে ভাল ও মন্দ বাছিয়া লইবার শক্তি আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। যে প্রকার জীবন অন্যায় হইতে অধিক অন্যায়ের মধ্যে আত্মাকে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহাই মন্দ এবং যে জীবন আমাদিগকে ন্যায়পরতার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকেই উত্তম বলিতে হইবে—আর সমস্ত বিষয়ই অবান্তর। কারণ আমরা দেখিয়াছি, জীবনে এবং মরণে এইরূপ ভাবে বিচার করাই শ্রেয় লাভের উপায়। লৌহ-কঠিন সংকল্প লইয়া প্রতি ব্যক্তির পরলোকে যাত্রা করা প্রয়োজন যাহাতে এখানেও যেমন সেখানেও তেমনি সে অর্থ এবং ঐ প্রকার অন্যান্য অনর্থের চাকচিক্যে অভিভূত না হইয়া যায় এবং লোভ ও পরস্বাপহরণ আদি পাপে লিপ্ত হইয়া পরের ক্ষতির সহিত নিজের বিপদ ডাকিয়া না আনে; অপরদিকে যেন সে প্রতি বিষয়ের অতিশয়তা দোষ পরিত্যাগ পূর্বক পরিমিত জীবন যাপন করে এবং এ জীবনে এবং পরজীবনেও মধ্যপথ অবলম্বন করে—তাহা হইলেই তাহার জীবন সুখের হইবে।"

যাহা হউক, 'এর' মহাশয় বলিলেন যে, ভাগ্যানুচর তদনন্তর এই উক্তি করিল, "কাহারও নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। সর্বশেষেও

যাহার বাছিয়া লইবার পালা আসিবে তাহার জন্যই এমন জীবন আছে যে সে যদি সুবিচারের সহিত নির্বাচন করে এবং যথাশক্তি চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার জীবন মন্দ হইবে না এবং সে [illegible]ই শান্তি সুখ লাভ করিতে পারিবে। যিনি প্রথম আসিবেন তিনিও সাবধান হন এবং শেষের ব্যক্তিও নিরাশ হইবেন না।”

এইকথা বলিবার পর যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম অগ্রসর হইবার অধিকার পাইয়াছিল সে সর্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী রাজার জীবন বাছিয়া লইল; কিন্তু সে এত হঠকারী এবং অনবধান ছিল যে ভাল করিয়া জীবনটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল না। তাহা হইলে দেখিত যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে নিজের সন্তান সন্ততিকে ভক্ষণ করিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে যখন সে ইহা বুঝিতে পারিল তখন সে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং বুক চাপড়াইতে লাগিল—কিন্তু ইহার জন্য নিজেকে দোষী না করিয়া নিয়তি এবং ভাগ্যকে দোষ দিতে লাগিল। এ লোকটি স্বর্গ হইতে আসিয়াছিল। পূর্বজন্মে সে একটি সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্যে বাস করিত; সেখানে নিজের চিন্তা ব্যতিরেকেই তাহার জীবন মন্দ কার্য ত্যাগ করিয়া ভাল অভ্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ‘এর’ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, যাহারা এইরূপ মন্দ জীবন বাছিয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকেই স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী ছিল। ইহারা কখনও কষ্টের পরীক্ষাতে পড়ে নাই। যাহারা পাতাল হইতে আসিয়াছিল তাহাদের বেশির ভাগই হঠকারিতা করে নাই—তাহারা নিজের এবং পরের শাস্তিভোগ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। বেশীরভাগ লোককেই দেখা গেল যে যাহারা পূর্বে উত্তম জীবন যাপন করিয়াছিল তাহারা এবার অধম জীবন বাছিয়া লইল এবং অন্যেরা তাহার বিপরীত। ‘এরের’ বর্ণনা শুনিয়া ইহাই প্রতীয়মান হইল যে যাহারা ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে অভ্যস্ত এবং সংসারের পথে যখনই পা বাড়াইয়াছে তখনই ইষ্টানিষ্ট বিবেক অনুসারে চলিয়াছে, তাহারা

যখনই তাহাদের জীবন বাছিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে তখনই এমন জীবন পছন্দ করিয়াছে যাহাতে তাহারা মর্ত্যলোকে সুখ ত পাইয়াছেই পরন্তু তাহারা তাহাদের আসাযাওয়ার পথ কঠিন ও বন্ধুর না পাইয়া সুগম এবং সুখদায়ক পাইয়াছিল।

'এর' বলিয়াছিলেন যে এই জীবন বাছিয়া লইবার ব্যাপার একসঙ্গে হাসি কান্না এবং বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। সাধারণতঃ লোকেরা তাহাদের পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মে অর্ফিউস নামে পরিচিত ছিল সে একটি রাজহংসের জীবন বাছিয়া লইল। পূর্বজন্মে স্ত্রীলোকরা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া সে আর স্ত্রীলোকের উদরে জন্ম লইতে রাজি ছিল না। থামীরাসের আত্মা নাইটিঙ্গেল পক্ষীর জীবন বাছিয়া লইল। একটি রাজহংস মানুষের জীবন পছন্দ করিল। ২০ নম্বরের আত্মা ছিলেন টেলামন পুত্র আজাক্স, তিনি সিংহের জীবন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আসিলেন ট্রোজান যুদ্ধের বীর আগামেম্নন্। তিনিও মনুষ্য-জীবনে ধিক্কৃত হইয়াছিলেন এবং একটি বাজপাখীর জীবন বাছিয়া লইলেন। অডিসিউস্ (Odysseus) আসিলেন, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটি লোক-চক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত অজ্ঞাত নগণ্য লোকের জীবন বাছিয়া লইলেন—পূর্ব জন্মের ঘটনাবহুল জীবন তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করিয়াছিল।

এইরূপে সকলেই যখন নিজের নিজের জীবন বাছিয়া লইয়াছে তখন তাহারা ল্যাকেসিসের নিকট উপস্থিত হইল। ল্যাকেসিস প্রত্যেককে তাহার নির্বাচিত ভাগ্যকে সংগে দিলেন। এই ভাগ্য তাহাদের আজীবন সঙ্গী হইবে। প্রথমে তাহারা (ভাগ্যেরা) তাহাদিগকে বর্তমানের দেবী ক্লোথোর নিকট লইয়া গেল এবং ক্লোথোর হস্ত এবং ঘূর্ণায়মান তকলির মধ্যবর্তী স্থান দিয়া চলিল, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার পর ভাগ্যগুলি আত্মাদিগকে ভবিষ্যতের দেবী আট্রোপোসের কাছে

লইয়া গেল, তাহাতে তাহাদের নির্বাচন অপরিবর্তনীয় হইয়া গেল— এবং আত্মাগুলি নিয়তির সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এইবার তাহারা বিস্মৃতির ধূলিধূসর উষ্ণ মরুভূমির মধ্যদিয়া চালিত হইল। সন্ধ্যা হইলে তাহারা বিরক্তির নদীতীরে উপনীত হইল এবং তৃষ্ণার তাড়নে সেখানকার জল পান করিয়া পূর্ব কথা সমস্ত বিস্মৃত হইল। মধ্যরাত্রে বজ্রপাত ও ভূকম্পনের মধ্যদিয়া আত্মাগুলিকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় আকাশে উড়াইয়া লইয়া গিয়া প্রত্যেকের নূতন জন্ম আরম্ভ হইল। 'এর' বিরক্তির জল পান করেন নাই কিন্তু কিরূপে এবং কোন পথে যে তিনি পুনরায় স্বদেহে উপস্থিত হইলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। কেবল তিনি জানেন, প্রত্যুষকালে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন তিনি চিতার উপর শায়িত রহিয়াছেন।

এই ভাবেই কাহিনীটি রক্ষা পাইল, নষ্ট হইল না। এবং আমরাও যদি এই কাহিনীতে নিহিত সাবধান-বাণীতে অবহিত হই তাহা হইলে আমরাও রক্ষা পাইব। তাহা হইলে বিস্মরণের নদী পার হইলেও আমাদের আত্মা কলুষিত হইবেনা। আমার উপদেশ যদি সকলে গ্রহণ করে এবং আমরা আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া বিশ্বাস করি এবং সকল পাপের, সকল পুণ্যের আধার বলিয়া জানি তাহা হইলে আমরা চিরদিন উর্দ্ধদিকের পথ ধরিয়া চলিব এবং জ্ঞানের সহিত ন্যায়পরতার চর্চাতে অবহিত হইব। তাহা হইলে আমরা পরস্পরকে ভালবাসিব এবং দেবতারাও আমাদিগকে প্রেম করিবেন। কেবল এ জীবনে নহে— যখন আমরা খেলার শেষে খেলার পুরস্কার লাভ করিব, তখনও আমাদের সেই সহস্র বৎসরের পর্যটনে আমরা চিরকালই জয়যুক্ত হইব।

প্লেটোর রিপাবলিক পুস্তকের অনেকগুলি ইংরাজী তর্জমা আছে, তাহার মধ্যে Davies & Vaughan-এর টাই প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা সুপাঠ্য। বিশেষজ্ঞদিগের মতে এইটিই সর্বাপেক্ষা যথাযথমূলানুবর্তীও বটে।

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট
বা সিকান্দার সাহ

(খৃঃ পূঃ ৩৫৬-৩২৩)

ম্যাকেডনের যুবক নরপতি আলেক্‌জাণ্ডার কিরূপে দরায়ুস ও ক্ষয়র্শের গ্রীস আক্রমণের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন এবং বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে বিজিত করিয়া ঈজিপ্ট, এশিয়া মাইনর, পারস্য এবং ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন সে এক রোমহর্ষণ কাহিনী। তিনি প্রথমে গ্রীসের নগরগুলি একে একে নিজের পদানত করেন এবং তেত্রিশ বৎসরে মৃত্যুর সময় দরায়ুসের সমস্ত সাম্রাজ্য ব্যতিরেকে গ্রীস এবং মাকেডন লইয়া এক প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এবং যদিও তিনি কোনও পুত্র রাখিয়া না যাওয়াতে তাঁহার রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করিয়া লন, তথাপিও তাঁহার বিজয়ের কয়েক শত বৎসর পরেও আমরা সমস্ত সভ্য জগতে গ্রীক সভ্যতার বিস্তারের প্রমাণ পাইতেছি। খ্রীঃ পূঃ ৫৩ সনে ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বপারে কারহি শহরে (Carrhae) রোমের কন্‌সাল ক্রাশাশের (Crassus) মুণ্ড কাটিয়া একটা গ্রীক নাটকের (ইউরিপিডিসের বাক্কী) অভিনয়ে ব্যবহার করা হইয়াছিল। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সীরিয়ার পালমাইরা শহরে রাণী জেনোবিয়া এবং তাঁহার মন্ত্রী লঙ্গাইনাস গ্রীক ভাষায় পুস্তক লিখিতেছেন দেখা যায়। আর ঈজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়ার ত কথাই নাই। সেখানে গ্রীক বিদ্যা, গ্রীক দর্শন, বহুকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। দার্শনিক পণ্ডিতানী অধ্যাপিকা হাইপেসিয়াকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রীস্টীয় ধর্ম-

যাজকগণ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া এখানকার গ্রীক শিক্ষার বিনাশ সাধন করেন। ভারতবর্ষেও গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন তক্ষশীলা ও মথুরার বুদ্ধ মূর্তি, গান্ধার ভাস্কর্য, সাঁচীতে গ্রীক স্থাপত্য। গ্রীস ও ভারতের আদান প্রদানের আরও প্রমাণ বেসনগরে (পুরাতন বিদিশা) হেলিয়োডোরাস নামক গ্রীকের প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ (খ্রীঃ পূঃ ১৪০)। অবশ্য ইহার জন্য গ্রীসের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রাণবত্তাই দায়ী। বড় বড় রাজারাজড়ারা পথ নির্মাণ করিতেই পারেন; সে পথ দিয়া কে এবং কি বস্তু আনাগোনা করিবে তাহার জন্য অন্যেরা দায়ী।

মাকেডন বা মাসিডোনিয়া রাজ্য গ্রীসের উত্তরভাগে অবস্থিত। এখনও ইহার অনেকটা গ্রীসদেশের বাহিরে বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত। ইহার অধিবাসীরা খাস গ্রীক ছিলনা এবং গ্রীকদিগের দ্বারা কতকটা বর্বর এবং অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এ অশ্রদ্ধার কারণও ছিল এবং সেইজন্যই ফিলিপ এবং তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডারের মনেও এ সম্বন্ধে কিছু ক্ষোভ ছিল। ফিলিপ (খৃঃ পূঃ ৩৮২-৩৩৬) নিজে গ্রীসে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা হইয়া মাকেডনকে যথাসম্ভব গ্রীক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দরবারে গ্রীক ভাষা চলিত করিয়াছিলেন এরং অনেক জ্ঞানী-গুণীকে আহ্বান করিয়া দেশের সভ্যতা গ্রীসের সহিত সমপর্যায়-ভুক্ত করিতে চেষ্টিত হন। তাঁহার রাজবৈদ্য ছিলেন আরিস্টটলের পিতা। এবং প্লেটোর মৃত্যুর পর যখন আরিস্টটল আথেন্স হইতে চলিয়া আসেন তখন ফিলিপ, স্বীয় পুত্র আলেকজাণ্ডারের জন্য আরিস্টটলকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন ১৩ বৎসর। চারি বৎসর ধরিয়া আলেকজাণ্ডার আরিস্টটলের শিক্ষাধীনে থাকেন এবং চিরকালই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। আরিস্টটলের বিজ্ঞানের গবেষণার

জন্য আলেকজাণ্ডার প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। এবং দেশবিদেশ হইতে নতুন নতুন জীবজন্তু এবং গাছগাছড়ার নমুনা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। আরিস্টটলের শিক্ষার গুণে তাঁহার মনে গ্রীক কাব্যপ্রীতি বদ্ধমূল হইয়াছিল—তিনি জয়যাত্রায় বাহির হইয়াও বরাবর তাঁহার শিক্ষকের নিজের হাতে নোট লেখা একখণ্ড হোমারের ইলিয়ড্ সংগে রাখিতেন, রাত্রে বালিশের নিচে ইহা তাঁহার ছোরার পার্শ্বে রক্ষিত হইত।

সালামিস্ যুদ্ধে পারস্য আক্রমণ প্রতিহত হইবার পর গ্রীসে এক মহান্ গৃহযুদ্ধ বাধে। একদিকে স্পার্টা এবং অন্যদিকে আথেন্স নিজ নিজ দলভুক্ত অন্যান্য নগর-রাজ্য লইয়া ২৭ বৎসর ধরিয়া (৪৩১-৪০৪) পরস্পর যুদ্ধ করে এবং এই যুদ্ধে আথেন্সের পরাজয় হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সঙ্কটের কালই আথেন্সের বিদ্যা, জ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলার চরম উন্নতির সময়। এই সময়ই সোক্রাটিস, পেরিক্লিস, প্লেটো, থিউকিডিডিস্, ফিডিয়াস, ঈসকাইলাস, সফোক্লিসের কাল।

তাহা হইলেও এই যুদ্ধে গ্রীসের নগর-রাজ্যগুলির রাজনৈতিক বল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং ম্যাকেডনের -রাজা ফিলিপ যখন সমস্ত গ্রীস স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, তখন ডেমোস্থিনিসের আবেগময়ী বক্তৃতা তাঁহাকে বিশেষ বাধা দিতে পারিলনা। কিন্তু তাঁহার ইপ্সিত কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করিবার পূর্বেই ফিলিপের মৃত্যু হয়। আলেকজাণ্ডারের বয়স তখন ২০ বৎসর। ফিলিপের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গ্রীসে মহা উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল। ডেমোস্থিনিস ত আনন্দাতিশয্যে ফিলিপের আততায়ীকে মুকুট দিয়া পুরস্কৃত করিবারই প্রস্তাব করিলেন। সকলেই ভাবিলেন এই বিংশ বর্ষীয় বালক তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে একেবারেই অপারগ হইবে। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সকলের ভুল ভাঙ্গিল। আলেকজাণ্ডার নিজ রাজধানীতে ষড়যন্ত্রকারীদের মুণ্ড

কাটিয়া গ্রীসে রওনা হইলেন এবং অতি শীঘ্রই থীবসে উপনীত হইলেন। গ্রীক শহরগুলি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হুড়াহুড়ি লাগাইয়া দিল এবং তলেতলে পারস্যের সাহায্যের জন্য লোক পাঠাইল। গ্রীস ছাড়িয়া আলেকজাণ্ডার প্রথমে নিজ রাজধানী পেল্লা ফিরিয়া সেখান হইতে উত্তরে ইলিরিয়া দেশে বিদ্রোহ দমন করিয়া পুনরায় গ্রীসে ফিরিলেন। এবার তিনি থীবস শহর জ্বালাইয়া দিলেন এবং ইহার সমুদয় নগরবাসীকে দাসরূপে বিক্রীত করিলেন। এইবার আথেন্স ও অন্যান্য শহরের চৈতন্য হইল; কিন্তু আলেকজাণ্ডার থীবস্‌কে যে শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহার জন্য লজ্জিত হইয়া অন্য শহরগুলিকে করুণার সহিত ব্যবহার করিলেন, এমনকি ডেমোস্থিনিসকে পর্যন্ত ক্ষমা করিলেন। যাহা হউক, এই দ্বিতীয়বার স্পার্টা বাদে আর সমস্ত গ্রীসের বশ্যতা গ্রহণ করিয়া ৩৪৪ সালে আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডোনিয়াতে ফিরিয়া গেলেন এবং সেনাপতি এণ্টিপেটারকে গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়া পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া পারস্য বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

গ্রাণিকাসে তিনি প্রথম পারস্য সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদের পরাজিত করিলেন। সেখান হইতে আইওনিয়া গিয়া সেখানকার গ্রীক শহরগুলিকে বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে স্বায়ত্বশাসন দিয়া তিনি ইসাস্ নামক স্থানে তৃতীয় দরাযুসের সম্মুখীন হন। এ যুদ্ধেও তাঁহার জয়লাভ হয় এবং পারস্য সম্রাট পলায়ন করেন। তাহার পর সীডান, টায়ার, জেরুসালেম জয় করিয়া আলেকজাণ্ডার ঈজিপ্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঈজিপ্সীয়গণ আলেকজাণ্ডারকে পারস্যের দাসত্ব হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল; তিনিও আমন দেবের মন্দিরে পূজা দিয়া ফ্যারাওদিগের প্রাচীন মুকুট ধারণ করিলেন। ঈজিপ্ট ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পত্তন করিলেন। তিনি ইহা ব্যতীত আরও বহু স্থানে অনেক

আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করিয়াছিলেন, যথা, ভারতবর্ষের পশ্চিমে তিনটি স্থানে ; সেগুলি বাঁচে নাই।

আবার এশিয়াতে ফিরিয়া তিনি তৃতীয় দরায়ুসের বিরাট সেনার সম্মুখীন হন—আরবেলার নিকট গুয়াগামেলার যুদ্ধক্ষেত্রে। এযুদ্ধে তাঁহার জয় হয় এবং দরায়ুস পলায়নরত অবস্থায় হত হন। আলেকজাণ্ডার রাজধানী ব্যাবিলনে যাইয়া সেখানকার মন্দিরে পূজা দিলেন এবং সেখান হইতে অন্য রাজধানী সুসাতে (Susa) গিয়া নগরের অধীবাসীদিগকে অভয় দিয়া কেবল রাজকোষের অর্থ গ্রহণ করিয়া কতক স্বীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং কতক এশিয়ার পারস্যাধীন গ্রীক নগরগুলিতে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের বলিয়া পাঠাইলেন, পারস্য-সম্রাটকে আর তাহাদের ভয় করিবার কারণ নাই। এইবার তিনি পারস্যের তৃতীয় রাজধানী পারসিপলিসে উপস্থিত হইলেন—এ শহর কিন্তু তিনি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন এবং নগরবাসীদিগকে তাঁহার সৈন্যদিগের লুঠ এবং অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন নাই।

এইখান হইতে তিনি পূর্বদিকে পারস্যের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে স্বীয় শাসন সুদৃঢ় করিবার আশায় গমন করিলেন। শোগডিয়ানা, আরিয়ানা, বাকট্রিয়ানা প্রদেশ বিনাযুদ্ধেই তাঁহার পদানত হইল।

৩২৭ সালে তিনি হিমালয় পার হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। তক্ষশীলা পর্যন্ত কেহই তাঁহাকে বাধা দেয় নাই, ঝিলাম নদীর তীরে পুরুজাজ তাঁহার অগ্রসরে প্রথম বাধা দিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পুরুরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি আরও পূর্বদিকে যাইবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা রাজী হইল না। তিনি সিন্ধুনদ ধরিয়া দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। সুদ্রক এবং মল্লব জাতীয় ব্রাহ্মণগণ আলেকজাণ্ডারকে বীর্যের সহিত বাধা দিয়াছিল। অধুনাতন কালের মুলতান শহরের নিকট তখনকার ঝিলাম ও চিনাব নদীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে মল্লব জাতির একটি

দুর্গ ছিল। এই দুর্গ বন্ধ দেখিয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার অভ্যাসমত দুইটি অনুচরের সহিত দড়ির সিঁড়ি দিয়া প্রাচীর লংঘন পূর্বক ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে ও দড়ির সিঁড়ি ছিঁড়িয়া ফেলে এবং আলেকজাণ্ডারকে প্রহারে জর্জরিত করে। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় এবং আলেকজাণ্ডারকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু চলৎশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে তাঁহার দুইমাস সময় লাগে। এবার তিনি সিন্ধু নদের মোহনাতে আসিয়া কতক সৈন্য নীয়ার্কাসের অধ্যক্ষতায় জলপথে এবং নিজে বাকী সৈন্যদল লইয়া সমুদ্রোপকূল দিয়া স্থলপথে সুসাতে প্রত্যাগমন করেন। সেকালকার সমুদ্রযাত্রা আজকালকার মত অত কঠিন ছিল না। ঐতিহাসিকরা লিখিতেছেন পঞ্জাবের জঙ্গল হইতে কতিপয় বৃক্ষ কাটিয়া নীয়ার্কাস তাঁহার অর্ণবপোতগুলি সহজেই প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাহা হউক মরুভূমির মধ্য দিয়া আলেকজাণ্ডারের সুসায় প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত কষ্টের হইয়াছিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাঁহারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র সৈন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং মরুভূমির উত্তাপে প্রাণ হারাইয়াছিল। কাহিনী আছে, এই সময়ে একদিন বহু কষ্টে আলেকজাণ্ডারের জন্য একপাত্র পানীয়জল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধারণ করা হয়। আলেকজাণ্ডার সে পাত্রটি সৈন্যদিগের সম্মুখে মরুভূমির বালুর উপর উল্টাইয়া দেন। এই জন্যই তো আলেকজাণ্ডারের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দের সহিত প্রাণ দিয়াছে। নয় বৎসর পরে পারস্য রাজধানী সুসাতে ফিরিয়া তিনি সাম্রাজ্য পালনে মনোনিবেশ করিলেন। পারস্য সম্রাটের সাম্রাজ্য পালন পদ্ধতি তাঁহার মনঃপূত হইল এবং তিনি সুসা এবং বাবিলন এই দুই রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক বড় বড় পারসিক অমাত্যদিগকে তাহাদের কার্যে বহাল রাখিলেন এবং যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার পারসিক

জীবনযাত্রা প্রণালী এবং পারসিক সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তিনি গ্রীক ও পারসিক সভ্যাতার মিশ্রণে উদ্ভূত এক সার্বভৌম সভ্যতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। গ্রীক অপেক্ষা পারসিকেরা চিরকালই অধিক মার্জিতরুচিসম্পন্ন এবং ব্যবহারে ভদ্র ছিল। গ্রীকেরা অর্থলোলুপ এবং স্বার্থপর ব্যবসাদারের জাতি ছিল। কত বড় বড় গ্রীক সেনাপতি ও রাজ্য শাসক যে পারস্যরাজগণের সহিত নিজের দেশের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ এই পুস্তকের প্রথম দিকে দেওয়া হইয়াছে। কোনও পারসিক কখনও নিজের দেশের বিরুদ্ধে গ্রীসের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে কিংবা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গ্রীসে আশ্রয় লইয়াছে তাহার কোনও খবর পাওয়া যায় না। সোক্রাটিসের শিষ্য জেনোফনের লিখিত আনাবেসিস গ্রীক ভাষায় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দশ হাজার ব্যবসাদার গ্রীক সৈন্য জেনোফনের কর্তৃত্বাধীনে পয়সার লোভে পারস্যের গৃহযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং তাহাদের দল পরাজিত হইলে লুঠতরাজ করিতে করিতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল—আনাবেসিস তাহারই কাহিনী। আর হোমারের অডিসিউস অটোলিকাস নামক প্রসিদ্ধ চোরের দৌহিত্র—চালাকি এবং মিথ্যাবাদিতার জন্য প্রখ্যাত ও সমাদৃত। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শঠচূড়ামণি (master of wiles) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

যাহা হউক, আলেকজাণ্ডার তাঁহার পারস্য প্রীতিতে একটু বেশী দূর গিয়াছিলেন। গ্রীক পোষাক ত্যাগ করিয়া পারসিক পোষাক ত ধারণ করিলেনই তারপর স্থির করিলেন যে গ্রীস ও পারস্যের মিলনের প্রকৃষ্ট উপায় পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রথা। এই কথা মনে করিয়া তিনি তাঁহার সেনাপতিদিগকে পারসিক সুন্দরীদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে আদেশ দিলেন এবং পথ দেখাইবার জন্য নিজেই

একদিনে দুই পারসিক রাজকন্যার (তৃতীয় দারায়ুসের কন্যা স্তাতিরা 'Statira') এবং তৃতীয় আর্তক্ষয়র্শের কন্যা পরিশাতিসের (Parysatys) পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বে তিনি ব্যাকট্রিয়ার রাজকন্যা রক্ষণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। থাইস প্রভৃতি উপপত্নীদিগের কথা ধর্তব্য নয়। যেদিন তাঁহার এই দুই বিবাহ হইল সেদিন তাঁহার ৮০ জন সেনাপতিও পারস্যসুন্দরীদিগকে বিবাহ করিলেন। পারস্যের কন্যাগণ যে সুন্দরী ছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের দ্বিমত নাই। আলেকজাণ্ডার এই ৮০টি সুন্দরীকে উপযুক্ত যৌতুক দিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বামীদিগের ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি গ্রীস দেশ হইতে আগত লোকদিগকে পারস্যে বসবাস করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে তিরিশ সহস্র পারসিক সৈন্যকে গ্রীক পদ্ধতিতে সামরিক এবং অন্য শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করিলেন। এ পর্যন্ত এক রকম চলিয়াছিল ভালই। কিন্তু সম্রাট মদ্যপান ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন এবং দরবারে পারসিক নিয়ম অনুসারে প্রত্যেককে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন। না করিলেই মস্তক ছেদন। তাঁহার পূর্বগুরু আরিস্টট্‌লের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্যালিস্‌থেনিস, যিনি রাজকীয় ঐতিহাসিক রূপে তাঁহার বিজয় অভিযানে বরাবর সঙ্গী ছিলেন, তিনিও এই অপরাধে একদিন মস্তক হারাইলেন। এইবার তাঁহার গ্রীক সভাসদ এবং সেনাপতিদিগের মধ্যে কিছু অসন্তোষ দেখা দিল। সে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইল যখন তিনি গ্রীকদের নিকট নিজেকে জিউসের পুত্র বলিয়া প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক ইহার অল্প কিছুকাল পরে ব্যাবিলন শহরে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে ৩২৩ সালে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে এই অসাধ্য সাধনকারী বীর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিনিসিয়া

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্তস্থিত উপকূলে অল্প পরিসর উর্বরাজমি আছে। তাহার পূর্বেই পাহাড়শ্রেণী ও মরুভূমি। ইহার উত্তরে এশিয়ামাইনর ও দক্ষিণ-পূর্বে ঈজিপ্ট। এইস্থানের উত্তর অংশকে সাধারণতঃ সিরিয়া ও দক্ষিণ অংশকে প্যালেস্টাইন বলা হয়। সিরিয়ার দক্ষিণ অংশ আজকাল লেবানন রাজ্য এবং প্যালেস্টাইনের কতক অংশ আজকাল ইজ্রেল রাজ্য এবং বাকীটা জর্ডন। এই সমস্ত অঞ্চলে পূর্বকালে অনেক সভ্য জাতি বাস করিত। সিরিয়ার আনটিঅক (ইহা আজকাল তুরস্কের অন্তর্গত), আলেপ্পো, দামাস্কাস এবং মরুভূমির মধ্যস্থিত পালমাইরা শহরের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আবার দক্ষিণে প্যালেস্টাইন ইহুদি জাতির জন্মস্থান। বাইবেল গ্রন্থের পুরাতন ভাগে তাহাদের অনেক ইতিহাস, কাব্য, ধর্মোপদেশ ও কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ আছে। সিরিয়ার উপকূলে অধুনা যে স্থানটুকুতে লেবানন রাজ্য অবস্থিত মোটামুটি সেই স্থানেই ফিনিসিয়ানদিগের দেশ ছিল। ইহাদের দুই বড় বড় শহর সিডন এবং টায়ার। ইহাদের নাম আজিও ম্যাপে দেখিতে পাইবেন—যদিও নাম দুইটি ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখা, কারণ স্থানগুলির আধুনিক নাম সাইদু ও সুর। সমুদ্রের ধারে এই দুইটি শহর ফিনিসীয়দের প্রধান বন্দর ছিল। ফিনিসীয় জাতির নাম হেরোডোটাসে পাওয়া যায়—বাইবেলেও বহুস্থানে আছে।

ফিনিসীয়েরা নাবিকের জাতি এবং ব্যবসাদার জাতি ছিল। গ্রীসে চিরকালই কিম্বদন্তী ছিল যে তাহাদের নিকট হইতেই গ্রীসে লিখন প্রণালী এবং অক্ষর ও লিখিবার কাগজ পেপাইরাস্ আসিয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এ সমস্তই ফিনিসীয়েরা ঈজিপ্ট হইতে গ্রীসে চালান করিয়াছিল। ফিনিসীয়েরা যে দক্ষ

নাবিক ছিল সে কথা হেরোডোটাসে বর্ণিত তাহাদের আফ্রিকা পরিক্রমা হইতেই বুঝা যায়। ভাল নাবিকের প্রয়োজন হইলে ঈজিপ্টে তাহাদেরই ডাক পড়িত। সমস্ত ভূমধ্যসাগরের কূলে কূলে ইহারা নৌকা লইয়া ব্যবসা করিয়া বেড়াইত। এবং নানা বন্দরে নিজেদের ঘাঁটি তৈয়ার করিয়াছিল। মল্টা দ্বীপ, সিসিলি দ্বীপ, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া দ্বীপে তাহাদের উপনিবেশ ছিল—তা ছাড়া স্পেনের কাডিজ, ফ্রান্সের মার্সেলস্ এবং আফ্রিকাতে সিসিলির অপর পারে কার্থেজ শহর (বর্তমানে টিউনিস্)। এই শহর প্রাচীনকালে মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে এখানকার বীর হানিবালের আক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রসঙ্গেই বলিতে গেলে আমরা রোমের ইতিহাসের প্রথম পরিচয় পাই। এবং ১৪৬খ্রীঃ পূঃ সালে কার্থেজ ধ্বংস করিবার পরেই রোমের পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ১৪৬ সালেই রোমকদিগের গ্রীসদেশ বিজয় এবং গ্রীক ইতিহাসের সমাপ্তি। রোম অবশ্য তখনও সাধারণতন্ত্র। জুলিয়াস সীজারের তারিখ—১০০ হইতে ৪৪ সাল এবং তাঁহার মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পরে অগাস্টাসের রাজ্যাভিষেক এবং রোমক সাম্রাজ্যের আরম্ভ। পৃথিবীর সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে ফিনিসীয়দিগের কোনও মৌলিক দানের খবর পাওয়া যাইতেছে না। সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে যদি কিছু করিয়াও থাকে তাহা কার্থেজের ধ্বংসের সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। তবু ইহারা সভ্য জাতি ছিল এবং সভ্যতা বিস্তারে ও প্রসারে ইহারা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল। ইহাদের সহিত তুলনীয় কারিগর, নাবিক এবং সদাগরের জাতি আধুনিক ইংরেজ। ইংরেজেরা সেকস্পীয়ারের কবিত্ব, নিউটনের গণিত এবং স্টিম এঞ্জিন দিয়াছে, শুধু সভ্যতার বিস্তার এবং প্রসার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই। অবশ্য দার্শনিক চিন্তা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ইংরাজদের মৌলিকদান নগণ্য।

আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া

সিরিয়া হইতে পূর্বদিকে মরুভূমি পার হইয়া আসিলে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর দ্বারা ধৌত দেশ মেসোপোটেমিয়া। এ দেশের নামটির মধুরতা চিরকাল বিখ্যাত। প্রথমে ইউফ্রেটিস নদী—আরও পূর্বে আসিলে টাইগ্রিস। দুই নদী এক সঙ্গে মিশিয়া পারস্য উপসাগরে পড়িয়াছে। এদেশ এখন ইরাক রাজ্য। ইহারই উত্তর দিকটা আসিরিয়া এবং দক্ষিণ অংশে ব্যাবিলোনিয়া ছিল। ইউফ্রেটিস্ নদীর ধারে ব্যাবিলন, ব্যাবিলোনিয়ার রাজধানী—পরে ইহা পারস্যের রাজধানী হয় এবং এখানে আলেকজাণ্ডার মারা যান। আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে টাইগ্রিস নদীর ধারে অবস্থিত ছিল—ব্যাবিলন হইতে অনেকটা উত্তরে আধুনিক মসুলের ওপারে। এ দেশ সেকালে এখনকার অপেক্ষা সবুজ এবং উর্বরা ছিল [প্রাচীন পারস্যের রাজধানীর মধ্যে সুসা ও পারসিপলিস এখন ইরান রাজ্যভুক্ত। ব্যাবিলন ইরাকের এবং এশিয়া মাইনরের সার্দিশ তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত। নিনেভেও ইরাকের অন্তর্গত।] আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার কথা বহুকাল হইতে কিম্বদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছে। বাইবেলে ইহাদের কথা খুবই আছে। নিনেভে এবং ব্যাবিলন ইহুদীদিগকে বহু কষ্ট দিয়াছে। হেরোডোটাসেও ইহাদের কথা আছে। কিন্তু হেরোডোটাস কিছু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ব্যাবিলনকে আসিরিয়ার অন্তর্গত মনে করিয়াছিলেন—এবং আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তেমনি তিনি মীড ও পারসিক এ দুটি কথাও পরস্পর প্রতিশব্দ মনে করিয়াছিলেন। আসলে অবশ্য মীডিয়া এবং পারস্য ভিন্ন দেশ—মীডিয়া উত্তরে ও পারস্য দক্ষিণে। দুই দেশবাসীই আর্য এবং একই

ধর্মাবলম্বী ছিলেন—কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বিরোধ ছিল। মীডিয়েরাই প্রথমে অধিক পরাক্রান্ত ছিলেন কিন্তু পারসিক ক্ষুরুশ বিদ্রোহ করিয়া জয়ী হন এবং মীডিয়া ও পারস্য একীভূত করিয়া হাকামানিশ বংশের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়াতেও কতকটা সেইরূপ ঘটনা হয়। ব্যাবিলোনীয়রাই প্রাচীনতর এবং সভ্যতর জাতি। খ্রীঃ পূঃ ৬৮৯ সালে আসিরীয়গণ তাহাদের পরাস্ত করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করে—কিন্তু অবশেষে ব্যাবিলনরাজ নেবুপোলাসার মীড রাজ উবক্ষত্রের (Cyaxares) সাহায্যে আসিরিয়াকে দমন করেন এবং নিনেভে শহর ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়েন (৬১২)। ইঁহার পুত্র ঈজিপ্ট-বিজয়ী দ্বিতীয় নেবুকাড্রেজার পরমপ্রতাপে রাজত্ব করেন এবং প্যালেস্টাইন জয় করিয়া ইহুদিদিগকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ৩০ বৎসর পরে পারস্যসম্রাট ক্ষুরুশ ব্যাবিলন বিজয় করিয়া আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া পারস্যরাজ্যভুক্ত করেন (৫৩৯ সাল)।

হেরোডোটাস ব্যাবিলনের ইতিবৃত্ত লিখিতে গিয়া একটী কৌতুকজনক ভুল করিয়াছেন। তিনি ব্যাবিলনের মহাপ্রতাপশালী নৃপতি নেবুকাড্রাজারের নাম একেবারেই করেন নাই, অধিকন্তু নিকোট্রিস নামে এক রাণীর নাম করিয়াছেন। তাঁহাকে ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

আসিরিয়া ব্যাবিলোনিয়ার কতিপয় তারিখ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

খ্রীঃ পূঃ ২১২৩—২০৮১ প্রথম ব্যাবিলনীয় সম্রাট হামুরাবি
বা খাম্মুরাবি

১৭৪৬—১১৬৯ কাশাইট রাজগণ।

১৪৬১—ব্যাবিলনের কাশাইট (আর্য) নরপতি বুরা-বুরিয়াশ

১২৭৬—আসিরিয়ার রাজা শালামানেসের

৮৮৪—৮৫৭ আসিরিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আশুর নাসির পাল

৮৫৯—৮২৪ আসিরিয়ার তৃতীয় শালামানেসের

৮১১—৮০৮ আসিরিয়ার রাণী সাম্মুরামাত বা সেমিরামিস্

৭৯৫—৬৮১ আসিরিয়ার সম্রাট সেন্নাচেরিব (ইনি ব্যাবিলন জয় করেন ৬৮৯)

৬৬৯—৬২৬—আসিরিয়ার সম্রাট আশুরবানিপাল (সার্ডানাপালাস)

৬২৫—ব্যাবিলন সম্রাট নাবোপোলাসার (চ্যালডিয়ান বংশ) ব্যাবিলন রাজ্য পুনরায় স্বাধীন করেন

৬১২—নিনেভেহ্ ধ্বংস

৬০৫—৫৬২—দ্বিতীয় নেবুকাড্রেজার ব্যাবিলন সম্রাট

৫৩৯—পারস্যসম্রাট ক্ষুরুশের ব্যাবিলন জয়

৩৩১—আলেকজ্যাণ্ডারের ব্যাবিলন জয়

৩৩০—আলেকজ্যাণ্ডারের পারস্য বিজয়

ব্যাবিলনীয়দিগের প্রাচীনতম যে দলিল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে খ্রীঃ ১৯০২ সালে সুসাতে প্রাপ্ত ডিয়োরাইট প্রস্তরে লিখিত হামুরাবী বা খাম্মুরাবী রাজার প্রবর্তিত আইন। ইহা প্যারিসে লুভ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পাথরটির উপরিভাগে খোদিত ছবিতে সূর্যদেব শামাশের সম্মুখে হামুরাবি দণ্ডায়মান—দেবতা তাঁহাকে লিখিত ধর্মশাস্ত্র দান করিতেছেন। "আনু এবং বেল দেবতাগণ আমাকে হামুরাবিকে, ডাকিলেন অন্যায় এবং অসাধুদিগকে দমন করিতে এবং বলবানকে দুর্বলের উপর অত্যাচার করিতে বাধা দিবার জন্য।"

মেসোপোটেমিয়া দেশে নানা স্থানে খনন করিয়া বহুতর আঁচড়কাটা প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। জেনারেল রলিন্‌সনের প্রদর্শিত উপায়ে সেগুলি পাঠ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

এদেশে তখনও কাগজে কলম দিয়া লেখা প্রবর্তিত হয় নাই
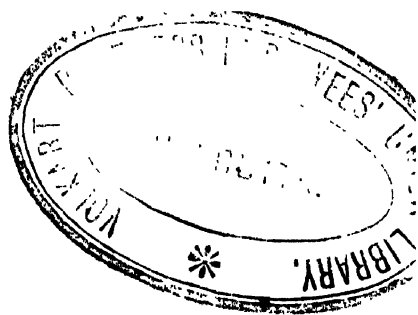
রলিন্‌সন্‌
জেনারেল হেনরি রলিন্‌সন্‌
১৮১০—১৮৯৫

হয় পাথরে খোদা নচেৎ মাটির থালাতে তিনকোণা কাঠি দিয়া লেখা পাত রৌদ্রে বা অগ্নিতে সেঁকিয়া রাখা খাপরা। এইরূপ পোড়ান খাপরা বা টালি ৩০,০০০ খানা সুসার নিকট একস্থানে পাওয়া যায় এবং সেগুলি লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে পড়া হইতেছে। এগুলি পড়িয়া বোঝা গেল যে, এই খাপরাগুলি একটি গোটা লাইব্রেরি।

আসিরীয় নরপতি আশুরবানিপাল এই লাইব্রেরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে তখনকার বহু প্রাচীন ব্যাবিলনীয় দলিল-দস্তাবেজ, রাজাদিগের কাহিনী, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও গণিত পুস্তক, কবিতা কাহিনী, নকল করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহা ভিন্ন আসিরীয় ইতিহাস ইত্যাদি ত ছিলই। এই লাইব্রেরির যতই পাঠ উদ্ধার করা যাইতেছে ততই আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া সম্মন্ধে জ্ঞান বাড়িতেছে। এই আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় লেখার পাঠ উদ্ধারের কথা পূর্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। খ্রীঃ ১৮০২সালে জার্মান প্রফেসার গ্রোটফেণ্ড দাবী করেন যে তিনি পারস্যে প্রাপ্ত কিউনিফর্ম-খাপরার লেখায় ব্যবহৃত ৪২টি অক্ষরের মধ্যে রাজাদিগের নামে ব্যবহৃত ৮টি অক্ষর পড়িতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর খ্রীঃ ১৮৩৫সালে ইংরেজ সেনানী রলিন্‌সন একটা পারসিক দলিলে সম্রাট বিশ্‌তস্‌প, দারায়ুস এবং ক্ষয়র্শের নাম পড়িতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে অন্য অক্ষরগুলিও পড়েন এবং দলিলটির অর্থ উদ্ধার করেন। ইহার পর তিনি বেহিস্থানে মাটি হইতে ৩০০ ফুট উপরে পাহাড়ের গায়ে একটি লেখা খোদিত দেখিতে পান। উহা তিন ভাষায় লেখা একটি রাজকীয় ঘোষণা। তাহার মধ্যে একটি ভাষা তাঁর পূর্বেকার পঠিত প্রাচীন পারসিক। তাহাতে তিনি বুঝিলেন ঘোষণাটি সম্রাট দরায়ুসের বিজয় ঘোষণা এবং বাকি দু'টি লেখা নিশ্চয়ই সেই ঘোষণার অন্য ভাষায় অনুবাদ। এ দু'টি ভাষা আসিরীয় ও ব্যাবিলোনীয়। ১২ বৎসর পরিশ্রমের পর খ্রীঃ ১৮৪৭সালে এই দুই ভাষা তিনি বুঝিতে পারিলেন

এবং তাঁহার যুক্তি অন্য পণ্ডিতেরাও মানিয়া লইলেন। যতই দিন যাইতেছে এবং নূতন নূতন লিখিত মৃত্তিকাফলক পাওয়া যাইতেছে ততই রলিনসনের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতেছে। ফলকগুলিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া ব্যাবিলোনীয় এবং আসিরীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং শব্দকোষও বহুতর মিলিয়াছে। সেগুলি পড়িয়া ভাষাগুলি সম্বন্ধে আধুনিকদের জ্ঞান বর্ধিত হইয়াছে।

ব্যাবিলনের সাহিত্যের নিদর্শন

গিলগামেশ (**Gilgamesh**) কাব্য। দুইভাগ দেবতা এবং এক ভাগ মানব বীর গিলগামেশ। তাঁহার সুঠাম শরীর, ক্ষমতা অসীম, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, যুবক যুবতী যে তাঁহার সমীপবর্তী হয় সেই তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার নির্দেশে কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণ ঈষ তার দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করায় এঙ্গিডু নামক এক বীরের সৃষ্টি হইল—কিন্তু গিলগামেশ তাহাকে প্রথমে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রেমের দ্বারা জয় করিলেন। ঈষ্ তার দেবী তখন গিলগামেশকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু গিলগামেশ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবী রুষ্ট হইয়া আর কিছু করিতে না পারিয়া বন্ধু ইঙ্গিডুর মৃত্যু ঘটাইলেন। তাহার পর গিলগামেশ মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিবার জন্য কত প্রকার অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং কত দেবদেবতাদিগের সাহায্য পাইয়া এঙ্গিডুকে মৃত্যুর রাজ্য হইতে ক্ষণেকের জন্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এসকল কাহিনীর বর্ণনা আছে। এঙ্গিডু তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "না, সব কথা আমি তোমাকে বলিতে পারিব না। আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি সে সকল কথা যদি তোমাকে বলি তাহা হইলে ভয়ে তুমি মূর্ছা যাইবে।"

একটা কবিতা এই প্রকার ঃ—

শোনো বন্ধু, আমার মনের কথা শোন।
মানুষে বড়লোক তাকেই বলে যে হত্যা করিতে পটু।
নিষ্পাপ দরিদ্রলোককে মানুষ গ্রাহ্য করে না।
অন্যায়কারী মন্দলোকের দোষস্খলন করিতে সকলেই ব্যস্ত
ভাললোক যিনি ভগবানের ইচ্ছা বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহাকে
কেহই সমাদর করে না।
দরিদ্রের অন্নমুষ্টি বলবান ছিনাইয়া লয়
তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই।
বলবানের বল বৃদ্ধি করিতে সকলেই ইচ্ছুক
দুর্বলকে নিষ্পেষিত করিতে ও তাহাকে
খেদাইতে কাহারও দুঃখ নাই।

*   *   *   *   *

আসিরীয় সম্রাট আশুর-বাণী-পাল লিখিতেছেন ঃ—"আমি, আশুর-বাণী-পাল, নাবু দেবের জ্ঞান লাভ করিয়াছি, মৃত্তিকা ফলকে কিরূপে লিখিতে হয় তাহা আমি শিখিয়াছি। আমি ধনুর্বিদ্যা, অশ্ব ও শকট চালনা শিখিয়াছি। কিরূপে লাগাম ধরিতে হয় তাহা জানি। এনুর্ট ও নের্গাল দেবেরা আমাকে বীর এবং বলিষ্ঠ করিয়াছেন। আমি সকল বিদ্যা শিখিয়াছি। মন্দিরে এবং প্রাসাদে গিয়া আমি পাঠ করিয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি। বিদ্বানদিগের সভায় আমি উপস্থিত হইয়াছি। আকাশের তারকা দেখিয়া জ্যোতিষের বিচার করিয়াছি। কঠিন কঠিন গুনন এবং ভাগ আমি করিয়াছি। সুমের (**Sumer**) এবং আক্কাদ (**Akkad**) ভাষার কঠিন এবং সুন্দর লেখা আমি আবৃত্তি করিতে পারি। ঘোড়ার বাচ্চাকে আমি পোষ মানাইতে পারি। তীর এবং বর্শা ছুড়িতে পারি। শিক্ষিত সারথীর মত রথ চালাইতে পারি। বেতের ঢাল বুনিতে পারি। সকল পণ্ডিতের

পাণ্ডিত্য আমার নখদর্পণে। আবার নরপতির কর্তব্য সম্বন্ধেও আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। রাজকীয় পথে আমি চলিয়াছি।”

*　　*　　*　　*　　*

ব্যাবিলনে জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদের চর্চা হইয়াছিল। জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহগুলি সম্বন্ধে তাহারা অনেক কথা জানিয়াছিল। জলের ঘড়ি ও সূর্যঘড়ি দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত। বারোমাসে বৎসর গণনা, চার সপ্তাহে মাস, বার ঘণ্টায় দিন এবং একঘণ্টায় ষাট মিনিট এ সকলই ব্যাবিলনের দান।

*　　*　　*

ব্যাবিলনের রাজাদিগের মধ্যে নেবুকাড্রেজার II প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার ঈজিপ্ট ও প্যালেস্টাইন বিজয় প্রসিদ্ধ। তিনি ব্যাবিলন শহর সুন্দরভাবে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। ইটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ৫৬ মাইল দেওয়াল দিয়া পরিবেষ্টিত। শহরের মধ্যে সাততলা উঁচু স্তম্ভ ও মন্দির (Tower of Babel)। মীডীয় রাজ (Cyaxares) উবক্ষত্রের কন্যা ছিলেন তাঁহার পাটরাণী—তাঁহারই মনোরঞ্জনের জন্য তিনি শহরের উপকণ্ঠে যে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা Hanging Garden of Babylon নামে গ্রীকেরা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে গণনা করিত।

*　　*　　*

খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ হইতে খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে কাশাইট নামক এক আর্য জাতি ব্যাবিলনে রাজত্ব করে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যশ বা সূর্য দেব। মারুত্তস্ ছিলেন বায়ুর দেবতা—সংস্কৃতে মারুত। ইঁহারা উত্তরে মিট্টানি জাতীয় আর্যদিগের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিলেন ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। ইঁহাদের রাজাদিগের মধ্যে বর্ণরুরারিয়াশ, কষ্টিলিয়াশ, কর-ইন্দাশ,

ইত্যাদি। অবশ্য মিট্টানি রাজাদিগের নাম, যথা, শৌশ্যতরক্ষত্র, অর্ত্ততামা, শুতর্ণ, তুষরথ, বেশী সংস্কৃত ঘেঁষা এবং মিট্টানিরা সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কাশাইটদিগের শিল্প, বা সাহিত্যের নিদর্শন এখন পর্যন্ত বিশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই।

* * *

দেখা যাইতেছে খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আনাটোলিয়াতে মিট্টানি ও ব্যাবিলোনিয়াতে কাশাইটগণ আর্যধর্ম ও আর্যভাষা ব্যবহার করিতেছেন—তাহাদের পূর্বদিকে আর্য মীডগণের ইতিহাস খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে রাজা উবক্ষত্র হইতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা এবং পারসিকেরা আর্যধর্ম ও আর্যভাষা চিরকালই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এ দেশের নামই ত "আইরান" বা আর্যদেশ। বেহিস্থান পর্বতগাত্রে দারায়ুসের ঘোষণার ভাষা অনেক পরিমাণে সংস্কৃতের অনুরূপ। জেন্দ আবেস্তার ভাষাও সংস্কৃত হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। জরথুস্ত্রের ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই শাখা বিশেষ। যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত **The Ethical Conception of the Gatha** এবং **Haug's Religion of the Parsis** পড়িয়া দেখিবেন। আর পারস্যের পূর্বেই আমাদের ভারতবর্ষ। এই লাইনের দক্ষিণ এবং পশ্চিমে সেমিটিক জাতি। ফিনিসীয়, ইহুদি, প্রাচীন ব্যাবিলনীয় জাতি সেমিটিক বলিয়া ধরা হয়। ঈজিপ্ট দেশীয়েরা কোন্ জাতি ছিল বলা যায় না—তবে তাহারা আর্য জাতীয় ছিল না নিশ্চয়।

বেহিস্থান পর্বতগাত্রে দারায়ুসের ঘোষণা

ঘোষণাটী তিন ভাষায় লেখা। পারসিক, সুসীয় বা আসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয়। একই কথা তিন ভাষায় লেখা আছে। পারসিক অংশের আরম্ভ এই প্রকার। পাঠক দেখিবেন সংস্কৃতের কত কাছা-কাছি। খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর এই লেখা।

অ দ আ র য় ব উ ষ

ক ষ অ খ

ক ষ য় অ র ষ অ

“অদম দারায়াবৌস ক্ষয়থিয় বজ্রক
[আমি দারায়ুস রাজা মহান্।]

ক্ষয়থিয় ক্ষয়াথিয়ানাং ক্ষয়থিয়
[রাজা রাজাদিগের। রাজা।]

পারসয়ি ক্ষয়াথিয়া দাহ্যনাম্
[পারস্যের। রাজা প্রদেশগুলির।]

বিস্তাস্পাহ্যা পুত্র আরসামাহিয়া
[বিস্তাস্পের পুত্র। আরসামার]

নপা হকামনিস্য।
[পৌত্র। হকামনিসবংশীয়।]

থাত্যি দারায়াবৌস্ ক্ষয়থিয়
[বলিতেছেন দারায়ৌস রাজা]
মনা পিতা বিস্তাস্প বিস্তাস্পাহ্যয়
[আমার পিতা বিস্তাস্প। বিস্তাস্পের]
পিতা আরসামা— আরসামাহ্য
[পিতা আরসামা— আরসামার]
পিতা আরিয়ারম্না আরিয়ারম্নাহ্য
[পিতা আরিয়ারম্না আরিয়ারম্নার]
পিতা চিস্পিস্। চিস্পৈস্
[পিতা চিস্পিস্। চিস্পিসের]
পিতা হাখামনিস্।”
[পিতা হাখামনিস্।]

“আমার বংশে আমার পূর্বে আটজন রাজা হইয়াছিলেন, আমি নবম্ (অদম্ নবম) আহুরা মাজদার কৃপাতে আমি রাজা হইয়াছি। আউরা মাজদা আমাকে রাজা করিয়াছেন।” [বস্না ঔর মজ্দাহ অদম্ ক্ষয়থিয়। আম্যি ঔরমজ্দা ক্ষত্রম্ মনাক্রাবর]

ঔরমজ্দার কৃপায় আমি এই এই প্রদেশের (ইমাঃ দাহ্যবঃ) রাজা হইয়াছি—পারস্য, সুসিয়ানা, বাবিলন, আসিরিয়া, আরব, ইজিপ্ট (মুদ্রায়া) সমুদ্রের দ্বীপসকল, সার্দিস্ (স্পার্দা) ইয়োনিয়া, মীডিয়া, আর্মানিয়া, কাপাডোসিয়া, পার্থিয়া, ড্রাঙ্গিয়ানা, আরিয়া, কোরাস্সিয়া, ব্যাক্ট্রিয়া, সগ্দিয়ানা, গান্দারা, সিথিয়া, (সক) সাতাগিদিয়া, আরাকোসিয়া, মাকা, সর্বসমেত ২৩টী।”

তাহার পর তিনি কি ভাবে গৌমাতার **(false Smerdis)** বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন এবং তাহার পর সুসিয়ানা এবং ব্যাবিলন জয় করিয়াছিলেন মীডিয়া, আর্মেনিয়া, মার্গিয়ানা, সাগার্তিয়া পার্থিয়া, আরাকোসিয়া এবং পার্সিয়াতে একাধিক বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন

এবং নয়জন রাজাকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন এই সকল বিবরণ দিয়া বলিতেছেন ঃ—

"ঔরমাজ্‌দার করুণা অনুসারেই আমি বরাবর কার্য করিয়াছি। আমার এই ঘোষণা অতঃপর যে কেহ পাঠ করিবে সে যেন আমার কথায় বিশ্বাস করে। ইহাকে মিথ্যা মনে করিও না। ঔরমাজ্‌দাহ আমার সাক্ষ্য, ইহা সমস্ত সত্য, মিথ্যা নহে। এ সকল কার্যই আমি করিয়াছি। ঔরমাজ্‌দা আমার সহায় হইয়াছিলেন এই কারণে যে আমি দুর্জন বা দুরাচার ছিলাম না, আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম না, স্বেচ্ছাচারী ছিলাম না। ধর্ম অনুসারেই আমি রাজ্যশাসন করিয়াছিলাম।"

গ্রীস আক্রমণের কথা এ ঘোষণাতে কিছু নাই। সিন্ধুদেশ বিজয়ের কথাও নাই। সে সকল পরের ঘটনা। তবে একথা লিখা আছে যে তিনি আরো অনেক কিছু করিয়াছিলেন যাহাদের কথা তিনি লিখিতেছেন না পাছে পরবর্তীকালের লোকে তাহা অসম্ভব ও মিথ্যা মনে করে।

পর্বতগাত্রে খাড়া ৩০০ ফুট উচ্চে ঘোষণাটী লিখিত। মধ্যে স্থলে একটী প্রকাণ্ড ছবি খোদাই আছে। দারায়ুস (৫ফুট ৮ ইঞ্চি) তাঁহার বাম পদ ভূপতিত গোমাতার বুকের উপর রক্ষিত করিয়াছেন।
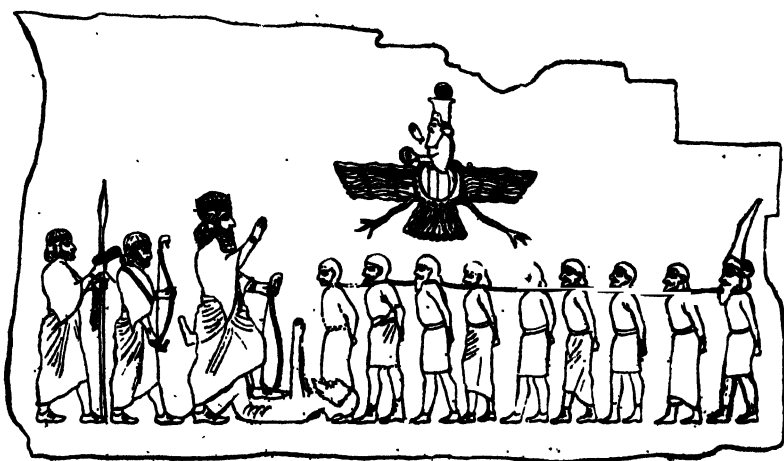
গৌমাতার পশ্চাতে রজ্জু-বদ্ধ-গ্রীব একের পর এক নয়টী বিপ্লবকারী রাজা। প্রত্যেক ছবির নিচে বা উপরে নাম ও পরিচয় আছে—তিন ভাষাতেই। পারসিকে "অদম্ দারায়াবৌস্"—"ইয়ং গৌমাতা" ইত্যাদি। দারায়ুসের পশ্চাতে দুইটী অনুচর—ধনুক ও বর্শা হস্তে। সর্বোপরি আহুরা মাজদাদেব বিরাজমান। মুখে সাদা গোঁফ দাড়ি, মস্তকে শিরস্ত্রাণের উপর অষ্ট-কোণবিশিষ্ট চক্র, শরীর হইতে সূর্যরশ্মি এবং বিদ্যুৎ ঝলকাইতেছে, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত, বামহস্তে গৃহীত বলয় বা পুষ্পমুকুট।

বেহিস্তান জায়গাটি বাগদাদ হইতে টেহেরান যাইবার সড়কে হামাদান (এখানেই মীডিয়ার রাজধানী এক্‌বাটানা ছিল) হইতে ৬৪ মাইল পশ্চিমে। দক্ষিণ-পূর্বে কারমনেশাহ্ শহর। **British Museum** হইতে প্রকাশিত **The Sculpture & Inscriptions of Darius the Great at Behistun, edited by King & Thompson** পুস্তকে ছবি এবং সমস্ত ঘোষণাটির তিন ভাষার অনুলিপি এবং তর্জমা আছে। বেহিস্তান ব্যতীত পারস্যের আরো নানা স্থানে হকামনিশিয় নৃপতিগণের ভাস্কর্য, ঘোষণা ও লিপি খোদিত আছে। ক্মুরুশ ও কাম্বোজীয়ের রাজধানী পাসার-গাডিতে ক্মুরুশের স্মৃতিস্তম্ভের উপর তিন ভাষাতে লেখা আছে—"আমি ক্মুরুশ নরপতি হকামনিস্ বংশীয়।" [অদম্ কুরুশ, ক্ষয়থিয়, হখামনিশিয়] দারায়ুস্ পার্সিপলিসে রাজধানী স্থানান্তর করিয়াছিলেন। পার্সিপলিশ হইতে পাসারগাডি ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সেখানে পর্বত গাত্রে তাঁহার, ক্ষয়র্সে'র এবং পরবর্তী সম্রাটদিগের কবর আছে এবং স্থানে স্থানে কিছু লেখাও পাওয়া গিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের পরে

আলেকজাণ্ডার ৩৩ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি কোনও পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই। কথিত আছে মৃত্যুকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল কাহাকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছুক, তাহাতে তিনি উত্তর দেন, 'যে সর্বাপেক্ষা বীর সেই আমার সাম্রাজ্য পাইবে।' কার্যত কোন এক বীরশ্রেষ্ঠ উপস্থিত হন নাই এবং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ তাঁহার সাম্রাজ্য আপসে বণ্টন করিয়া লন। ম্যাসিডন এবং গ্রীস আন্টিপেটারের ভাগে পড়ে। ঈজিপ্ট টলেমির এবং এশিয়ার বিশাল সাম্রাজ্য পান সেলিউকাশ নিকেটার।

সেলিউকাশ তাঁহার রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই পূর্বদিকে বাধা পাইলেন। ভারতবর্ষের লোকেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা গ্রীক আক্রমণের ফলে প্রথম একতাবদ্ধ হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর ভারতের প্রথম ক্ষমতাশালী রাজা হইয়া পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সেলিউকাশকে তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বসীমানা সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য করেন। সিন্ধুনদীর পশ্চিমে ভারতের যে অংশ পূর্বে পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল সে অংশ ত ছাড়িতে হইলই, অধিকন্তু আফঘানিস্থান এবং বেলুচিস্থানও সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তকে ছাড়িয়া দেন এবং নিজের কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দেন। ইহার পর গ্রীক এবং ভারতীয় নরপতিদিগের মধ্যে বহুকাল সদ্ভাব ছিল এবং বহু গ্রীক ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসিয়া ছিল—কেহ কেহ হিন্দুধর্ম গ্রহণও করিয়াছিল ; তাহার প্রমাণ বিদিসা বা বেস্-নগরের স্তম্ভ—কেহ কেহ এ দেশে ভাস্করের কার্য করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ গান্ধার-ভাস্কর্য এবং কেহ কেহ ভারতীয়

রাজগণের টাঁকশালে কার্য করিয়া সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনে সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু খাস ভারতবর্ষে গ্রীক সাম্রাজ্যের বিস্তারের চেষ্টা মৌর্যযুগে অন্ততঃ সফল হয় নাই—যদিও সেলিউকাশ বংশের আন্টিওকাস III একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষে মৌর্যশাসন দুর্বল হইয়া পড়িলে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা ডেমিট্রিঅস্ ভারতবর্ষের কিছু অংশ দখল করিতে সমর্থ হন। তাহার পর আরও দু'চারিটি গ্রীকরাজার মুদ্রা পাওয়া যায় যাঁহারা এদেশে আসিয়া বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের খবর মজুমদার, রায়চৌধুরী এবং দত্তের ভারতের ইতিহাসে পাইবেন। রাজারাজড়াদিগের কথা বাদ দিলে একটি বিষয় মনে রাখিবার যোগ্য এবং সেটি এই যে আলেকজাণ্ডার ও নিয়ার্কাস যে স্থলপথ ও জলপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই দুই পথে মুসলমান যুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য ও পর্যটকদিগের গমনাগমন অব্যাহত ছিল।

পারস্যে সেলিউকাস বংশের রাজত্ব খ্রীঃ পূঃ ২৪৭ সালে অবসান হয়। আর্সাসেস্ নামক এক ইরাণী সর্দার ঐ বৎসরে সেলিউকিড রাজ্যশাসককে হত্যা করিয়া পারস্যে আর্সাসিড বা পার্থীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা জাতিতে ইরাণী ছিলেন কিন্তু নামে জোরোথুষ্ট্রিয় ধর্মাবলম্বী হইলেও গ্রীকসভ্যতা ও গ্রীক ভাষার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদেরই রাজত্বকালে জুলিয়াস সীজারের সেনাপতি ক্রাশাশ্ কার্‌হি শহরে প্রাণ হারাণ এবং তাঁহার মুণ্ড একটি গ্রীক নাটকের অভিনয়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পার্থীয়দিগের পর পারস্যে সাসনীয় বংশের রাজত্ব। ইঁহারা খাঁটি জোরোথুষ্ট্রিয় ছিলেন এবং খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত রোমক সম্রাটদিগের যুদ্ধ-বিগ্রহ বরাবর চলিয়াছিল। সেলিউকাসের পারস্যের পশ্চিমদিগের সাম্রাজ্য অর্থাৎ আনাটোলিয়া, সীরিয়া ও

প্যালেস্টাইনে ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন রাজত্বের পত্তন হয়। ইহাদের মধ্যে এশিয়ামাইনরে পার্গামাম এবং সীরিয়ার পালমাইরা বহুকাল ধরিয়া গ্রীক সভ্যতার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল। এই সকল রাজ্য নিজেদের মধ্যে এবং ঈজিপ্টের সহিত দলাদলি করিয়া শক্তিহীন হয় এবং কালক্রমে রোম সাম্রাজ্যের কবলিত হয়।

আলেকজাণ্ডারের পর ইটালীতে রোম শহর ক্রমশ বীর্যবান হইয়া উঠে। একটি শহরের অধিবাসীরা কিরূপে একটি সামরিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইল এবং আস্তে আস্তে তাহাদের শাসন দেশময় বিস্তৃত করিল, সে এক গৌরবময় ইতিহাস। সমস্ত ইটালী তাহাদের করতলগত হইবার পর—সিসিলী দ্বীপে তাহারা গ্রীক এবং কার্থেজে ফিনিসীয়দিগের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কার্থেজ তখন বলবান শক্তিশালী রাজ্য—স্পেনের অনেকখানি, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং সিসিলির পশ্চিমভাগ তাহাদের রাজ্যভুক্ত। ইহারা সেমিটিক জাতি ছিল—নাবিক ও ব্যবসায়ী। বাল, আস্টার্টি, মোলোক নামক দেবদেবীর উপাসক ছিল। স্পেন অধিকার করিয়া ইহারা সেখানকার স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহের খনি চালনা করে। রোমের সহিত ইহাদের অনেকদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের নাম পিউনিক অর্থাৎ ফিনিসীয়-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ সকল যুদ্ধে কার্থেজের বীর হানিবল (**Hannibal**), হাস্‌দ্রুবাল (**Hasdrubal**), হামিলকার (**Hamilcar**) এবং রোমের রেগুলাস (**Regulus**), সিপিও, (**Scipio**) ফেবিআস (**Fabius**), ও কেটো (**Cato**) বিখ্যাত হন। হানিবলের প্রকাণ্ড সেনাদল লইয়া স্পেন ও ফ্রান্সের উপকূল দিয়া ইটালি প্রবেশ এবং প্রায় কুড়ি বৎসর যুদ্ধের পর খ্রীঃ পূঃ ২০২ শালে পরাজয়, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধের ফলে কার্থেজ সাম্রাজ্য—বিশেষ করিয়া স্পেন, রোমের দখলে আসে। তাহার পর রোমকগণ গ্রীস এবং ম্যাসিডন জয় করিতে চেষ্টা করেন। বিরোধের কারণের

অভাব ছিল না। সিসিলিতে গ্রীকদিগের উপনিবেশ ছিল, সেখানে সংঘর্ষ। (সাইরাকিউসে আর্কিমিডিস রোমক সৈন্য দ্বারা নিহত হন ২১২ খ্রীঃ পূঃ) তারপর পিউনিক যুদ্ধে ম্যাসিডন হানিবালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিল—ইহারও প্রতিশোধ দেওয়া প্রয়োজন।

খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ সালে এক সঙ্গে রোমের আদেশে কার্থেজ এবং গ্রীসের করিন্থ শহর অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং দেশব্যাপী হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কার্থেজের ধ্বংস অতি বীভৎস ব্যাপার—এ শহর চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং এ দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা বাকী ছিল তাহারা ক্রীতদাসদাসীতে পরিণত হয়।

গ্রীস বড় দেশ; ইহাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নাই এবং ইহার সভ্যতা সম্বন্ধে রোমীয়গণের বরাবরই মনে মনে কিছু শ্রদ্ধা ছিল। কাজেই গ্রীস হইতে ক্রীতদাস আনাইয়া রোমের বড়লোকেরা নিজেদের এবং নিজেদের পুত্রকন্যাদের গ্রীক শিখাইতে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ স্থান আথেন্সকে যথাসম্ভব দাসত্বের অপমান হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহা হইলেও গ্রীস এবং ম্যাসিডনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ সালে লোপ পাইল এবং ইহারা রোমের প্রদেশরূপে গণ্য হইল।

তারপর ঈজিপ্টের পালা। ঈজিপ্ট বিজয়ের সহিত ক্লিওপাট্রা সুন্দরীর রোমান্টিক বিয়োগান্ত কাহিনী জড়িত আছে।

ষষ্ঠ টলেমির মৃত্যু হয় খ্রীঃ পূঃ ১৪৫ সালে। তাহার পর হইতেই রোম ঈজিপ্টের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। আলেকজাণ্ড্রিয়াতে একদল রোমীয় সৈন্যদলও মোতায়েন হয়। একাদশ টলেমি তাঁহার বালকপুত্র দ্বাদশ টলেমি এবং অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকা কন্যা ক্লিওপাট্রাকে রাখিয়া খ্রীঃ পূঃ ৫১ সালে মারা যান—বালক বালিকা একসঙ্গে রাজা ও রাণী হয় এবং রাজকার্য ষড়যন্ত্রকারী

মন্ত্রীদিগের হাতে গিয়া পড়ে। এই অবস্থায় ফার্সালাসের (Pharsalas) যুদ্ধে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জুলিয়াস সীজার আলেকজাণ্ড্রিয়াতে উপনীত হন। সীজারের পৌঁছিবার পূর্বেই ঈজিপ্টের মন্ত্রীর আদেশে পম্পীর মুণ্ড কাটা হয়, যদিও সীজার সেই কাটামুণ্ড দেখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। সীজার রাজধানীতে পৌঁছিয়া ক্লিওপাট্রাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজধানীর ষড়যন্ত্রের ভয়ে ক্লিওপাট্রা গোপনে আসিলেন কার্পেটের বাণ্ডিলের মধ্যে মুটের মাথায়। রাণীকে দেখিয়া সীজারের চক্ষুস্থির। অল্পস্বল্প কিছু যুদ্ধ করিয়া একবার সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার দিয়া (বার্ণার্ডশ'র সীজার ও ক্লিওপেট্রা দ্রষ্টব্য) সীজার ঈজিপ্টে ক্লিওপাট্রার শাসন সুদৃঢ় করিলেন এবং নিজেও সেখানে রহিয়া গেলেন প্রায় এক বৎসর। খ্রীঃ পূঃ ৪৭ সালে যখন তিনি রোমে পৌঁছিলেন তখন সঙ্গে ক্লিওপাট্রা এবং তাঁহাদের শিশুপুত্র সীজারিয়ন। সীজারের বিরুদ্ধে রোমের ষড়যন্ত্রকারীদিগের ইহাও একটা অভিযোগ ছিল। খ্রীঃ পূ° ৪৪ সালে জুলিয়াস সীজারকে হত্যা করিলে ক্লিওপাট্রা পুত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এবার আণ্টনির পালা। সীজারের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইল—লেপিডাস পাইলেন আফ্রিকা (উত্তর পশ্চিম উপকূল), সীজারের নাতি ও পোষ্যপুত্র অকটেভিয়ান (অগাস্টাস) পশ্চিম ইউরোপ এবং আণ্টনি পূর্বদেশ। আণ্টনি টার্সাসে পৌঁছিয়া ক্লিওপাট্রাকে তলব করিলেন। টার্সাস ভূমধ্যসাগরের উত্তরপূর্ব কোণে—এশিয়া মাইনরের সিলিসিয়া প্রদেশে (সেণ্টপলের সহিত ইহার নাম বিজড়িত)। ক্লিওপাট্রা সখীমণ্ডলী পরিবৃতা হইয়া ভীনাসদেবীর বেশ পরিধান করিয়া বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে দাঁড় বাহিত সোনা-রূপা-মখমল-গালিচা-মণ্ডিত নৌকা করিয়া আণ্টনির নিকট যখন উপস্থিত হইলেন—তখন আণ্টনির চক্ষুস্থির। তাহার পরের

কাহিনী শেক্‌সপিয়ারের আণ্টনি ও ক্লিওপাট্রাতে দ্রষ্টব্য। দশ বৎসর ধরিয়া আণ্টনি আলেকজাণ্ড্রিয়াতে আটক রহিলেন, ক্লিও-পাট্রাকে বিবাহও করিলেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইল।

খ্রীঃ পূঃ ৩২ সালে অকটেভিয়ান ক্লিওপাট্রার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—আণ্টনি ও ক্লিওপাট্রা ৫০০ জাহাজ, এক লক্ষ ভূমিসেনা, এবং ১২০০ অশ্বারোহী লইয়া সমুদ্র পাড়ি দিয়া উত্তরে আসিলেন। আকটেভিয়ানও ৪০০ জাহাজ, ৮০,০০০ ভূমি সেনা এবং ১২,০০০ অশ্বারোহী লইয়া পূর্বদিকে পাড়ি দিলেন। ৩১ সালে আকটিয়ামে যুদ্ধ হইল, সে যুদ্ধে ঈজিপ্টের পরাজয় হইল। আণ্টনি ও ক্লিওপাট্রা আলেকজাণ্ড্রিয়াতে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার পর অকটেভিয়ানের আলেকজাণ্ড্রিয়াতে আগমন এবং আণ্টনির আত্ম-হত্যা। ক্লিওপাট্রা আর একবার অপর এক বীরের মন হরণে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ। প্রত্যাখ্যাত ক্লিওপাট্রা রাণীর সাজে সজ্জিত হইয়া বুকে একটি সাপ লাগাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অকটেভিয়ানের আদেশে আণ্টনি ক্লিওপাট্রাকে এক স্থানেই প্রোথিত করা হইল। ক্লিওপাট্রার সন্তানদিগের মধ্যে সীজার পুত্র সীজারিয়ন বেচারাকে হত্যা করা হইল ও আণ্টনির পুত্র কন্যাকে রোমে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অক্‌টেভিয়ান টলেমিদিগের সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করিয়া রোমে ফিরিয়া গিয়া অগাষ্টাস নামে প্রথম রোম সম্রাট নির্বাচিত হইলেন।

টলেমিদিগের শাসনকালে আলেকজাণ্ড্রিয়া মহা সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়। পূর্ব পশ্চিম হইতে পণ্যদ্রব্য আসিয়া এখানে কেনা বেচা হইত—এবং গ্রীস হইতে বিদ্বজ্জন সমাগমে ইহা গ্রীক বিদ্যা এবং সভ্যতার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কবি থিওক্রাইটাস্, গণিতজ্ঞ ইউক্লিড, আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। এখানকার গ্রন্থাগার বিখ্যাত ছিল। ইহার কিছু অংশ

জুলিয়াস সীজারের আক্রমণের সময় ভস্মীভূত হয়। রোমের অধিকারের পরেও বহুকাল আলেকজাণ্ড্রিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। **Neo-Platonism** নামক সাধনা এই স্থান হইতেই প্রচারিত হয়। তাহার বিষয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের **Eastern Religion and Western Thought** পুস্তকে পড়িয়া দেখিবেন। গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের পুস্তকের অভাব নাই। তবে **Will Durant** লিখিত **"Life of Greece"** এবং **"Caesar and Christ"** দুইখানি গ্রন্থ সত্যই উপাদেয়। পড়িলে যে আনন্দ পাইবেন ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

হোমারের ইলিয়ড

(খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দী)

চতুর্বিংশতি সর্গ

সভা ভঙ্গ হইল এবং যোদ্ধাগণ নিজ নিজ গোষ্ঠীর জাহাজে ফিরিয়া গেল। সকলেই সান্ধ্যভোজন এবং সুখনিদ্রার বিষয় চিন্তা করিতেছিল কিন্তু আকিলিস তাঁহার প্রিয় সঙ্গীর জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। যে নিদ্রা সকলকে বশীভূত করে তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। পাট্রোক্লাসের বীরত্ব এবং যৌবনের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন কেমন করিতেছিল এবং তাহার সঙ্গে যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া বিপক্ষীয় নরগণকে এবং সমুদ্রের তরঙ্গকে বশীভূত করিয়াছিলেন তাহার কথা তাঁহার মনে উঠিতে-ছিল। বড় বড় অশ্রুবিন্দু তিনি ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং একবার চিৎ একবার উপুড় হইয়া শুইলেন এবং এক একবার শয্যা ছাড়িয়া লবণাক্ত সমুদ্রের তীরে গিয়া অধীরভাবে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই রাত্র কাটিল এবং যখন সমুদ্র এবং উপকূল হইতে ঊষাদেবী উঠিয়া আসিলেন তখন তিনি তাঁহার শকটে অশ্বযোজনা করিলেন এবং হেকটরের দেহ শকটের পশ্চাতে বাঁধিয়া তিনবার মেনইটিয়সের মৃত পুত্রের সমাধির চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসিলেন এবং হেকটরকে ধূলায় মুখ করিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। কিন্তু আপোলোদেব হেকটরের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার শরীরে কোনও ক্ষত হইতে দিলেন না এবং আকিলিস যখন মৃতদেহ ধূলায় টানিয়া নিতেছিলেন তখনও দেবতা তাঁহার স্বর্ণময় বর্ম দ্বারা অলক্ষ্যে তাহা রক্ষা করিলেন।

এইভাবে ক্রোধ-পরবশ আকিলিস মহানুভব হেক্‌টরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ করিলেন কিন্তু দেবতারা ইহা দেখিয়া হেক্‌টরের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করিয়া আর্গাস-হন্তা মার্কারিকে মৃতদেহ অপসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন অন্য সকল দেব-দেবী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও হীরা (জুনো), পসাইডন এবং উজ্জ্বলাক্ষী কন্যা (আথেনি মিনার্ভা) ভিন্নমত প্রকাশ করিলেন। যেদিন আলেক্‌জানড্রস (পারিস) এই দুই দেবী অপেক্ষা ভিনাস্‌ (আফ্রোডাইট) দেবীকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন সেই দিন হইতেই পবিত্র ইলিয়াস ভূমি তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ এবং প্রায়ামের বংশ তাঁহাদের নিকট ঘৃণার পাত্রে পরিণত হইয়াছিল।

ইহার পর দ্বাদশ দিন গত হইলে ফিবাস-আপোলো অমর সভায় এই কথা বলিলেন, "হে দেবগণ আপনাদের হৃদয় অতি কঠিন ও নিষ্ঠুর। হেক্টর আপনাদের বেদীমূলে কত কত অক্ষত বৃষ ছাগের উরু আহুতি দিয়াছেন, কিন্তু আপনারা তাহার মৃতদেহটা পর্যন্ত উদ্ধার করিতেছেন না যাহাতে দাহের পূর্বে তাহার স্ত্রী তাহাকে একবার দেখিতে পায় এবং তাহার মাতা পুত্র এবং পিতা বৃদ্ধ প্রায়াম তাহাকে শেষবার দেখিয়া তাহার সৎকার এবং শ্রাদ্ধ করে। এদিকে নিষ্ঠুর আকিলিসকে আপনারা সহায়তা করিতেছেন, যদিও তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় একবিন্দুও ন্যায়সঙ্গত নহে। বন্য সিংহ যেমন মানুষের পালিত পশুদিগকে হিংসার তাড়নায় হত্যা করে আকিলিসও তাঁহার হৃদয়কে তেমনি নিষ্ঠুর তেমনি কঠোর করিয়াছেন, মনে তাঁহার একটু লজ্জাও রাখেন নাই। লজ্জা মানুষের অনেক সময় ক্ষতি করে বটে কিন্তু লজ্জা থাকাও দরকার। তিনি অবশ্য তাঁহার প্রিয় বন্ধুকে হারাইয়াছেন কিন্তু মানুষে তো তদপেক্ষা প্রিয়জনও হারায় যেমন সহোদর ভ্রাতা কিংবা পুত্র। তখনও তো মানুষ তাহার শোক সম্বরণ করে। মানুষের ভাগ্যবিধাতা তাহাকে সহ্য করিবার শক্তি তো দিয়াছেন। কিন্তু এই আকিলিস দেখুন হেক্টরকে প্রাণে বধ করিয়াও নিরস্ত হইতেছেন না, তাহার মৃত দেহকে তাঁহার ঘোড়ার পশ্চাতে বাঁধিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধুর সমাধির চারিদিকে টানিয়া নিতেছেন। ইহা কি তাঁহার যোগ্য কার্য? এই রকম করিয়া যদি তিনি মৃতদেহকে অপমান করেন তাহা হইলে যদিও তিনি ধার্মিক লোক তবু আমরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারি, ইহা তাঁহার মনে রাখা উচিত।"

এই কথা শুনিয়া শ্বেত-বাহুযুক্তা হীরা তাঁহাকে ক্রোধভরে বলিলেন, "আপনার একথা যুক্তিযুক্ত নয়, হে রৌপ্যধন্বা। আকিলিস আর হেক্টরকে সমান মান্য দেওয়া যাইতে পারে না। হেক্টর তো মানুষ এবং মানুষীগর্ভজাত কিন্তু আকিলিস দেবীপুত্র এবং সে দেবী আমারই পালিতা ছিল আমিই তাহাকে দেবদিগের প্রিয়তম মনুষ্য পেলিউসের সহিত বিবাহ দিয়াছিলাম এবং তাঁহার বিবাহে সকল দেবতাই যোগ দিয়াছিলেন, এমন কি আপনিও আপনার বীণা (লায়ার) লইয়া ভোজে যোগ দিয়াছিলেন, তবে মন্দলোকের সংসর্গেতেই আপনার অধিক রুচি এবং চিরকালই আপনি অবিশ্বাসী।"

দেবরাজ জিউ্স যিনি মেঘদিগকে একত্রিত করেন তিনি তখন হীরাকে এই উত্তর দিলেন, "হীরা, দেবতাদিগের প্রতি ক্রোধ করিও না। মানুষদিগের মান দেবতাদিগের সমান না হইলেও ইলিয়াসে যত লোক আছে তাহার মধ্যে হেক্টরই দেবগণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা

ভাল বাসিতাম, কারণ তিনি কখনও আমার পূজায় অবহেলা করেন নাই। আমার বেদীমূলে কখনও তাঁহার প্রদত্ত নৈবেদ্য পানীয় এবং ধূমায়িত বলির অভাব হইত না। কিন্তু বীর হেক্‌টরকে গোপনে অপসারণ করার কথা আমি বলিব না কারণ আকিলিসের মাতা তাঁহার নিকট সর্বদা অবস্থান করেন এবং আকিলিসকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে, কোনও দেবতা আমার নিকট থীটিসকে আসিতে বলুক। তাহাকে আমি পরামর্শ দিব কিরূপে আকিলিস প্রায়ামের নিকট উপহার গ্রহণে রাজী হন এবং হেক্‌টরকে ছাড়িয়া দেন।"

এই কথা শুনিয়া বায়ুগতি আইরিস এই আজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত বেগে বাহির হইয়া সামোথ্রিস্‌ দ্বীপ এবং পার্বত্য ইম্‌ব্রসের মধ্যস্থানে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। যেখানে তিনি পড়িলেন সমুদ্রের জলে গভীর গর্জন উত্থিত হইল এবং তিনি সজোরে শীশার পিণ্ডের মত সমুদ্রের তলায় পোঁছিয়া গেলেন। থীটিসকে সমুদ্রের তলে এক গুহাতে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার চতুর্দিকে সমুদ্রদেবীগণ বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিলেন—কারণ সে পুত্রের নিয়তি ছিল সুদূর প্রবাসে ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন। তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া বেগবতী আইরিস বলিলেন, "উঠুন, থীটিস, মৃত্যুহীন জ্ঞানের আকর জিউস আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

রজতচরণা থীটিসদেবী উত্তর করিলেন, "আমাকে সে মহান দেবতা ডাকিলেন কেন? আমার দুঃখের অন্ত নাই সেইজন্য আমি দেবতাদিগের সংসর্গ হইতে দূরে থাকি। কিন্তু তাঁহার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়, চল যাই।"

এই কথা বলিয়া দেবী একটি কৃষ্ণবর্ণ পোষাক ধারণ করিলেন এবং বায়ুগতি আইরিসের পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। সমুদ্রের জলরাশি তাঁহাদের সম্মুখে দ্বিধা বিভক্ত হইতে লাগিল। ডাঙ্গায় পোঁছিয়া তাঁহারা অমরাবতীতে যাত্রা করিলেন এবং শীঘ্রই দূরদর্শী ক্রোনস্‌-পুত্র জিউসের সান্নিধ্যে পোঁছিলেন এবং অমরবৃন্দবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট জিউসকে দেখিতে পাইলেন। আথিনী তাঁহাকে জিউসের পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। হীরা তাঁহার হাতে একটা স্বর্ণপাত্র দিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং তিনি পান করিয়া পাত্রটি ফিরাইয়া দিলেন। দেবমানবের পিতা তখন এই কথা বলিলেন, "তুমি মনে গভীর দুঃখ লইয়া অলিম্পাসে আসিয়াছ, তোমার দুঃখের কথা আমি জানি। তৎসত্ত্বেও কেন তোমাকে ডাকিয়াছি তাহা শোন। নয়দিন ধরিয়া দেবতাদিগের মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা চলিতেছে হেক্‌টরের মৃতদেহ এবং নগরধ্বংসকারী আকিলিসকে লইয়া। ইঁহাদের ইচ্ছা যে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মার্কারিকে পাঠাইয়া দেহটা অপহরণ করা হউক। কিন্তু শোন, আকিলিসকে

আমি কিরূপ সম্মানার্হ মনে করি এবং তোমার ভক্তিপ্রীতি আমার কতদূর কাম্য। যতশীঘ্র পার সৈন্যদলের মধ্যে গিয়া তোমার পুত্রকে আমার আদেশ জ্ঞাপন কর। তাহাকে গিয়া বলিবে যে দেবতাগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি হৃদয়ে ক্রোধ পোষণ করিয়া হেক্‌টরকে তাঁহাদের নৌকার নিকট রাখিতেছেন এবং ছাড়িয়া দিতেছেন না এবং ইহাও বলিবে যে আমিও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার ভয়ে যদি ছাড়িয়া দেন তাহা হইলেই মঙ্গল। এদিকে আমি আইরিসকে মহাচেতা প্রায়ামের নিকট পাঠাইতেছি—প্রায়ামকে আজ্ঞা করিবে যে, তিনি যোগ্য উপঢৌকনসম্ভার লইয়া আকাইয়ানদিগের নৌবহরে গমন করিয়া আকিলিসের নিকট হইতে তাহার পুত্রের দেহ উচিত ক্ষতিপূরণ দিয়া ফিরাইয়া আনিবেন।”

তিনি এই কথা বলিলে পর রজত-চরণা থীটিসদেবী তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ অলিম্পাস পর্বতশিখর হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পুত্রের কুটিরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি মহাদুঃখে ক্রন্দন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রিয় সহচরেরা তাঁহার চতুর্দিকে প্রাতর্ভোজনের বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং একটা বৃহৎ লোমযুক্ত মেষ বলি হইতেছে। দেবী তখন পুত্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং পুত্রের হস্তোপরি আদরের সহিত আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, “কতকাল আর বাছা তুমি শোকে মূহ্যমান থাকিবে এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবে? তোমার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, তোমাকে আর বেশীদিন জীবিত দেখিতে পাইব না তাহা কি তুমি জান না? আর, আমার কথা শোন, জীউসদেবের দূতরূপে আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, দেবতারা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি নিজেও বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তুমি ক্রোধপরবশ হইয়া হেক্‌টরকে তোমাদের নৌকার নিকট রাখিয়াছ এবং ছাড়িয়া দিতেছ না। আমার কথা শোন, উপযুক্ত মুক্তি-পণ লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দাও।”

ক্ষিপ্রপদক্ষেপক আকিলিস তখন বলিলেন, “আচ্ছা, যদি দেবরাজ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, মূল্য পাইলেই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে তবে তাহাই হইবে; যে কেহ মূল্য আনিবে সেই মৃতদেহ লইয়া যাইতে পারে।” অতঃপর সেই নৌকার বন্দরে মাতা ও পুত্র পরস্পর অনেক দিব্য কথোপকথন করিলেন। এদিকে ক্রোনসপুত্র জিউস আইরিসকে পবিত্র ইলিয়স যাইতে বলিলেন, “বাছা ক্ষিপ্রগামী আইরিস, অলিম্পাস পুরী ছাড়িয়া ইলিয়সে গিয়া মহাচেতা প্রায়ামকে বলিবে যে, তিনি যেন আকাইয়ানদিগের নৌকায় গিয়া তাঁহার পুত্রের দেহ উচিত

মূল্য দিয়া লইয়া আসেন এবং যাইবার সময় আকিলিসের জন্য এমন উপঢৌকন লইয়া যান যাহা দেখিয়া আকিলিসের মনে আনন্দ হয়। তিনি যেন একাই যান, অন্য কোনও ট্রোজান যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে না যায়। কেবল একটি প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে অশ্বতর ও গাড়ি চালাইয়া লইয়া যাইবে এবং হেক্‌টরের মৃতদেহ বহিয়া ফিরিয়া আনিবে। তাঁহার মনে মৃত্যু বা অন্য কোনও প্রকার ভয় রাখিবেন না কারণ আমরা তাঁহার রক্ষার্থে আর্গাস-হন্তা মার্কারিকে নিযুক্ত করিব—তিনিই তাঁহাকে আকিলিসের কুটীর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন। সেখানে পৌঁছিবার পর আকিলিসের হস্তে তাঁহার প্রাণহানি বা অন্য কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, কারণ আকিলিস জ্ঞানহীন বা অদূরদর্শী বা দুষ্টমতি নহেন, তিনি তাঁহার সমীপাগত প্রার্থীকে যোগ্য ব্যবহারই দিবেন।”

একথা শুনিয়া বায়ুগতি আইরিস তাঁহার আজ্ঞা পালনে বহির্গত হইলেন। প্রায়ামের গৃহে পৌঁছিয়া তিনি ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইলেন। পিতার চতুর্দিকে পুত্র কন্যারা তাহাদের পরিচ্ছদ অশ্রুসিক্ত করিতেছিল এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার আচ্ছাদনে মস্তক ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক এবং গ্রীবা কর্দমাক্ত ছিল, যখন তিনি ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার হস্ত কর্দমাক্ত হইয়াছিল। তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূগণ সারা গৃহ ক্রন্দনের শব্দে পরিপূর্ণ করিতেছিল; যেসকল বীরগণ আর-গাইভদিগের হস্তে প্রাণ হারাইয়া ভূতলে পড়িয়াছে তাহাদের কথা স্মরণ করিয়াই তাহারা কাঁদিতেছিল।

জিউস দূত প্রায়ামের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে এই কথা বলিলেন, “হে ডারাডানস-পুত্র প্রায়াম, মন হইতে দুঃখ দূর কর। আমাকে দেখিয়া বিচলিত হইও না—আমি কোনও অমঙ্গলের অগ্রদূত হইয়া আসি নাই। জিউসের দূতরূপে আমি আসিয়াছি। তিনি দূরে রহিয়াও তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, তুমি নিষ্ক্রয়-মূল্য দিয়া বীর হেক্‌টরকে ফিরাইয়া আন। আকিলিসের কাছে এমন উপঢৌকন লইয়া যাইবে যাহাতে তাহার মনে আনন্দ হয়। একাকী যাইবে। কোনও ট্রোজান যোদ্ধা তোমার সঙ্গী হইবে না—কেবল একটি বৃদ্ধ বাহক তোমার সঙ্গে শকটের অশ্বতরগুলি চালনা করিবার জন্য রাখিবে, সেই শকটে করিয়া হেক্‌টরের দেহ নগরে ফিরাইয়া আনিবে। মনে মৃত্যুভয় বা অন্য কোনও আশঙ্কা রাখিও না, তোমার পথপ্রদর্শকরূপে আর্গাস-হন্তা নিযুক্ত রহিবেন। তিনি তোমাকে আকিলিসের সান্নিধ্যে পৌঁছিয়া দিবেন আকিলিসের কুটীরে পৌঁছিবার পর তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই। কারণ আকিলিস তোমার প্রতি কোনও

অসদ্ব্যবহার করিবেন না। তিনি জ্ঞানহীন, অদূরদর্শী বা মন্দ স্বভাব নহেন, তিনি সমীপস্থ প্রার্থীকে ভদ্রতার সহিত রক্ষা করিবেন।"

একথা বলিয়া বেগবান আইরিস অন্তর্ধান হইলেন এবং প্রায়াম তাঁহার পুত্রগণকে তাঁহার মসৃণ চক্রবিশিষ্ট অশ্বতর শকট প্রস্তুত করিতে বলিলেন এবং তাহার সহিত বেতের গাড়িটা বাঁধিতে বলিলেন। বলিয়া তিনি নিজে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন—সেখানে বহু রত্নখচিত সুগন্ধপূর্ণ উচ্চ ছাত বিশিষ্ট সিডার কাষ্ঠ নির্মিত প্রকোষ্ঠে তাঁহার স্ত্রী হেকুবাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, অলিম্পাস হইতে জিউসদেবের দূত আসিয়া আমাকে বলিল, আকাইয়ানদিগের নৌকাতে গিয়া মূল্য দিয়া আমার প্রিয় পুত্রকে উদ্ধার করিতে আকিলিসের নিকট এমন উপঢৌকন লইয়া যাইতে হইবে যাহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হয়। বল দেখি এ প্রস্তাব তোমার মনে কিরূপ বোধ হইতেছে। আমার তো বাসনা হইতেছে যে, আমি আকাইয়ানদিগের জাহাজের নিকট তাহাদের ছাউনিতে যাই।" একথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "হায় হায় অভাগিনী আমি। কোথায় গেল তোমার সেই পূর্বেকার মন যখন তুমি দেশ-বিদেশে বিখ্যাত ছিলে এবং তোমার প্রজাদিগের শাসন করিতে? কেমন করিয়া তুমি ভাবিতে পারিতেছ যে একাকী তুমি আকাইয়ানদিগের জাহাজ-বাহিনীতে যাইয়া যে ব্যক্তি তোমার একাধিক বীরপুত্রে হত্যা করিয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মুখীন হইবে? সেই নিষ্ঠুর এবং হিংস্র ব্যক্তি তোমাকে সম্মুখে দেখিয়া কি তোমার প্রতি কিছুমাত্র অনুকম্পা করিবে কিংবা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখাইবে? না, না, তার চেয়ে বরং এস, এখানে আমরা দুইজনে বসিয়া বসিয়া কাঁদি। নিয়তিদেবী তাঁর সুতা দিয়া এই ভাগ্যই হেক্‌টরের জন্য ধার্য করেছিলেন, সেই যেদিন আমি তাহাকে প্রসব করেছিলাম, যে পিতামাতা হইতে দূরে তাহাকে একদিন কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে। এক অত্যন্ত ক্রূর ব্যক্তির আলয়ে, যার পেটের নাড়িভুঁড়ি পাইলে আমি ছিঁড়িয়া খাই তবেই আমার বাছার প্রতি তাহার নিষ্ঠুরতার উচিত সাজা হয়। সে তো কাপুরুষের কার্য কিছু করে নাই—ট্রয়দেশের পুরুষদিগকে এবং স্তনভারনতা স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিতে গিয়াই সে মৃত হইয়াছে, সে নিজের প্রাণের জন্য কখনও পালায় নাই বা আশ্রয় অন্বেষণ করে নাই।"

দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমাকে বাধা দিও না। আমি যাইবই ইচ্ছা করিয়াছি। আমার গৃহের অশুভলক্ষণা পক্ষী হইও না, তুমি আমার মন বদলাইতে পারিবে না। এ আজ্ঞা যদি কোনও পার্থিব ব্যক্তির হইত, কোনও জ্যোতিষী বা গণকের কিংবা যারা পূজা দিবার পর ভবিষ্যদ্বাণী করে

আহাদের কারোর হইত তাহা হইলে আমরা ইহাকে মিথ্যা মনে করিতে পারিতাম এবং অবহেলা করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে দেবীকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াছি তাঁহার কথা বৃথা হইতে পারে না—আমি যাইবই। এবং যদি আমার ভাগ্যে বর্মাবৃত আকাইয়ানদিগের জাহাজেই মৃত্যু অবধারিত থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার পুত্রকে আমি একবার বুকে তুলিয়া লইয়া যদি মনের সাধে কাঁদিতে পাই, তাহার পর আকিলিস আমাকে যদি হত্যা করে তবে করুক।"

এই কথা বলিয়া তিনি বড় বড় সিন্দুকের ডালা খুলিয়া বারোটি সুন্দর স্ত্রীলোকের পোষাক এবং বারোটি অঙ্গরাখা এবং বারোটি বিছানা ঢাকিবার চাদর এবং বারোটি লেপ বাছিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি ১০ ট্যালেণ্ট (৫ মণ) স্বর্ণ ওজন করিয়া নিলেন, দুটি চকচকে তেপায়া এবং চারটি ডেক এবং একটা সুন্দর পানপাত্র। এটি থ্রেসের অধিবাসিগণ তাঁহাকে দিয়াছিল, যখন তিনি তাঁহাদের দেশে রাজদূতরূপে গিয়াছিলেন—ইহাঅত্যন্ত মূল্যবান ছিল এবং তাঁহার গৃহের রত্নস্বরূপ ছিল; কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার পুত্রকে পাইবার আশায় এটিকে ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিলেন না। তাহার পর তিনি তাঁহার স্তম্ভ-বিন্যস্ত প্রাসাদ হইতে সমস্ত ট্রোজান যোদ্ধাদিগকে কর্কশ বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন—"দূর হও তোমরা। আমাকে কেবল তোমরা বিরক্ত কর আর লজ্জা দাও। তোমাদের গৃহে কি কেহ মরে নাই যে এখানে আসিয়া তোমরা আমাকে বিরক্ত কর। ক্রোনশ-পুত্র জিউসদেব আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা কি সামান্য মনে কর, আমার পুত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্রটিকে আমি হারাইয়াছি। তোমাদেরও এ প্রকার দুঃখ পাইতে দেরী নাই—সে যখন গিয়াছে তখন আকাইয়ানগণ সহজেই তোমাদের নির্মূল করিবে। কিন্তু ট্রয় শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেখিবার পূর্বে আমি যেন হেডিসে (যমপুরী) নামিয়া যাই।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার লগুড় নিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। হেলেনস, পারিস, আগাথন, পামন, আণ্টিফোনস, পলিটিস, ডিইফোবস, হিপোথুস এবং গর্বিত ডিয়স—এই নয় পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা এইরূপে ভর্ৎসনা করিলেন—"দূর হও তোমরা, তোমাদের দেখিলে আমার লজ্জা হয়। হেক্‌টরের বদলে তোমরা সকলেই যদি নৌকাবহরের নিকট হত হইতে আমার দুঃখ ছিল না। দুর্ভাগ্য আমি, আমার বীর পুত্রগুলি সকলেই গতাসু হইয়াছে—দেবতুল্য মেষ্টর, যুদ্ধে রথচালক ট্রয়লাস এবং হেক্‌টর যে ছিল মানুষের মধ্যে দেবতা—ইহারা সকলেই হত

হইয়াছে আর ঐ কয়টি মিথ্যাভাষী নৃত্যপটু নিজের লোকদের ছাগল ভেড়া অপহরণকারী, অপদার্থ পুত্র বাঁচিয়া থাকিয়া আমাকে লজ্জা দিতেছে। তাড়াতাড়ি তোমরা কি আমার জন্য একটা শকট প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর এই দ্রব্যগুলি বোঝাই করিয়া আমকে শীঘ্র যাত্রা করিতে সাহায্য করিতেও পারিবে না?"

এই কথা শুনিয়া পুত্রেরা তাহাদের পিতার বাক্যে ভীত হইয়া নূতন সুন্দর অশ্বতরবাহিত শকটটি বাহির করিল, জোয়ালটি গোঁজা হইতে নামাইয়া জুড়িল। জোয়ালটি ছিল বক্স কাষ্ঠের ৯ হাত লম্বা এবং তাহাতে দড়ির জন্য আংটা লাগান। জোয়ালটি শক্তভাবে লাগাইয়া, গোঁজার উপর আংটা পরাইয়া দড়িটা তিনবার ঘুরাইয়া ঠিক করিয়া বাঁধা হইল। তারপর তাহারা গৃহ হইতে হেক্‌টরের নিষ্ক্রয়ের দ্রব্যসম্ভার বাহিরে আনিয়া গাড়িতে বোঝাই করিল এবং গাড়ির সহিত ক্ষিপ্রপদ অশ্বতরগুলি যোজনা করিল। এগুলি এক সময়ে মীশিয়াবাসিগণ প্রায়ামকে উপহার দিয়াছিল। চমৎকার উপহার। আর প্রায়ামের শকটে তাহারা বৃদ্ধের আদরে পালিত ঘোড়া দুইটি জুড়িয়া দিল।

প্রায়াম এবং বাহক বৃদ্ধ যখন গম্ভীর চিন্তাযুক্ত মনে তাঁহাদের শকট চালনা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন দুঃখিতা হেকুবা স্বর্ণপাত্রে মধুমিষ্ট আসব লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অশ্বগুলির নিকট দাঁড়াইয়া প্রায়ামকে বলিলেন। "নাও, যাইবার আগে পিতা জিউসদেবকে এই মদ্য নিবেদন করিয়া বল যেন শত্রুশিবির হইতে নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পার। তোমার ইচ্ছাতেই তুমি নৌকার দিকে যাইতেছ। আমার ইচ্ছা ছিল না। আর আইডাবাসী ক্রোনস্‌পুত্র জিউস যিনি ঝড়ের মেঘে বাস করেন এবং সমস্ত ট্রয়দেশ দেখিতে পান তাঁহার নিকট আরো প্রার্থনা কর যেন তিনি তাঁহার একটি প্রিয় পক্ষী তোমার দক্ষিণ দিকে পাঠাইয়া দেন, সেই শুভ চিহ্ন দেখিয়া তুমি বুঝিবে যে ক্ষিপ্র-অশ্ব-স্বামী ডানায়ানদিগের জাহাজে তোমার কোনও অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। দূরদর্শী জিউসদেব যদি তোমার এ প্রার্থনা না পূরণ করেন তবে আমি তোমাকে আকাইয়ান বন্দরে যাইতে বিদায় দিব না, তোমার যত ইচ্ছাই থাকুক।"

দেবতুল্য প্রায়াম বলিলেন, 'ভদ্রে, তোমার এ অনুরোধ আমি অবহেলা করিব না—জিউসকে তাঁহার করুণার জন্য প্রার্থনা করা উচিত কার্য বটে।'

তারপর বৃদ্ধ তাঁহার গৃহ-পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন তাঁহার হস্তে জল ঢালিতে, সে তাঁহার নিকটে আসিয়া জলের পাত্র হইতে তাঁহার হস্তে জল দিল। হস্ত প্রক্ষালিত করিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর হস্ত হইতে মদ্য পাত্রটা গ্রহণ করিয়া

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া ভূমিতে মদ্য সেচন করিতে করিতে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা করিলেন—হে মহতের মহনীয় বিরাট পুরুষ জিউস পিতা এই বর দাও যেন আমি আকিলিসের গৃহে অভ্যর্থনা এবং সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হই এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই মঙ্গল চিহ্ন দাও যেন তোমার একটি ক্ষিপ্রগতি এবং মহাপরাক্রমশালী প্রিয় পক্ষী আমার দক্ষিণে আবির্ভূত হয়, তাহাকে দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে ক্ষিপ্রাশ্বস্বামী ডানায়ানদিগের নৌকা সন্নিধানে যাইতে পারিব।

তাঁহার এই প্রার্থনা সুপরামর্শদাতা জিউস শুনিলেন এবং একটি কৃষ্ণবর্ণ ঈগল পক্ষী পাঠাইয়া দিলেন। পক্ষীদিগের মধ্যে এই পক্ষীই সর্বাপেক্ষা মঙ্গল-সূচক। ধনাঢ্য ব্যক্তির সু-উচ্চ গৃহ তোরণের প্রশস্ত কপাটের ন্যায় তাহার দুটি ডানা ছিল এবং তাহাকে নগরের উপরে দক্ষিণ দিকে উড়িয়া যাইতে দেখা গেল। ঈগল দেখিয়া সকলেরই হৃদয় আনন্দিত হইল। অতঃপর বৃদ্ধ প্রায়াম কালবিলম্ব না করিয়া নিজ শকটে উঠিয়া ফটক এবং শব্দায়মান বারাণ্ডা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখে চারি চাকার অশ্বতরবাহিত শকট বুদ্ধিমান ইডাইয়স্ চালাইতেছিলেন। প্রায়াম তাঁহার অশ্ব দুটিকে সজোরে বেত্রের দ্বারা ধাবিত করিতেছিলেন। যতক্ষণ তাঁহারা নগর অতিক্রান্ত না হইলেন তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহার শকটের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন, সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে যাইতেছিল যেন তিনি সত্যই তাঁহার মৃত্যুর দিকে ধাবমান হইয়াছেন। তাঁহারা যখন শহর ছাড়িয়া ময়দানে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার পুত্রেরা এবং আত্মীয় কুটুম্বগণ প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু দূরদর্শী জিউসদেব তাঁহাদের দুইজনকে তখনও দেখিতে ছিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া দেবতার অনুকম্পা জাগরিত হইল এবং তিনি তাঁহার প্রিয়পুত্র হার্মিসকে (মার্কারি) বলিলেন "হার্মিস, তুমি চিরদিন মানুষের সহায় হইতে ভালবাস এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহারই কথা শোন, তুমি প্রায়ামকে আকাইয়ানদিগের জাহাজে এমনভাবে লইয়া যাও যেন তিনি যতক্ষণ পেলিউস-পুত্র আকিলিস সকাশে না পৌঁছেন ততক্ষণ ডানায়ানদিগের অন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পায় এবং তাঁহার কথা জানিতে না পারে।"

আর্গাস-হন্তা দেবদূত এ আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন এবং অতি সত্বর তাঁহার স্বর্ণময় দিব্য পাদুকা দুটি পরিধান করিলেন, যাহারা তাঁহাকে বায়ুগতিতে জল স্থল অতিক্রম করিতে সাহায্য করে। আর তিনি তাঁহার দিব্যযষ্টি ধারণ করিলেন, যাহার দ্বারা তিনি যাহাকে খুশি ঘুম পাড়াইতে এবং যাহাকে খুশি জাগাইতে পারেন। এইভাবে সজ্জিত হইয়া তিনি আকাশে উড়িলেন এবং শীঘ্রই হেলেস্

পন্টের নিকট ট্রয়দেশে পেঁাছিলেন এবং সেখানে আসিয়া তিনি এক যুবক রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিলেন, যাহার প্রথম শ্মশ্রু উঠিতেছে। এই বয়সেই যুবকেরা সর্বাপেক্ষা সুশ্রী হয়।

এদিকে ইহারা ইলিয়সের প্রাচীন ঢিবি পার হইয়া ঘোড়া ও অশ্বতরদিগকে জলপান করাইবার জন্য নদীর নিকটে আসিয়া থামিল। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সারথী হঠাৎ হার্মিসকে নিকটে দেখিতে পাইয়া প্রায়ামকে বলিল, 'দেখুন ডার্ডানস-পুত্র, ভাবনার এক কারণ হইয়াছে। আমি একটি লোক দেখিয়াছি। এইবার সে বোধহয় আমাদের আক্রমণ করিয়া মৃত্যু ঘটাইবে। হয় আমরা শকট লইয়া পালাই নচেৎ এ ব্যক্তির হাঁটু ধরিয়া দয়া ভিক্ষা করুন যাহাতে সে আমাদের প্রতি করুণা করে।'

একথা শুনিয়া বৃদ্ধ চমৎকৃত এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় দৈব-সহায়কারী তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই রাত্রিকালে, যখন সকল লোক নিদ্রাভিভূত আছে তখন কোথায় আপনি এই অশ্ব ও অশ্বতরদিগকে লইয়া যাইতেছেন, বাবা? আপনার শত্রু ভীমনাদী আকাইয়ানগণ যে নিকটেই আছে আপনার কি ভয় হইতেছে না? তাহাদের মধ্যে কেহ যদি দেখিতে পায় যে রাত্রের অন্ধকারে আপনি এই সকল মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার লইয়া যাইতেছেন তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? আপনার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, আপনার এই সঙ্গীটিও বৃদ্ধ, আপনি কিরূপে আততায়ী হইতে নিজেকে রক্ষা করিবেন? কিন্তু আমা হইতে আপনার কোনও ভয় নাই। আপনাকে দেখিয়া আমার পিতার কথা মনে পড়িতেছে, আমি আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিব।"

এই কথা শুনিয়া দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম উত্তর করিলেন 'যাহা বলিয়াছ, বৎস, তাহা সবই উচিত কথা। তাহা হইলেও আমার মনে হইতেছে যে কোনও কৃপালু দেবতা আমার প্রতি দয়া করিয়া তোমার ন্যায় পথিককে আমার সহায় হইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমার ব্যবহার এবং আকৃতি দেখিয়া আমার মনে হইতেছে তুমি মঙ্গলের অগ্রদূত এবং তুমি জ্ঞানবান এবং সৌভাগ্যবান পিতামাতার সন্তান।"

আর্গস-হন্তা দেবদূত প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "বৃদ্ধ মহাশয়, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু আসুন আমাকে সত্য কথা বলুন—এই সকল মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া কি আপনি কোনও বিদেশীর নিকট গচ্ছিত রাখিতে যাইতেছেন? আপনারা কি ভয়ে পবিত্র ইলিয়াসভূমি ত্যাগ করিতেছেন? আপনাদের দেশের যিনি শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তি ছিলেন তিনি হত হইয়াছেন, আমি জানি তিনি আপনারই পুত্র। আকাইয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই।"

দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম বলিলেন, 'হে মহানুভব আপনি কে, কোন বংশে জাত? কারণ আপনি আমার ভাগ্যহীন পুত্রের কথা ঠিকই বলিয়াছেন।'

আর্গস-হন্তা দেবদূত উত্তর দিলেন—'হে বৃদ্ধ মহাশয়, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। মহানুভব হেক্‌টরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি সত্যই অনেকবার দেখিয়াছি। যখন তিনি নৌকাবহরের নিকট আসিয়া আর্গাইভদিগকে তাঁহার তীক্ষ্ন কাংশফলক দ্বারা বিদ্ধ করিতেছিলেন তখন আমরা নিকটে দাঁড়াইয়া চমৎকৃত হইতেছিলাম। কারণ আকিলিস তখন আট্রিউস পুত্র আগামেমনের প্রতি ক্রোধ পরবশ হইয়া আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই অনুচর, তাঁহার জাহাজেই আমি মীর্মিডন্‌স হইতে আসিয়াছি। পিতার নাম পোলিক্‌টর, তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং আপনার ন্যায় প্রাচীন হইয়াছেন—আমি ভিন্ন তাঁহার ছয় পুত্র বর্তমান। আমরা ভাগ্যক্রীড়া করিয়া স্থির করিয়াছিলাম কোনজন এখানে আসিবে এবং আমার ভাগ্যেই ঘুঁটি পড়ে। এখন রাত্রিকালে আমি জাহাজ হইতে এদিকে আসিয়াছি ভোর হইলে আকাইয়ানগণ আবার যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইবে—তাহারা যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। দলপতিগণ তাহাদিগকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না।"

বৃদ্ধ দেবতুল্য প্রায়াম বলিলেন, 'যদি সত্যই তুমি পেলিয়স পুত্রের অনুচর হও তবে সত্য বল, আমার পুত্র কি এখনও জাহাজের নিকটে আছে না আকিলিস তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কুকুরদিগকে দিয়াছেন।'

আর্গস-হন্তা দেবদূত উত্তর করিলেন 'বৃদ্ধ মহাশয়, তাঁহার দেহ কুকুরেরা কিংবা পক্ষীরা ভক্ষণ করে নাই, ঠিক যেখানে কুটীরের নিকট তিনি পড়িয়াছিলেন সেখানে অবিকৃত দেহে তিনি আছেন। যদিও তাহার পর বারো দিন অতিবাহিত হইয়াছে তাঁহার দেহ অন্য মৃতদেহের মত পচিয়া যায় নাই, কীটেও ভক্ষণ করে নাই। সত্য বটে,—আকিলিস প্রতিদিন প্রত্যূষে তাঁহার মৃত বন্ধুর সমাধিস্তূপের চতুর্দিকে তাঁহাকে টানিয়া লইতেছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার দেহ নষ্ট হইতেছে না। আপনি যদি যান, তবে আশ্চর্য হইবেন দেহ কি আশ্চর্য তাজা আছে এবং তাঁহার রক্ত ধুইয়া গিয়া অক্ষত মনে হইতেছে। যেখানে যেখানে তিনি বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেখানেও ক্ষত চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। আপনার পুত্র যে দেবতাদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

প্রাচীন ব্যক্তি এ কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বৎস, দেবতা-

দিগকে যথাযোগ্য পূজা দেওয়া অত্যন্ত উচিত কার্য। আমার পুত্র যখন বাড়িতে ছিল কখনও অলিম্পাসবাসী দেবতাদিগের পূজাতে অবহেলা করিত না। সেইজন্য দেবতারা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে মনে রাখিয়াছেন। আচ্ছা, এই সুন্দর মদ্য পাত্রটি ধর এবং আমাকে রক্ষা করিয়া পেলিউস-পুত্র আকিলিসের কুটীরে পেঁাছাইয়া দাও।'

দেবদূত উত্তর দিলেন, 'হে বৃদ্ধ মহাশয়, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। যদিও আমি আপনার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট তাহা হইলেও আকিলিসের বিনানুমতিতে আপনার উপহার আমি লইতে পারিব না। তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে আমি ভীত এবং লজ্জিত হইব তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না। কিন্তু আমি আপনাকে আর্গাস পর্যন্ত পেঁাছাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি—জাহাজেই যান কিংবা পদব্রজে যান। আপনার রক্ষীকে তাচ্ছিল্য করিয়া কেহ আপনাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।'

এই কথা বলিয়া দৈব সহায়কারী শকটের উপর বেগে উঠিয়া পড়িলেন এবং রথরজ্জুগুলি স্বহস্তে লইয়া ঘোড়া এবং অশ্বতরগুলিকে বেগে ধাবিত করিলেন। তাঁহারা যখন জাহাজের নিকট পেঁাছিলেন তখন রক্ষীদল নৈশ ভোজনে ব্যস্ত ছিল। আর্গস-হন্তা দেবদূত তাহাদের উপর নিদ্রা ছড়াইয়া দিলেন এবং দুর্গ-কপাট খুলিয়া প্রায়ামকে এবং তাঁহার উপঢৌকনপূর্ণ শকটকে ভিতরে লইয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহারা পেলিউস্ পুত্রের সু-উচ্চ কুটীরে পেঁাছিলেন। মীর্মিডনেরা তাহাদের রাজার জন্য—এ কুটীর পাইন তক্তার দ্বারা নির্মিত করিয়াছিল এবং প্রান্তর হইতে মসৃণ খড় কাটিয়া ছাইয়া দিয়াছিল এবং চারি পার্শ্বে বেড়া দিয়া প্রকাণ্ড অঙ্গন প্রস্তুত করিয়া তাহার দরজা এমন সুদৃঢ় করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল যে, আকিলিস ভিন্ন আর কেহই এত বলবান ছিল না যে তিন ব্যক্তির সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে সে দ্বারের অর্গল খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে। দৈব-সহায়কারী হার্মিস সে অর্গল খুলিয়া ফেলিলেন এবং শকট হইতে অবতরণ করিয়া বৃদ্ধকে এবং উপঢৌকনগুলি ভিতরে প্রবিষ্ট করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বৃদ্ধ মহাশয়, আমি দেবদূত হার্মিস, পিতার আদেশে আপনার পথ প্রদর্শনের কার্য করিলাম। এইবার আমি চলিলাম। আকিলিসের সম্মুখে আমি যাইব না। দেবতাগণ আপনাকে এত অনুগ্রহ দেখাইতেছেন জানিলে তিনি রুষ্ট হইবেন। কিন্তু আপনি যান, পেলিউস্-পুত্রের জংঘা ধারণপূর্বক অনুরোধ করুন—তাঁহার পিতা তাঁহার সুকেশিনী মাতা এবং তাঁহার সন্তানের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার মন দ্রবীভূত হইতে পারে।" এই বলিয়া হার্মিস আলিম্পাসে প্রত্যাবর্তন

করিলেন। প্রায়াম রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং আইডাইয়সকে অশ্ব এবং অশ্বতরগুলি দেখিবার জন্য রাখিয়া জিউসের বরপুত্র আকিলিসের বসিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন আকিলিস রহিয়াছেন এবং তাঁহার হইতে দূরে কেবল তাঁহার দুইটি সহচর আছেন—আরিস বংশজাত অটোমেডন এবং আলকিমস। তাঁহারা আকিলিসের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন, আকিলিসের ভোজন সেইমাত্র সমাধা হইয়াছে, ভোজনের টেবিলটা তখনও তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। ইঁহারা কেহই প্রায়ামের প্রবেশ লক্ষ্য করেন নাই। মহানুভব প্রায়াম তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আকিলিসের হস্ত দ্বয় এবং হাঁটু জড়াইয়া ধরিলেন এবং যে ভীষণ নরঘাতক-হস্তে প্রায়ামের বহু পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সেই হস্তদ্বয় প্রায়াম চুম্বন করিলেন। আকিলিস প্রায়ামকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কোনও ব্যক্তি যদি স্বদেশে কাহাকেও বধ করিয়া দৈবশাপে দেশান্তরে গমন করে এবং বিদেশের কোনও ধনী ব্যক্তির গৃহে গমন করে তখন তাহাকে দেখিয়া যেমন সকলে স্তম্ভিত হয় তেমনি তাঁহাকে দেখিয়া আকিলিস এবং তাঁহার অনুচরদ্বয় স্তম্ভিত হইলেন এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। তখন প্রায়াম অনুনয় করিয়া বলিলেন, "হে দেবানুপম আকিলিস, একবার আমাকে দেখিয়া আমারই বয়সী তোমার নিজের পিতাকে স্মরণ কর এবং বার্ধক্যের দুঃখের কথা ভাবিয়া দেখ। তিনি দেশে একাকী সহায়হীনভাবে বাস করিতেছেন, বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই। তবুও তিনি যখন তোমার খবর পান তখন তাঁহার মন উৎফুল্ল হয় এবং যেদিন তাঁহার প্রিয় পুত্র ট্রয়দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন সেই দিনের আশায় দিনাতিপাত করেন কিন্তু আমি? আমি একান্তই দুর্ভাগ্য। আমি একদিন ট্রয়দেশের শ্রেষ্ঠ পুত্রগণের পিতা ছিলাম, কিন্তু তাহারা সকলেই গত হইয়াছে। আকাইয়ানরা যখন প্রথম আসে, তখন আমার পঞ্চাশটি পুত্র ছিল—তাহার মধ্যে উনিশটি একই মাতার গর্ভজাত এবং বাকিগুলি আমার গৃহেই উপপত্নী গর্ভজাত হইয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই আরিসের (যুদ্ধের দেবতা মার্স) কোপে ভগ্নজানু হইয়াছে এবং যে একজন নগর এবং নগরবাসীদিগকে রক্ষার্থ পরিশিষ্ট ছিল সেই হেক্‌টরকে তাহার স্বদেশের জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত অবস্থায় তুমি হত্যা করিয়াছ। তাহারই জন্য আমি আকাইয়ানদিগের নৌবহরের নিকট আসিয়াছি—তোমার হস্ত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার আশায় এবং তাহার জন্য ভূরি ভূরি নিষ্ক্রয় দ্রব্য আনিয়াছি। হে আকিলিস, দেবতাদের কোপ হইতে সাবধান হও, আমার প্রতি অনুকম্পা কর একবার তোমার পিতার কথা চিন্তা কর। দেখ তাঁহার হইতেও আমি বিপদগ্রস্ত।

পৃথিবীতে যাহা কখনও কেহ করে নাই তাহাই আমি করিতেছি—। নিজের পুত্র-হন্তার মুখের সম্মুখে নিজ হস্ত প্রসারিত করিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া আকিলিস নিজের পিতার জন্য শোকাভিভূত হইলেন এবং বৃদ্ধ মনুষ্যটির হস্ত ধরিয়া আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিলেন। তখন দু'জনেই নিজের নিজের প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা ভাবিতে লাগিলেন। প্রায়াম তাঁহার নরঘাতক পুত্র হেক্‌টরকে আকিলিসের পদতলে পতিত অবস্থায় ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং আকিলিসও তাঁহার পিতার কথা ভাবিয়া এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধু পাট্রোক্লসের মৃত্যুর কথা ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। উভয়ের ক্রন্দনের রোলে গৃহ শব্দায়িত হইল। তারপর আকিলিস যখন ক্রন্দন করিয়া শান্ত হইলেন এবং তাঁহার হৃদয় এবং অঙ্গ হইতে ক্রন্দনের ইচ্ছা চলিয়া গেল তখন তাড়াতাড়ি তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং তাহার শ্বেত মস্তক এবং শ্বেত শমশ্রু দেখিয়া অনুকম্পা পরবশ হইয়া বলিলেন, "আহা দুর্ভাগ্য, আপনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। কিরূপে আপনি আকাইয়ান-দিগের নৌবহরে আসিয়া যে ব্যক্তি আপনার একাধিক পুত্রকে হত্যা করিয়াছে তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন। আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহের ন্যায় কঠিন। আসুন, আসন পরিগ্রহ করুন, শোক প্রশমিত করুন। আমরা দু'জনেই দু'জনের দুঃখ মনে অর্গলবদ্ধ করি। দুঃখের জন্য শোক করিলে কোন ফল নাই। দেবতারাই মানুষের জন্য দুঃখ কষ্টের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা নিজেরা দুঃখ ভোগ করেন না। জিউসের গৃহতলে দুটি পাত্র অশুভ দানে পূর্ণ আছে এবং একটি পাত্রে তাঁহার মঙ্গলময় বর রক্ষিত আছে। যাহাদের প্রতি সেই বিদ্যুৎ-ঝলকে রুচিশালী জিউসদেবতা মিশ্রিত ভাগ্য দান করেন তাঁহারা কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করেন কিন্তু যাহাকে তিনি কেবল মন্দভাগ্যই পরিবেশন করেন, তাহার কপালে দুঃখ ভিন্ন কিছুই থাকে না সে ঘৃণার পাত্র হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়—না দেবতা না মনুষ্য তাহাকে সম্মান দেখায়। পিতা পেলিউস তাঁহার জন্মসময় হইতে দেবতাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ বর লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী এবং ভাগ্যবান ছিলেন। মীর্মিডনদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং মানুষ হইয়াও দেবতাদিগের অনুগ্রহে দেবীপত্নী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেবতারা তাঁহাকে দুঃখ দিলেন কারণ একটি বই পুত্র তাঁহার গৃহ ভরিয়া দিল না এবং সে পুত্রেরও ভাগ্যে অকালমৃত্যু অবধারিত হইল। কোথায় আমি তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে সেবা করিব, না এই ট্রয়দেশে বাস করিতেছি এবং আপনাকে এবং আপনার পুত্রগণকে বিরক্ত করিতেছি। আপনার কথাও আমরা

শুনিয়াছি, পূর্ব সময়ে আপনি সুখেই ছিলেন। লোকে বলে এককালে মাকার-দিগের দেশ লেসবস্ হইতে ফ্রীজিয়া এবং হেলেস্পণ্ট পর্যন্ত আপনার ন্যায় ধনে-পুত্রে ভাগ্যবান কেহই ছিল না। কিন্তু তাহার পর স্বর্গবাসীরা আপনার উপর এই দুর্ভাগ্য বর্ষণ করিলেন—চারিদিকে কেবল যুদ্ধ আর অপমৃত্যু। তবুও বুকে বল আনুন ক্রমাগত দুঃখ করিবেন না। শোক করিয়া তো কোনই লাভ হইবে না, তাহাতে আপনার মৃত পুত্র পুনর্জীবিতও হইবে না, অন্য মন্দ ভাগ্যও প্রতিহত হইবে না।"

দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম উত্তর করিলেন, 'হেক্টর যে পর্যন্ত কুটীর দ্বারে অযত্নে পড়িয়া আছে ততক্ষণ আমাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিবেন না। যে মূল্য আমরা আনিয়াছি তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার শবদেহ আমাকে প্রদান করুন আমি একবার তাহাকে দেখি। আমার প্রতি আপনি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আমি বলিতে পারি দেহ ফিরাইয়া দিলে আপনার মঙ্গল হইবে—আনন্দিত মনে আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।'

তখন ক্ষিপ্রপদক্ষেপকারী আকিলিস তাঁহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "বৃদ্ধ মহাশয়, আমাকে এমন করিয়া বলিবেন না। হেক্টরকে আপনার নিকট ফিরাইয়া দেওয়াই আমি প্রথম হইতেই মনস্থ করিয়াছি কারণ জিউসের দূতরূপে প্রেরিত হইয়া আমার দেবীমাতা সমুদ্রদেবের কন্যা নিজে আসিয়াছিলেন এবং হে প্রায়াম, ইহাও আমি জানি যে কোনও দেবতাই আপনাকে আমাদের নৌবহরের নিকট লইয়া আসিয়াছেন, নচেৎ কোনও মনুষ্যই যুবাপুরুষ হইলেও আমাদের শিবিরে আসিতে সাহসী হইত না এবং আসিলেও আমাদের রক্ষীদিগের দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না কিংবা আমাদের কপাটের অর্গল মোচন করিতে পারিত না। কাজেই বেশী কথা বলিয়া আমার মনকে আর অস্থির করিবেন না তাহা হইলে আমি হয়তো জিউসের আজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্বক আপনি আমার গৃহে প্রার্থীরূপে উপস্থিত হইলেও আপনার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফেলিব।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ভীত হইয়া বাক্ সম্বরণ করিলেন। পেলিউসের পুত্র তখন সিংহের ন্যায় লম্ফপ্রদানপূর্বক গৃহদ্বার লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার দুই অনুচর বীর অটোমেডন এবং আলকিমস্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। প্যাট্রক্লসের পরেই আকিলিস এই দুইজনের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। বাহিরে গিয়া তাহারা শকট দুইটির জোয়াল হইতে অশ্ব এবং অশ্বতরগুলি মুক্ত করিল, বৃদ্ধের সারথীকে গৃহ মধ্যে আনিয়া উপবেশন করাইল এবং হেক্টরের মস্তক

মূল্যস্বরূপে আনিত অগণিত দ্রব্যসম্ভার শকট হইতে নামাইয়া আনিল; কেবল দুইটি কারুকার্যখচিত পোষাক এবং একটি লেপ হেক্‌টরের দেহ আবৃত করিবার জন্য তাহারা আকিলিসের অভিপ্রায়ে বাহিরেই রাখিল। আকিলিস তখন দুইটি দাসীকে হেক্‌টরের দেহ উঠাইয়া লইয়া ধৌত এবং তৈলসিক্ত করিতে আদেশ করিলেন, পাছে প্রায়াম তাঁহার পুত্রকে দর্শন করিয়া দুঃখের মধ্যেও ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম হন। দাসীরা দেহকে ধৌত এবং তৈলমর্দিত করিয়া তাহার উপর একটা পোষাক এবং লেপ চড়াইয়া দিল এবং আকিলিস নিজেই তাহাকে একটি শবাধারে উঠাইলেন এবং তাঁহার অনুচরেরা সেই শবাধার শকটের উপর চড়াইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয় সহচর প্যাট্রক্লসের কথা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'প্যাট্রক্লস, হেডিস পুরীতে থাকিয়া যখন শুনিবে যে আমি মহানুভব হেক্‌টরকে তাঁহার প্রিয় পিতার হস্তে অর্পণ করিয়াছি তখন আমার প্রতি বিরূপ হইও না তাহার পরিবর্তে আমি প্রচুর মূল্য পাইয়াছি এবং সময়মত তাহার অংশ তোমাকেও দিব।'

আকিলিস এই কথা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং যে চমৎকার শয্যায় পূর্বে বসিয়াছিলেন তাহার পশ্চাৎ দিক হইতে গিয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন এবং প্রায়ামকে বলিলেন, "হে বৃদ্ধ মহাশয়, আপনার অভিরুচি মত আপনার পুত্রকে ফেরৎ দেওয়া হইল। তিনি শবাধারে শায়িত আছেন এবং প্রত্যূষে যখন আপনি তাহাকে লইয়া যাইবেন তখনই তাহাকে দেখিতে পাইবেন। এখন আসুন কিঞ্চিৎ নৈশভোজন করুন।

নিয়োবি পর্যন্ত যখন তাঁহার ছয় কন্যা ও ছয় পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তখনও আহারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। বারোটা পুত্র কন্যা ছিল বলিয়া নিয়োবি গর্বিত হইয়া লাটোনাদেবীকে তাচ্ছিল্য করিয়া বলিয়াছিলেন তিনি কেবল দুইটি সন্তানের মাতা। এই জন্য লাটোনার পুত্র আপোলো নিয়োবির ছয় পুত্রকে তাহার রজত নির্মিত ধনুক দিয়া বাণবিদ্ধ করিয়া হত্যা করেন এবং লাটোনার কন্যা আর্টেমিস্‌ তাঁহার ছয় কন্যাকে বাণবিদ্ধ করেন। নয়দিন ধরিয়া নিয়োবি তাহার সন্তানদিগের জন্য শোক করেন; কারণ ক্রোনস-পুত্র জিউসদেব সকলকে প্রস্তরে পরিণত করেন বলিয়া তাহারা রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পড়িয়া থাকে। দশ দিনের দিন দেবতারা তাহাদের সৎকার করেন তখন নিয়োবি ক্রন্দন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধার্ত হয়েন এবং এখনও তিনি সিপীলস্‌ পর্বতে প্রস্তরীভূত অবস্থায় তাঁহার দুঃখের কথা স্মরণ করিতেছেন। সে যাহা হউক আসুন, পিতা মহাশয়, আমার সহিত কিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করুন। তারপর

যখন আপনি আপনার পুত্রকে ইলিয়সে লইয়া যাইবেন, তখন তাহার জন্য শোক করিবার যথেষ্ট সময় পাইবেন অনেক অশ্রুপাত তাহার প্রাপ্য সন্দেহ নাই।"

এই কথা বলিয়া আকিলিস উঠিয়া গিয়া একটি নির্দোষ শ্বেত মেষ কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার অনুচরেরা তাহার চর্ম ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া আগুনে রন্ধন করিল। অটোমেডন কিছু রুটী চুপড়িতে করিয়া টেবিলে পরিবেশন করিল এবং আকিলিস মাংস পরিবেশন করিলেন। তাঁহারা তখন খাদ্যের দিকে হস্ত প্রসারিত করিলেন। যখন তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইল তখন প্রায়াম আকিলিসের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং তাঁহার সুন্দর দেবতুল্য সুগঠিত দেহ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আকিলিসও ডার্ডানস-পুত্র প্রায়ামের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিলেন এবং তাঁহার মহীয়ান অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলেন। যখন তাঁহারা এইভাবে পরস্পরের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন তখন দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম প্রথম বাক্যস্ফুরণ করিয়া বলিলেন, 'হে জিউসের বরপুত্র, এইবার আমাকে কোথাও শয়ন করিবার স্থান করিয়া দাও, সুখনিদ্রার আস্বাদও কিছু পাইতে চাই। যেদিন আপনার হস্তে আমার পুত্র প্রাণ হারাইয়াছে তাহার পর হইতে এখন পর্যন্ত একবারও আমার চক্ষু মুদ্রিত হয় নাই—সমস্তক্ষণই আমি তাহার জন্য শোক করিয়াছি এবং আমার অগণিত দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে কর্দমাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াছি। কিন্তু এতদিন পরে এই প্রথম আমি খাদ্য গ্রহণ করিয়াছি। এবং সুপেয় মদ্য গলাধঃকরণ করিয়াছি। এ পর্যন্ত কিছুমাত্র আহার আমি গ্রহণ করি নাই।'

তখন আকিলিস তাঁহার অনুচর ও পরিচারিকাদিগকে বাহিরে চালের নিচে একটি পালঙ্ক আনিতে বলিলেন এবং তাহার উপর উজ্জ্বলবর্ণ শয্যাবস্ত্র এবং কম্বল স্থাপন করিয়া পুরু ঢাকিবার বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। পরিচারিকারা মশাল হস্তে বাহিরে গিয়া শীঘ্রই দুইটি শয্যা প্রস্তুত করিল। তখন আকিলিস বলিলেন, "আপনাকে, মহাশয়, বাইরেই শয়ন করিতে হইবে, কারণ এই সময়ে আকাইয়ানদিগের মন্ত্রণা-সভার সভ্যেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহারা কেহ আসিয়া যদি আপনাকে দেখিতে পান তাহা হইলে সেনাপতি আগামেম্ননকে সে কথা বলিলে হয়তো মৃতদেহ পাইতে আপনার বিলম্ব হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমাকে একটা কথা বলুন, আপনারা বীর হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে কতদিন ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে সেই কয়দিন আমি যুদ্ধ স্থগিত রাখিব।"

তখন দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম বলিলেন, "সত্যই যদি আপনি আমাকে হেক্‌টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতে সাহায্য করেন তাহা আমার প্রতি অনুগ্রহ বলিয়াই আমি মনে করিব। কারণ আপনি জানেন আমরা নগরের মধ্যে কিভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছি এবং দূর পর্বত হইতে কাষ্ঠ আহরণ করা ট্রোজানদিগের পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক। নয়দিন আমরা আমাদের গৃহ মধ্যে তাহার জন্য ক্রন্দনরোল উত্তোলন করিব, দশম দিনে তাহার সৎকার হইবে এবং লোকেরা ভোজ করিবে, একাদশ দিনে তাহার দেহের উপর সমাধি উত্থিত হইবে, দ্বাদশ দিনে আমরা যুদ্ধ করিতে পারিব।"

ক্ষিপ্রগতি মহানুভব আকিলিস বলিলেন, 'হে বৃদ্ধ প্রায়াম মহাশয়, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করিলাম। ঠিক যতদিন বলিবেন ততদিনের জন্যই যুদ্ধ স্থগিত রাখিব।'

এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধের দক্ষিণ কটিবন্ধ নিজ হস্তে ধারণ করিলেন যাহাতে তাঁহার অন্তরের ভীতির ভাব সমূলে অন্তর্হিত হয়। তখন প্রায়াম এবং তাঁহার অনুচর গৃহের বহির্ভাগে শয়ন করিলেন এবং আকিলিস তাঁহার সুনির্মিত কুটীরের একটি প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলেন সুন্দর-কপোলা ব্রিসাইস্‌ তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

তাহার পর রাত্রি হইলে সকল দেবতারা সকল বীরগণ ও যুদ্ধ-শকট-পতিগণ কোমল নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, কেবল সহায়কারী হার্মিসকে নিদ্রা বশীভূত করিতে পারিল না, যেহেতু তিনি চিন্তা করিতেছেন, কিরূপে তিনি রাজা প্রায়ামকে শত্রুপুরী হইতে রক্ষিগণদিগের অজ্ঞাতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি প্রায়ামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া এই বলিলেন, "হে বৃদ্ধ মহাশয়, আকিলিস আপনাকে আক্রমণ করে নাই বলিয়াই কি আপনি শত্রুপুরীতে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন? সত্য বটে আপনি আপনার পুত্রকে উচ্চ মূল্য দিয়া ফেরৎ পাইয়াছেন কিন্তু আট্রিউস-পুত্র আগামেম্‌নন যদি আপনার কথা জানিতে পারেন এবং আকাইয়ানগণ যদি এ বিষয় জ্ঞাত হন, তবে আপনার পুত্রদিগকে যে আপনার জন্য তাহার তিন গুণ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধের ভয় হইল এবং তিনি সারথিকে জাগরিত করিলেন। হারমিস্‌ তখন অশ্ব এবং অশ্বতরদিগকে শকটে যোজনা করিলেন এবং নিজেই তাঁহাদিগকে ছাউনির ভিতর দিয়া চালাইয়া লইয়া গেলেন, কেহই জানিতে পারিল না। যখন তাঁহারা সুদূর-বহতা জান্‌থস নদীর ধারে পৌঁছিলেন তখন হার্মিস অলিম্পাস পর্বতে চলিয়া গেলেন এবং গৈরিক বসনা ঊষা পৃথিবীর উপর বিস্তৃত

হইলেন। তখন তাঁহারা অনুচ্চস্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে অশ্ব চালাইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অশ্বতরেরা মৃতদেহ টানিয়া আনিল। কিন্তু তাঁহাদের কোনও পুরুষ বা সুমেখলাযুক্ত নারী দেখিতে পায় নাই। প্রথমে তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন আফ্রোডাইটসমা রূপসী কাসান্‌ড্রা—প্রায়ামের কন্যা। তিনি পার্গামসে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় পিতাকে শকটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, সারথিকেও তিনি পূর্বে দেখিয়াছিলেন বলিয়া চিনিলেন। তাহার পর যখন তিনি অশ্বতরবাহিত শকটে শবাধারে শায়িত হেক্‌টরকে দেখিলেন তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া বলিতে বলিতে চলিলেন, 'হে ট্রয়বাসী নরনারীগণ, শীঘ্র বাহিরে আসিয়া হেক্‌টরকে দেখ। যে হেক্‌টরকে কতবার যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তোমরা উল্লসিত হইয়াছ এবং যাঁহাকে তোমরা সকলেই কত ভালবাসিতে।'

একথা শুনিয়া সমস্ত শহরবাসী নরনারীই গভীর শোকাভিভূত অবস্থায় গৃহ হইতে নির্গত হইল। শহরের তোরণের নিকট তাহারা প্রায়ামকে মৃতদেহ লইয়া আসিতে দেখিতে পাইল। প্রথমেই হেক্‌টরের প্রিয়া পত্নী এবং মহীয়সী মাতা চারিচক্রযুক্ত শকটের নিকট আসিয়া হেক্‌টরের মস্তক স্পর্শ করিয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিলেন। তাঁহাদের চতুর্দিকে অন্য সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিল। এইভাবে তাহারা সমস্ত দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে ক্রন্দন করিত কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি শকটের উপর হইতে বলিলেন, 'অশ্বতরগুলিকে পথ দাও, হেক্‌টরকে আগে তাহার বাড়িতে ফিরাইয়া লইয়া যাই, তখন যত ইচ্ছা কাঁদিবার সময় পাইবে।'

একথা শুনিয়া জনতা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শকটগুলিকে পথ দিল। এবং তাঁহাকে সেই বিখ্যাত গৃহে আনিলে পর সকলে মিলিয়া কারুকার্যখচিত পালঙ্কে শোয়াইল এবং শয্যাপার্শ্বে মৃত্যু সঙ্গীত বাদকগণকে বসাইল এবং তাহাদের সঙ্গীতের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকদিগের অগ্রণী ছিলেন শ্বেত বাহুযুক্তা আন্ড্রোমাকী। তিনি তাঁহার হাতের উপর হেক্‌টরের মস্তক ধারণ করিয়া শোকগাথা গাহিতে লাগিলেন, "হে স্বামিন, আপনি অল্পবয়সে চলিয়া গেলেন এবং আমাকে আপনার গৃহে বিধবা অবস্থায় রাখিয়া গেলেন। আমাদের পুত্রটি অতি অল্পবয়স্ক, মন্দভাগ্য পিতা-মাতার সন্তান। সে বেচারা বড় হইয়া উঠিবে কিনা তাহাতে আমার সন্দেহ আছে কারণ তাহার পূর্বে এই নগর নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। তুমিই এই নগর রক্ষা করিতে, সর্বদা পাহারা দিতে এবং এখানকার নারী এবং শিশুদিগকে নিরাপদে রাখিতে। সেই নারী এবং শিশুগণকে শীঘ্রই আকাইয়ানগণ কৃতদাস-দাসী-রূপে তাহাদের

জাহাজে করিয়া লইয়া যাইবে তাহার মধ্যে আমি এবং আমার শিশু হয়তো সমুদ্রে ভাসিব এবং হয়তো এমন স্থানে নীত হইব যেখানে আমাদের নীচকার্যে নিয়োজিত হইতে হইবে কোনও নিষ্ঠুর প্রভুর সম্মুখে। কিংবা হে বাছা হয়তো কোনও আকাইয়ান সেনাপতি তোমাকে আমার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া দুর্গ-প্রাচীরের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া তোমার মৃত্যু ঘটাইবে। কারণ হেক্টরের হস্তে হয়তো তাহার পিতা কিংবা ভ্রাতা হত হইয়াছিল। বহু আকাইয়ানই হেক্টরের হস্তে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পিতার হস্ত কখনও কোমল ছিল না। সেই জন্যই সমস্ত নগরে লোকেরা তোমার জন্য কাঁদিতেছে। হেক্টর, তোমার পিতা-মাতাকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করিয়া গিয়াছো কিন্তু আমারই ভাগ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখ রাখিয়া গেলে। শয্যায়-শায়িত অবস্থায় যদি তুমি মারা যাইতে তাহা হইলে হয়তো মৃত্যুর পূর্বে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াইতে এবং এমন কিছু স্মরণীয় কথা বলিয়া যাইতে—যাহার স্মৃতি লইয়া আমি চিরকাল সাশ্রুনয়নে চিন্তা করিতাম।”

কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন এবং স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সঙ্গে ক্রন্দন করিল—তাহার পর হেকুবা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হেক্টর, আমার সকল সন্তানের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। জীবনে তুমি দেবতাদিগের প্রিয় ছিলে মরণের পরও তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার অন্য যে সকল পুত্রকে আকিলিস বন্দী করিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি সমুদ্রের অপর পারে সামস্ ইমব্রস এবং লেমনসে বিক্রয় করিয়াছিলেন. কিন্তু তোমাকে যখন তিনি তাঁহার তীক্ষ্ম কাংস বর্শা দ্বারা নিহত করিলেন তখন তিনি তোমাকে তাঁহার প্রিয় বন্ধু পাট্রক্লসের সমাধির চতুর্দিকে টানিয়া লইলেন কিন্তু পাট্রক্লস তাহাতে পুনর্জীবিত হইল না এবং তৎসত্ত্বেও তোমাকে শিশিরসিক্ত এবং তাজা দেখাইতেছে—যেন রজত-ধন্বা আপোলো দেব তাঁহার দৈব বাণবিদ্ধ করিয়া তোমাকে স্বহস্তে নিহত করিয়াছেন।”

বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি এইরূপে বিলাপ করিবার পর হেলেন ক্রন্দনের পুরো-ভাগ গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হেক্টর, আমার ট্রয়ের দেবরগণের মধ্যে তুমিই আমার সর্বাপেক্ষা সুহৃদ্ ছিলে। দেবতুল্য আলেকজাণ্ড্রাস (পারিস) আমার স্বামী, তিনিই আমাকে ট্রয়দেশে আনিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে আমার মরণ হইলেই ভাল ছিল। বারো বৎসর হইল আমি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর বা ক্রোধের বাক্য আমি তোমার নিকট শুনি নাই। অন্য কেহ যদি কখনও এ রাজপুরীতে আমাকে মন্দকথা বলিয়াছে

তোমার কোনও ভ্রাতা বা ভগিনী কিংবা কোনও ভ্রাতৃবধূ কিংবা তোমার মাতা (তোমার পিতা কখনও আমার প্রতি বিরূপ হন নাই তিনি আমাকে বরাবর পিতার ন্যায় স্নেহ করিয়াছেন) তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়াছ এবং ধীর সহানুভূতিপূর্ণ বচনে আমার ক্ষোভ দূর করিয়াছ।

সেই জন্যই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি তোমার জন্য বিলাপ করিতেছি, কারণ এই বিরাট ট্রয়পুরীতে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে এবং আমার বন্ধু বলিতে কেহই রহিল না—আমাকে দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠে।"

হেলেনের এই বিলাপোক্তি শুনিয়া সেই বিরাট জনতা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ প্রায়াম তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, 'হে ট্রয়বাসিগণ, নগরে কাষ্ঠ আনয়ন কর। আকাইয়ানদিগের গুপ্ত শরসন্ধানীর জন্য ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। আকিলিস আমাকে বলিয়া দিয়াছেন বারো দিন পর্যন্ত তাঁহারা আমাদিগের কোনও ক্ষতি করিবেন না।'

এই কথা শুনিয়া সকলে শকটে বলদ ও অশ্বতর যোজনা করিয়া শহর হইতে নির্গত হইল এবং নয় দিন ধরিয়া বিরাট কাষ্ঠের স্তূপ আহরণ করিল। দশম দিনে যখন ঊষা মানুষের জন্য আলোক লইয়া উপস্থিত হইলেন তখন তাহারা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে হেক্‌টরকে বাহিরে আনিল এবং প্রকাণ্ড চিতার উপর রক্ষিত করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া দিল।

তাঁহার পর যখন ঊষাদেবীর কন্যা গোলাপ-অঙ্গুলী প্রাতঃকাল আলোক-ছটা বিকিরণ করিলেন তখন সকলে হেক্‌টরের মহিমময় চিতা-পার্শ্বে সমাগত হইল। প্রথমে তাহারা মদ্য সেচন করিয়া চিতাগ্নি নির্বাপিত করিল। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতারা এবং সহচরেরা যখন চিতা হইতে শ্বেত অস্থি সংগ্রহ করিতে-ছিলেন তখন তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল। একটি স্বর্ণ নির্মিত আধারে অস্থিগুলি স্থাপিত হইল, উজ্জ্বল বেগুনি বর্ণে রঞ্জিত কোমল বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া তাহা একটি কবরের মধ্যে রক্ষিত হইল এবং প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা কবর বন্ধ করা হইল তাহার উপর বড় বড় পাথর দিয়া একটি উচ্চ স্তূপ গঠন করা হইল। চারিদিকে প্রহরীরা দেখিতে লাগিল পাছে আকাইয়ানগণ সময়ের পূর্বেই আক্রমণ করে। স্তূপ গঠন করা হইয়া গেলে সকলে প্রায়ামের প্রাসাদে ফিরিয়া গেল এবং জিউস-দেবানুগৃহীত প্রায়াম নৃপতির গৃহে শ্রাদ্ধ ভোজে যোগ দিল।

এইরূপে অশ্বকোবিদ হেক্‌টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

"ট্রয়বাসিনীগণ" নাটক

[ইউরিপিডিস লিখিত]

প্রথম অভিনয়—আথেন্‌স খ্রীঃ পূঃ ৪১৫

[ট্রোজান যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ট্রয়নগর ধ্বংস হইয়াছে। পুরুষেরা সকলেই মৃত। স্ত্রীগণ যুদ্ধজয়ী গ্রীকদিগের ক্রীতদাসী বা উপপত্নীরূপে গ্রীসে নীত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দুঃখে শোকে ভয়ে সকলেই পাগলের প্রায়। প্রায়াম পত্নী হেকুবার প্রবেশ, সঙ্গে পুত্রবধূ হেক্‌টর-পত্নী আণ্ড্রোমাকি এবং কন্যা কাসাণ্ড্রা।]

কাসাণ্ড্রাকে গ্রীক সেনাপতি আগামেম্‌ননের শিবিরে লইয়া যাইবার জন্য টালথিবিয়াস্‌ উপস্থিত। হেকুবা দুঃখে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। আণ্ড্রোমাকি তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু শিশুপুত্র আষ্টিনাকস্‌কে ক্রোড়ে করিয়া মৃত স্বামী হেক্‌টরের কথা মনে করিয়া তিনি নিজেই অধীর হইয়া পড়িলেন।

আণ্ড্রোমাকি ঃ বহুদিন হোল আমি ছুড়িয়াছি তীর
সুখ্যাতির দিকে, লক্ষ্যবিদ্ধ করেছিল তাহা।
কিন্তু মোর শান্তি কোথা মনে? হেক্‌টরের তরে,
যত্ন আমি করিয়াছি চিরকাল, সকলের প্রশংসা লভিতে।
জানিতাম আমি, গৃহের বাহিরে বিচরণ করিলে যোষিৎ
সত্য দোষ থাকুক বা না থাকুক নিন্দা তার ভাগ্যলিপি
সে কথা স্মরিয়া, গৃহোদ্যান কভু আমি ত্যাজিনি জীবনে।
হাল্‌কা কথা ঠাট্টা হাসি স্ত্রীলোকের, আমার গৃহের মধ্যে
কখনো শোনে নি কেহ। নিজের মনের কথা
বলিয়াছি নিজ মনে। তাহাতেই সন্তুষ্ট রহেছি।
হেক্‌টর আসিলে শান্ত চোখে সম্ভাষেছি
কথা নাহি বলে। জীবনের প্রতিপদ
দেখিয়া ফেলেছি, কোথায় সম্মুখে যাব,
কোথায় পশ্চাতে।

'এক রাত্রি মধ্যে নারী বশে এসে যায়,'
এ কথা নিন্দুকে বলে—নিন্দুক পুরুষ।
ধিক ধিক মিথ্যা কথা ইহা। এমন কে নারী আছে
বিস্মরিয়া মৃত স্বামী চুম্বন করিবে অন্য পুরুষে শয্যায়?
মূক পশু অশ্ব সেও সঙ্গিনী মরিলে
শকটে জুড়িলে হয় অধীর অস্থির।

প্রিয়তম হেক্‌টর আমার,
ছিলে তুমি আমারই সর্বেসর্বা প্রভু মোর।
জ্ঞানবান, বীরত্বে রাজার মত। যেদিন আনিলে মোরে
নিজ গৃহে বধূবেশে পিতৃগৃহ হতে,
সেদিন হইতে, কেহ কভু পারে নাই, ছুঁইতে আমাকে।
আজ তুমি, যুদ্ধ-ভাগ্য বশে, প্রাণ ত্যাজি চলে গেছ বলে
যাইতে হইবে মোরে সিন্ধু-পারে হেলাস দেশেতে
ধরিতে ঘৃণিত প্রাণ ক্রীতদাসীরূপে।

ভবিষ্যৎ প্রতিশোধের সম্ভাবনা মনে করিয়া হেকুবা আন্দ্রোমাকিকে নূতন প্রভুকে তুষ্ট করিতে উপদেশ দিলেন, যাতে তিনি আষ্টিনাকস্‌কে তাঁহার নিকট রাখিতে দেন এবং কোনও দিন আষ্টিনাকস্‌ প্রায়ামের বংশের এবং ট্রয় রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। কিন্তু ঠিক এই সময় টাল্‌থিবিয়াস পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল আষ্টিনাকস্‌কে মরিতে হইবে—"আদেশ হইয়াছে যে, আষ্টিনাকস্‌কে ট্রয় দুর্গপ্রাচীর হইতে নিম্নে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।" এই কথা বলিয়া সে মাতার ক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া গেল। আন্দ্রোমাকি একবার শেষ মুহূর্তের জন্য তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন।

আন্দ্রোমাকি ঃ যাও বাছা মরিবারে, প্রিয়তম, বুকের রতন।
নিঠুর মনুষ্য হস্তে, ফেলিয়া একাকী মোরে হেথা।
পিতা তব ছিলেন যে অত্যাধিক বীর—
সে জন্যই মারিতেছে তোমা।
কেহ কোথা নাই কি গো, কণামাত্র মায়া করে তোরে
কতটুকু জীব তুই। হাত মোর, কণ্ঠ মোর
ধরিছ জড়ায়ে। কি সুগন্ধ লেগে আছে গলায় তোমার।

যাদুমনি, এই বুকে কতদিন কত রাত্রি
রক্ষিয়াছি তোরে। অসুখের দিনে
ভেবে ভেবে চিন্তায় চিন্তায় পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি।
সে সব কি কিছু নয়?
চুমু খাও মোরে, একবার, আর কভু নয়।
হাত দু'টি তুলে ধর, গলা ধরে ওঠো,
চুমু খাও, মুখে মুখ রেখে।
হায়, 'শান্ত সভ্য গ্রীক,'
'নিষ্ঠুর প্রাচী' কে তোরা হারাইলি পশু ব্যবহারে।
আচ্ছা নাও, শীঘ্র কর, টেনে নাও ওরে
দাও ফেলে প্রাচীর হইতে, ফেলিয়াই দিবে যদি,
হে নৃশংস পশুদল, যা করিবে শীঘ্র কর।
এ কি হোল, হে ঈশ্বর, হাত দুটি মোর
অবশ করিলে কেন? বাছারে রক্ষিতে
উঠাতে নারিনু আমি একটিও হাত।

আণ্ড্রোমাকি এই বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং সৈন্যরা তাঁহাকে সরাইয়া লইল। তখন মেনিলাউসের প্রবেশ। তিনি সৈন্যগণকে হেলেনকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন হেলেনকে দেখিবামাত্র বধ করিবেন। ইহাতে হেকুবা মহা খুশি, হেলেনকে তিনি কখনই সুনজরে দেখেন নাই।

হেকুবা ঃ আশীর্বাদ, আশীর্বাদ লহ মম, বীর।
বধ যদি কর তারে। কিন্তু সাবধান—
দেখিও না মুখ তার। সে ফাঁদে পড়িলে
ভাসিয়া যাইবে কোথা প্রতিজ্ঞা তোমার।

[হেলেনের প্রবেশ, নিজের রূপের গর্বে গর্বিতা, নিঃশঙ্কচিত্তা]

হেকুবা ঃ আসিলি এখন তুই।
বুক মুখ প্রসারিত করি।
স্বামীর সম্মুখে তুই রহিলি দাঁড়ায়ে—
পাপীয়সী, নির্লজ্জা রমণী।

হে'ট কর্ মুখ, ছে'ড়্ চুল, ছে'ড়্ পরিচ্ছদ
নখ দিয়া গাত্রমাংস কর দ্বিখণ্ডিত।
গর্ব নহে, লজ্জা তোর প্রাপ্য রে পাপিণী!
হে সম্রাট, সত্য রাখ, পরাও হেলাসে
ন্যায়ের কিরীট, বধ কর এ নারীরে।

মেনেলাউস্ ঃ স্থির হও, বৃদ্ধা স্থির হও।
[সৈন্যদিগকে] সুসজ্জিত কর কোনও প্রশস্ত নৌযান
ই'হার যাত্রার তরে।

হেকুবা ঃ একবার প্রেমে যে পড়েছে
সে পুরুষ পুনঃ প্রেমে ডুবিবে নিশ্চয়।

[হেলেন এবং মেনেলাউস প্রস্থান করিলেন। অন্য দিক হইতে টালথিবিয়াসের পুনঃপ্রবেশ, হস্তে আষ্টিনাকসের মৃতদেহ।]

টালথিবিয়াস ঃ আণ্ড্রোমাকি, আণ্ড্রোমাকি আনিয়াছে মোর চক্ষে জল।
সমুদ্রে ভাসিল যবে, স্বদেশের তীর দেখি
বিসর্জিল অশ্রুরাশি, হেক্‌টরের সমাধি দেখিয়া,
বহুক্ষেদপূর্ণ কথা বলিতে বলিতে।
আর বলে গেল, এ শিশুর তরে যেন
দাহ আদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় বিধিমত।
তব হস্তে রাখিতে বলেছে এরে,
মৃত-বস্ত্র পরিচ্ছদ পরাইতে হবে।
[হেকুবা দেহ গ্রহণ করিলেন।

হেকুবা ঃ আহা বাছা, কি মৃত্যু পেয়েছ তুমি।
এ কোমল হস্তদুটি ঠিক যেন তাহারই গড়ন।
গর্বিত অধরখানি, কত আশা ভরেছিল এতে,
চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। আজই ভোরবেলা —
আমার শয্যায় আসি হাসি হাসি মুখে —
মিথ্যা কথা বলেছিলে মোরে 'ঠাকুমাগো,
মরিবে যখন, মুড়াইব মাথা, আর সৈন্যসামন্তেরে
লইয়া যাইব তব সমাধির পাশে।'

কেন মোরে ঠকালি এমন করে?
বৃদ্ধা আমি, গৃহহীনা, পুত্রহীনা,
আমাকে ফেলালি অশ্রু তোর তরে—
শিশুকালে এভাবে মরিয়া।
হায় ভগবান, তোর সেই শিশু পদক্ষেপ
সেই কোলে বেয়ে ওঠা, সেই এক সাথে
ঘুমেতে এলায়ে পড়া। সব শেষ।
যদি কোন কবি, সত্য কথা লিখিবারে চায়
তব সমাধির গাত্রে বলিবে সে "হেথা
শুয়ে আছে এক শিশু গ্রীকগণ যাকে
ভয় করেছিল ব'লে খুন করিয়াছে।"
হায়, বৃথা গর্ব মানুষের, সুখের সময়
মনে করে সুখ চিরস্থায়ী—চৌদিকে তখনও
পাগলের মত নৃত্য করে, আকাশে বাতাসে
দৈব সম্ভাবনা জাল, সুখে দুখে ভরা।

[শিশুকে অন্ত্যেষ্টি পরিচ্ছদে আবৃত করিলেন।

এ সুন্দর ফ্রিজিয়ার বস্ত্রখানি
রেখেছিনু মনে করি পরাইয়া দিব
বহুদূর খুঁজি যবে পূর্বদেশ হতে
রাজ-কন্যা আনি তুমি বিবাহ করিবে।
জন্মশোধ পর এটা আজ!